রামায়ণ

দ্বিতীয় খণ্ড

লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড

মহর্ষি বাল্মীকির আদিকাব্যের পদ্যে মর্ম্মানুবাদ

কিষণগঞ্জ হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার

শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ, বি-এল্,

প্রণীত।

প্রকাশক

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৮ ও ৯নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২৩ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

PUBLISHED BY
B. N. SEN
SEN BROS. & Co.,
8 & 9, College Street, Calcutta.

KUNTALINE PRESS,
61, BOWBAZAR STREET, CALCUTTA.
PRINTED BY P. C. DASS.

সূচীপত্র।

লঙ্কাকাণ্ড।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
বানরসভায়	১
বেলাবনে	৪
বিভীষণ	৬
মন্ত্রণা	৯
মৈত্রী	১১
সাগর	১৩
সেতুবন্ধন	১৮
লঙ্কাদর্শন	২০
রাক্ষসচর	২২
প্রাসাদ-চূড়ে রাবণ	২৪
অবরোধ	২৮
নিশাযুদ্ধ	৩১
বীরশয্যায়	৩৪
সীতা-বিলাপ	৩৫
সুপর্ণ	৩৮
ধূম্রাক্ষ-বধ	৪০
বজ্রদংষ্ট্র-বধ	৪২
অকম্পন	৪৬
প্রহস্ত	৪৮
সমরোদ্যত রাবণ ও মন্দোদরী	৫১

বিষয়				পৃষ্ঠা।
রাবণের যুদ্ধ	..	...	...	৫৫
কুম্ভকর্ণ-বধ	...	...	...	৬৩
নিকুম্ভিলা	...	...	...	৭৪
মায়াসীতা	...	...	..	৭৭
মেঘনাদবধ	...	...	...	৮০
পুত্রহীন রাবণ	...	...	...	৮৮
শক্তি-শেল	...	...	...	৯০
রামবিলাপ	...	...	...	৯৫
আদিত্যহৃদয়	...	...	...	৯৮
রাবণবধ	...	...	...	১০০
মন্দোদরী-বিলাপ	...	...	...	১০৩
সীতা ও হনূমান	..	...	...	১০৭
সীতাসমাগম	...	...	...	১১২
অগ্নি-প্রবেশ	..	...	...	১১৬
বিশুদ্ধি	..	...	...	১২২
প্রত্যাগমন—আকাশপথে		...	...	১২৩
অভিনন্দন	...	...	...	১২৮
অভিষেক	...	...	...	১৩৩
রামরাজ্য	...	...	...	১৩৫

উত্তরকাণ্ড।

ঋষি-সমাগম	...	...	...	১৩৬
প্রমোদ-বনে	...	...	...	১৩৮
সীতার অভিলাষ	...	...	...	১৪১

বিষয়			পৃষ্ঠা।
অপবাদ	...	...	... ১৪২
আদেশ	...	...	... ১৪৪
গঙ্গাকূলে	...	...	... ১৪৭
বিসর্জ্জন	...	...	... ১৪৯
নির্ব্বাসিতা	...	...	... ১৫৩
প্রত্যাগত লক্ষ্মণ	...	...	... ১৫৪
অশ্বমেধ	...	...	... ১৫৬
তপোবনে	...	...	... ১৬০
বাল্মীকি ও কুশীলব	...	...	... ১৬১
রামায়ণ-গান	...	...	... ১৬৪
সীতা-শপথ	...	...	... ১৬৭
পাতাল-প্রবেশ	...	...	... ১৭১
সীতাবিয়োগে রামচন্দ্র	...	...	... ১৭৩
লক্ষ্মণ-বর্জ্জন	...	...	... ১৭৫
মহাপ্রস্থান	...	...	.. ১৭৮

রামায়ণ।

লঙ্কাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

বানরসভায়।

'প্রস্রবণ'-সানুদেশে পাদপ-ছায়ায়
বসিল বানর-সভা ; আয়ত শিলায়
মাঝে রঘুনাথ, পাশে সুগ্রীব লক্ষ্মণ,
সম্মুখে জুড়িয়া পাণি পবন-নন্দন।
বসি' সেনাপতি যত—নীরব, নিশ্চল,
দূরে গিরিমূলে উঠে সেনা-কলকল।
কহে রঘুনাথ,—"ওহে হরিবীরগণ,
ধন্য আজি বীরনাম! যশের চন্দন
পড়িল বানব ভালে! প্রতাপে তাহার
মেঘমুক্ত রঘুকুল, নিয়তি সীতার!
প্রিয় সে সীতাব বাণী অমিয়সমান
যে আনে—তাহারে আমি কিবা দিব দান!"
এতেক কহিয়া প্রভু আসন ত্যজিয়া
বানবে ধরিল বুকে বাহু প্রসারিয়া।

বদনে অতুল ভাতি—চাহে বীর যত,
কণ্টকিত কলেবর কদম্বের মত!
কহে রঘুনাথ,—"হ'ল সন্ধান সীতার—
ঘিরিয়া রাক্ষসপুরী সাগর অপার
গরজে গভীর। পার হয়ে সিন্ধুনীর
কেমনে বানর-সেনা দুর্জ্জয় অরির
দেখা পাবে রণে? যদি তোমরা সহায়—
তরিতে সাগর-জল করহ উপায়।"
কহিছে সুগ্রীব,—"প্রভু, বৃথা এ সংশয়—
হরিবীর নাহি ফিরে বিনা রণজয়।
আমরা ছুটিব যবে, উঠিবে ব্যথিয়া
শৈল, সিন্ধুজল! লঙ্কাপুরী আলোড়িয়া
উঠিবে বিজয়নাদ! সিন্ধু রহে, প্রভু?
আমরা ধাইব যবে, নাহি র'বে কভু
অতল সাগর! আমরা বাঁধিব সেতু,
আমরা ছুটিব আগে, ধরি' তব কেতু—
ধূমকেতুসম! পৌরুষ উঠুক জ্বলি'—
ছুটুক বানর-সেনা সিন্ধু, শৈল দলি'!"
শুনি' জ্বালাময়ী বাণী, প্রসন্নবদন,
বানর-পতিরে রাম করে আলিঙ্গন।
উঠে 'জয়রাম'-নাদে অচল কাঁপিয়া—
ছুটে 'জয়রাম'-ধ্বনি দিক আলোড়িয়া।
কহে রঘুনাথ তবে পবন-নন্দনে,—
"তুমি দেখিয়াছ লঙ্কা আপন নয়নে,

কহ, কত দুর্গ তার, কত রহে বল ?
কেমন প্রাকার ? তাহে নিশাচরদল
কিবা যন্ত্র রাখে ? কত বা দুয়ার তার ?
কোন্ গিরিপথে মোরা রোধিব লঙ্কার
কোন্ দুর্গ আগে ? বানর-বাহিনী সনে
কহ বীর, পার হ'ব সাগর কেমনে ?"

কহিছে বানর,—"প্রভু, সাগর মাঝারে
মরকতময়ী লঙ্কা—প্রাকারে প্রাকারে
ফিরে রক্ষোবীর। অগাধ পরিখা তার,
শোভিছে বিপুল চারি দুর্গম দুয়ার।
কত রথ, কত বাজী, কত গজ তায়
গরজে সদাই। রহে ভীম মহাকায়
কত যে রাক্ষস-সেনা—খড়্গচর্ম্মধর,
পাষাণসমান বপু, মেঘমন্দ্রস্বর
কত যে রাক্ষস—বুঝি সংখ্যা তার নাই—
কত শূলধারী মাগে সমর সদাই।
কোথা উঠিয়াছে গিরি, দুর্গ প্রকৃতির,
কোথা খরস্রোত বহে অচলনদীর
অগাধ দুর্ব্বার। কোথা বা নিবিড় বন
আবরি' লঙ্কায়, করে সিন্ধু পরশন।
শোভে শৈলশিরে লঙ্কা দেবের দুর্জ্জয়,
বানর জিনিবে তাহে—এ নহে বিস্ময়।
আলোড়ি নিখিল ধরা, মহাসিন্ধুজল
মোরা ভেঙে দিব তার কিরীট-অচল,

ভাঙিয়া প্রাকার তার পরিখা ভরিব,
রামনামে হাসিমুখে মরণে বরিব !
উঠ হরিবীর, উঠ, ধর ভীম করে
রামের পতাকা—চল সাধের সমরে !”

দ্বিতীয় সর্গ।

বেলাবনে।

কল্লোলি’ চলে বানর-সেনা
গরাসি’ ধরা ধায়,
নিবিড় ধূলি ঢাকিল রবি,
অচল, কাননগায়।
উদ্বেল যেন ছুটিল সিন্ধু
প্লাবিয়া দখিণ বন,
সুরভি শুভ কাননবায়ু
চামর করে ব্যজন !
লুটিয়া মধু দলিয়া তরু
ছড়ায়ে মঞ্জরীদল
ছুটিল সেনা আকুল করি’
মলয়-সানুতল।
অশোকে চূতে বকুলে নীপে
চন্দন-সমাকুল
কানন কত, কত তড়াগ
বরাহভরা কূল,

এড়ায়ে নীল অচল-মালা
মহেন্দ্র গিরি পায়—
চূড়াতে উঠি' হেরিল রাম
সাগর মহাকায়।
মুখর ঘন তালের বনে
উপল বালুকায়
বসিল তবে বানর-সেনা
সিন্ধুর বেলায়।
দ্বিতীয় যেন সাগর বসে,
সাগর-কল্লোল
ডুবায়ে উঠে হরি-সেনার
তুমুল কলরোল!
এল কনক শরৎ-সন্ধ্যা
রঙায়ে সাগরজল,
চলিল প্রভু সিন্ধুর কূলে
আঁখি করে ছলছল।
হেরিল প্রভু বিপুলতম
বঙ্কিম বেলায়
সহসা উঠি' লুঠিছে ঊর্ম্মি
উপল বালুকায়।
আকাশ গেছে সাগরে মিশে,
সাগর আকাশগায়—
অপার সিন্ধু! বসিল প্রভু
অঞ্জনসম শিলায়।

উঠিল চাঁদ সাগর-বুকে
স্বর্ণকলসপ্রায়
বিছায়ে আহা! কনকাসন
সুনীল সিন্ধুর গায়,
মর্ম্মরি' উঠে তালের বন,
সাগর ফুলিয়া উঠে—
হাজার করে চাঁদের মালা
বেলার পানে ছুটে!
সাগর-বুকে উছাস যেন
সীতার স্মৃতি আসে,
কখন মুদে নয়ন, প্রভু
নয়ন-নীরে ভাসে!

তৃতীয় সর্গ।

বিভীষণ।

শরৎ-প্রভাত এল কনক ছড়ায়ে
সাগর-বেলায়,
জলিয়া উঠিল সিন্ধু, উঠে হরিসেনা
স্বর্ণালোক গায়।
সহসা হেরিল সবে, সুনীল আকাশে
মেরুশৃঙ্গাকার
নামিছে রাক্ষস, অঙ্গে বিদ্যুৎমণ্ডিত
দিব্য অলঙ্কার,

চারি পাশে রহে চারি ভীষণ রাক্ষস•
খড়্গচর্ম্মধর,
মাঝে মহামেঘ যেন—ঝলমলে তায়
বালদিবাকর !
কহিছে সুগ্রীব,—"হের, হরিবীরগণ,
রক্ষঃ পঞ্চ জন
নামিছে আকাশ পথে, বানর-সেনার
বধিতে জীবন।"
শুনিয়া রাজার বাণী উঠে গরজিয়া
শার্দ্দূলসমান,
কেহ লয় মহাশিলা, আস্ফালয়ে বাহু
কোপে কম্পমান !
"আদেশ করহ রাজা, পাড়ি ভূমিতলে,
আছাড়ি' শিলায়
চূর্ণ করি রক্ষোদেহ, ছড়া'য়ে দি' তায়
সিন্ধুর বেলায় !"
বানর-গর্জ্জন যেন উপেখি' হেলায়
দাঁড়াল রাক্ষস,
কহে মেঘমন্দ্রকণ্ঠে, অযুত শ্রবণ
করিয়া পরশ,—
"ওহে হরিবীরগণ, অরি নহি আমি—
রাম-হিতকারী,
রামের শরণ মাগি' আসিয়াছি আমি
ন্যায়ের ভিখারী।

"রাবণ সোদর মোর মহাপাপে লীন,
তেয়াগিয়া তা'য়,
তেয়াগি' তনয়, প্রিয়া, আসিয়াছি আমি
ন্যায়ের পন্থায়।
কহিনু রাবণে আমি সীতা ফিরে দিতে—
কোপে কম্পমান
দাসের সমান পাপী করিল আমার
ঘোর অপমান।
ন্যায়ের যে ব্রত আমি করিছি ধারণ,
পালিবারে তায়
ত্যজিয়াছি প্রিয়া, পুত্র, সোদরের স্নেহ,
জননী লঙ্কায়!
হউক ন্যায়ের পথ চিরজ্যোতির্ম্ময়,
ভুবন নিনাদি'
চলুক ন্যায়ের রথ, সব ছাড়ি' যেন
হই ন্যায়বাদী!
কহ নরনাথে ত্বরা, বিভীষণ মাগে
চরণ—আশ্রয়,
সংবর বানরসেনা, শিলা তরু যত—
নাহি অরিভয়।"

পাপী কোথা পায়? রহুক শকতি তার,
পাপ নাহি র'বে লীন, পাপীর আকার
লুকাইবে কেবা? নিশ্বাসে বহিয়া যাবে—
পাপ তার সর্ব্ব দেহে কালিমা মাখাবে!
হেরিয়া রাক্ষসে মোর না আসে সংশয়,
নহে শঠ, নহে নীচ, হেন মনে লয়।
শুনেছে সে হত বালী রামবজ্রশরে,
সাগর লঙ্ঘিয়া আগে রাক্ষস-গোচরে
প্রভুর প্রতাপ গেছে, রক্ষঃসিংহাসন
হ'বে শূন্য—তাই সেতো লয়েছে শরণ
লঙ্কারাজ্য লাগি'। তেয়াগি' আপন জনে
তাই সে মিলেছে আসি' রাঘব-চরণে।"

কহিছে সুগ্রীব,—"তাহে কিবা প্রয়োজন?
হ'ক না সে নিশাচর সাধু বা দুর্জ্জন।
আপন ভ্রাতারে যেবা পারে ত্যজিবারে
এমন বিপদে, নিজ স্বার্থ খুঁজিবারে
কাল বুঝি মাগে যেবা অরির আশ্রয়,
হেন মিত্র হ'তে প্রভু, সদাই যে ভয়!"

চাহি' লক্ষ্মণের মুখে, মৃদু মৃদু হাসি'
কহে রঘুনাথ,—হেন ভ্রাতৃ-স্নেহরাশি
দুর্লভ সুগ্রীব! ভরতসমান ভাই,
তোমা' সম মিত্র সখে! কোথা বল পাই?
লয়েছে রাক্ষস আজি আমার শরণ
লঙ্কারাজ্য লাগি'। তেয়াগি' আপন জন

এসেছে সে যদি মোর পাশে, দিব তারে—
দিব আমি ঠাঁই। ভাসিয়া নয়নধারে
যাচক অঞ্জলিপুটে দীন পাণ্ডু মুখে
মাগিয়া অভয় মোর দাঁড়াবে সম্মুখে—
আমি তারে দিব না অভয় ? যাও, যাও
বীরগণ, দয়া মোর রাক্ষসে শুনাও !
কি ছার রাবণভ্রাতা, হ'ক সে রাবণ,
যাচক যদি সে, হেথা কর আনয়ন।"

পঞ্চম সর্গ

মৈত্রী।

আসি' বিভীষণ তবে রাঘব-চরণে
করে প্রণিপাত চারি অনুচর সনে,
কহিছে জুড়িয়া পাণি,—"রঘুর নন্দন,
রাবণ-অনুজ আমি, নাম বিভীষণ।
পাপ-নিমগন রহে রাবণ সদাই
সৃষ্টির কণ্টক, কহিনু পাপীরে তাই
সীতা ফিরে দিতে। অন্ধ নিজ বীর্য্যবলে
করে পাপী মোর অপমান ! উঠে জ্ব'লে
হৃদয়-অনল মোর, দেখিলাম আমি
রাবণ চলেছে অন্ধ মৃত্যু-অনুগামী !
দাঁড়ায়ে সংহাররাত্রি লঙ্কার শিয়রে—
দেখিলাম চাহি', আইলাম বোষভরে

" তেয়াগি' পাপের সঙ্গ, নিখিল-শরণ
আশ্রয় করিনু রাম, তোমার চরণ !
ত্যজিয়াছি পত্নী, পুত্র, জননী লঙ্কায়
ন্যায়পথ লাগি' ; পুণ্য চরণ-ছায়ায়
যদি মোরে দেহ ঠাঁই—আমার জীবন,
রাজ্য, ধন, জন প্রভু, তোমারি চরণ !"
প্রসন্ন বদনে রাম চাহে তার পানে,
নয়ন-আলোক-পাতে শীতল পরাণে
নির্ম্মল রাক্ষস ! কহে সুমধুর বাণী
সহাস বদনে রাম, মেলিয়া শ্রীপাণি
পরশি' রাক্ষসবীরে,—"এস বিভীষণ,
হউক অক্ষয় সখে, হৃদয়-বন্ধন !
আমি করিলাম পণ, বধিয়া রাবণে
তোমারে বসা'ব মিত্র, লঙ্কাসিংহাসনে।
লক্ষ্মণ, সাগর-বারি, আনহ সত্বর,
মিত্র বিভীষণে আজি রাজদণ্ডধর
করিব লঙ্কার। পুণ্য সাগর-বেলায়
হ'ক রাজ-সিংসাহন নির্ম্মল শিলায়।"
হ'ল অভিষেক ; প্রভু আপনার করে
রাজার তিলক দিল ললাট-উপরে।
চরণে প্রণাম রক্ষঃ করে বার বার,
কহে গদগদ কণ্ঠে,—"সহায় তোমার
হ'বে দাস লঙ্কার সমরে। দিনু প্রাণ
তোমারি চরণে প্রভু ! মোর বুদ্ধি জ্ঞান,

মোর বাহুবল, রহে যা' কিছু আমার—
আমার নহে ত প্রভু, সকলি তোমার !"
কহে বিভীষণ তবে রাবণের বল,
লঙ্কা-পরিচয় ; লঙ্ঘিয়া সাগর-জল
অসুর অমর সেথা নারে পশিবারে—
দেবের দুর্গম লঙ্কা সাগর-মাঝারে।
কহে রঘুনাথ,—"সখা, তরিব কেমনে
অপার সাগরবারি ? বাহিনীর সনে
কেমনে সুগ্রীব পাবে রণে দেখা তার ?
কেমনে রোধিব মোরা অচল লঙ্কার ?"
"দুস্তর সাগর সখা," কহে বিভীষণ,
লহ রঘুনাথ, তুমি সাগর-শরণ ;
আপনি কহিবে সিন্ধু তরণ-উপায়—
সাগর লঙ্ঘিয়া মোরা ভেটিব লঙ্কায়।"

ষষ্ঠ সর্গ।

সাগর।

রহে বেলাবনে সেনা সাগরসমান,
সিন্ধুনাদ জিনি' উঠে কল্লোল মহান্।
বেলাবালুকার 'পরে বিছায়ে আসন
শুচি পূর্ব্বমুখে রাম বসিল তখন।
সাগরসমান প্রভু অপার চিন্তায়
রহয়ে মগন, ভাবে তরণ-উপায়।

"হ'ল অবসান দিবা, সন্ধ্যা এল নামি'
সাগরের বুকে ; বেলা-বন-অনুগামী
কুলায়ে ফিরিল পাখী। চন্দ্রকর মাখি'
কল্লোলি' উছলে সিন্ধু, কূলে থাকি' থাকি'
শঙ্খ শুক্তি ঢালে। রজনী পোহায়ে গেল—
সিন্ধুবুকে বেলাশৈলে স্বর্ণ ঢালি' এল
শারদ প্রভাত। গেল তিন দিবা রাতি—
আপন গৌরবে সিন্ধু রহি' যেন মাতি'
নাহি দিল দেখা। কহে রোষ-রক্ত-আঁখি
রাঘব সাগরে, "আজি শরজালে ঢাকি'
স্বর্গমর্ত্ত্যপথ, শুষিব সাগর, তোরে—
না কহিলি তরণ-উপায়! ভাবি' মোরে
তাপস দুর্ব্বল, সদা লোকহিতে রত,
সরল, মধুরভাষী, করুণ নিয়ত,
মৃদু বীর্য্যহীন, হেলা করে সিন্ধু আজি—
দোষের কারণ মোর হ'ল গুণরাজি!
লক্ষ্মণ, এ সাম শুধু নহে যোগ্য পথ
ধরাতে সদাই, হেথা চাই রণরথ,
রণ-মহোল্লাস, ভীম সেনা-কলকল—
সাম নহে কীর্ত্তিপথ, চাই বাহুবল!
ধিক্, শত ধিক্ ক্ষমা গর্ব্বস্ফীত সদা
অন্ধসম জনে! ধিক্ রে অঞ্জলিবাঁধা
যাচকের পাণি! আজি রণমদে মাতি'
সাগর শুষিব! হের রবিকরভাতি

শরজালে পূর্ণ নভস্তল! আলোড়িত
মহাসিন্ধু, হের আজি বেলা বিপ্লাবিত
শঙ্খশুক্তিময়! ছিন্ন মকরের রাশি,
ভিন্ন তিমি-নক্রজাল, হের বিশ্বগ্রাসী
প্রতাপ আমার! শুষিব সাগরবারি—
চলুক বানর-সেনা শৈল-তরু-ধারী!"
　এতেক কহিয়া প্রভু প্রদীপ্তনয়ন
উঠে টঙ্কারিয়া ধনু যুগান্ত-তপন!
জগৎ কাঁপায়ে রাম ছাড়ে উগ্র শর,
বজ্র যেন পুরন্দর! ব্যথিয়া সাগর
বিত্রাসিয়া নক্র তিমি, জ্বালাময় বাণ
পশিল দানবালয়ে। নিনাদ মহান্
উঠিল সাগব-বুকে। ছুটে শত শত
সফেন তরঙ্গ বিন্ধ্য মন্দরের মত!
আঘূর্ণিত মহাসিন্ধু ধ্বস্ত বিলোড়িত
সহসা প্লাবিল বেলা! সম্ভ্রম-চকিত
লক্ষ্মণ ধরিয়া ধনু ধীরকণ্ঠে কয়,
"সংহর, সংহর রোষ! মহাঘোর ভয়
গ্রাসিছে জগৎ! তোমা সম মহাজন
রোষ-বশীভূত প্রভু, নহে কদাচন।
ঐ শুন, স্বর্গপথে অমর ঋষির
সকরুণ দেবকণ্ঠ উঠে সুগভীর!
'হা কষ্ট!' বলিয়া তাঁরা কাতর নিশ্বাসে
অকাল-প্রলয়-রত তোমারে সম্ভাষে!"

নাহি প্রভু শুনে বাণী, বজ্রকণ্ঠে বলে,—
"শুষিব সাগর আজি, বানর সকলে
যা'ক্ রে উড়ায়ে ধূলি শুষ্ক সিন্ধুবুকে—
রাম রহে ধনু করে দাঁড়ায়ে সম্মুখে!
তবু করে তুচ্ছ সিন্ধু হেলা—"ব্রহ্মশর
জুড়ি' মহাচাপে, ধরে লোকভয়ঙ্কর
প্রলয়-মূরতি প্রভু! কাঁপে থরথরি
শৈল-বন-বিভূষণা মহী! বিশ্ব ভরি'
আর্ত্তনাদ ছুটে! ভেঙে পড়ে শৈলশির,
নিবিড় আঁধারে আর রূপ পৃথিবীর
নাহি যায় দেখা! ছুটে বিপরীতগতি
ক্ষিপ্ত গ্রহমালা! লুপ্ত রহে দিনপতি
ধূসরমণ্ডল! ছুটে প্রলয়-নির্ঘাত
মহাব্যোমপথে। শত শত উল্কাপাত—
ভাতিল আকাশ। বহে প্রলয়ের ঝড়,
মহা-অন্ধকার গ্রাসে ধরণী অম্বর!
সহসা তরঙ্গভঙ্গে আপনি সাগর
দেখা দিল মহা-অন্ধকারে! দিবাকর
যেন ভাতি' উদয়-শিখর, ধীরে ধীরে
উঠে ঊর্ম্মি ভেদি'! দিব্য পুষ্পমালা শিরে
করে ঝলমল, নবীন-জলদ-কাঁতি
স্নিগ্ধ নীল দেহ, শুভ্র-ফেন-শঙ্খ-ভাতি
নির্ম্মল বসন অঙ্গে, বক্ষে মুক্তাহার—
আপন রতনে সিন্ধু নানা অলঙ্কার

পরিয়াছে সর্ব্ব অঙ্গে! ঘিরিয়া তাঁহায়
নাচে তরঙ্গের মালা, কলগান গায়
কোটি নদ নদী! উঠে কোটি শঙ্খ বাজি'—
নাচে জলদেবীগণ রত্নভারে সাজি'।
রাঘব-চরণে সিন্ধু নমিয়া তখন
কহিছে জীমূতমন্দ্রে ভরিয়া গগন,—
"পৃথিবী আকাশ বায়ু তেজ বারি আর
আপন স্বভাবে সৌম্য, রহে অনিবার—
প্রকৃতির নিত্য পথে চলিয়াছে তা'রা,
নহে কভু ব্যতিক্রম—বিপরীত ধারা।
আমার স্বভাব—আমি অগাধ অপার,
ভয়ে নহে, লোভে নহে ব্যতিক্রম তার।
সংহর, সংহর প্রভু, বজ্রসম শর—
তরণ-উপায় কহি, আমার উপর
বানর বাঁধুক সেতু।　রহে মহাবল
সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ তব সেনাপতি নল
বিশ্বকর্ম্মসুত, পিতাব সমান তার
অপূর্ব্ব অদ্ভুত কর্ম্মে রহে অধিকার।"
　এতেক কহিয়া সিন্ধু হইল অন্তর্দ্ধান,
গরজে বানরগণ জলদসমান।
উঠি' সেনাপতি নল করপুটে কয়,—
"সাগরে বাঁধিব সেতু, গাহ রামজয়!"

সপ্তম সর্গ।

সেতুবন্ধন।

রাঘব—আদেশে তবে হরিগণ ধায়,
উঠে জয়রাম ধ্বনি সাগর-বেলায়।
ভাঙে মহাতরু, টানে আলোড়িয়া বন—
শাল, নারিকেল, তাল, অশোক চন্দন।
অর্জ্জুনে অশথে বটে বংশের রাশিতে
ভ'রে গেল সিন্ধুকূল। অগাধ বারিতে
ফেলে গিরিশৃঙ্গ কপি যন্ত্রে ল'য়ে টানি,'
আকাশ পরশে সিন্ধু, বেলাশৈলে হানি'
ঊর্ম্মির আস্ফোট! তুমুল নিনাদ উঠে—
শিলাতরুধারী বীর দিকে দিকে ছুটে
শৈলশৃঙ্গাকার। গেল পাদপে শিলায়
মহাসিন্ধু ভরি'। হেরে কণ্টকিতকায়
সর্ব্বভূত মিলি' নল নিরমায়ে সেতু,
লম্বিত সাগর-বুকে যেন ইন্দ্রকেতু
অচিন্ত্য, অদ্ভুত! অমর, গন্ধর্ব্ব যত
রহিয়া আকাশপথে, হেরে সে আয়ত
রোমহরষণ সেতু! গগনের ভালে
শোভে ছায়াপথ যেন, সিন্ধুর কপালে
শোভে যেন সিঁথি! গরজে বানরগণ,
জয়রাম মহানাদে ভরিল ভুবন!
সাগর তরিতে চলে বানর-বাহিনী
মহাসেতু-পথে, যেন গভীরনাদিনী

মহানদী ছুটে! আগে রঘুনাথ চলে
আস্ফালিয়া মহাধনু—সেনা-কলকলে
সিন্ধুনাদ ডুবে। কেহ লম্ফ দিয়া যায়,
কেহ বা আকাশপথে বায়ুসম ধায়।
স্থান নাহি পায় কত, রহে বেলামূলে
কাল-প্রতীক্ষায়। শৈলে শৈলে সিন্ধুকূলে,
লম্বিত সাগর-বুকে, সাগরের পারে
অচল-সানুতে—ভরি' সিন্ধু বসুধারে
ছুটে কোটি কোটি বীর কাঞ্চনবরণ,
আলোড়িত ভীমনাদে সাগর গগন।
　সাগর হইল পার বানর-বাহিনী
মহাসেতুপথে। যেথা শত নির্ঝরিণী
ঝঙ্কারে সদাই, সদা ফলমূলে ভরা—
সিন্ধুতীরে রহে সেনা কল্লোলমুখরা।
　সহসা ব্যথিয়া বিশ্ব উঠে অলক্ষণ,
কহিছে অনুজে রাম,—"নেহার লক্ষ্মণ,
প্রকৃতির চণ্ডলীলা লোক-ভয়ঙ্করা—
বহিছে কলুষ বায়ু, কাঁপে বসুন্ধরা।
রাক্ষস-বানর-বীর-রুধির-ধারায়
ভাসিবে ধরণী! হের, আকাশের গায়
ঘোর মহামেঘ যেন বরষে রুধির,
ভাঙিয়া পড়িছে তরু, কাঁপে তরুশির!
হের কি দারুণ সন্ধ্যা রুধিরসঙ্কাশ!
রবির মণ্ডল হ'তে ভাতিয়া আকাশ

বিস্ফুলিঙ্গ ছুটে! যুগান্ততপনপ্রায়—
লোহিত পরিধি—হ্রস্ব রুক্ষ রবিগায়
নীল চিহ্ন ফুটে! হ'বে মহাঘোর রণ—
শোণিতকর্দ্দমময়ী ধরণী, লক্ষ্মণ!
চল, আজি মোরা রোধি লঙ্কার দুয়ার
শিরে ঝঞ্ঝাবাত ধরি'! উদ্দাম দুর্ব্বার
মত্ত প্রকৃতির মাঝে চল বীরগণ!"
এত কহি' চলে প্রভু যুগান্ত-তপন!

অষ্টম সর্গ।

লঙ্কাদর্শন।

চলে হরিসেনা যেন সাগরপ্লাবন,
বীর-পদ-ভরে ধরা কাঁপে ঘন ঘন!
লঙ্কার কাননভূমি, মহাগিরি যত
ভরিল বানরবীরে; উঠে অবিরত
প্রলয়-জীমূত-মন্দ্রে বানর-হুঙ্কার,
কাঁপে শৈলরাজি—যেন কিরীট লঙ্কার।
সুবেল-অচল-শিরে রচি' হরিবল
অদূরে নেহারে রাম, ভেদি' নভস্তল
উঠে শৈলশিরে লঙ্কা ধ্বজাপতাকিনী,
মৃদঙ্গ-পণব-শঙ্খ-গভীর-নাদিনী।
সুধা-ধবলিত তুঙ্গ প্রাসাদ-মালায়
বিরাজে নগরী, যেন আকাশের গায়

পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র মেঘ ভাসে। কুসুমিত
উপবন কত, ক্রীড়া-শৈল-বিভূষিত
কত বা বিহারভূমি। স্বপনের প্রায়
শোভে শৈলশিরে লঙ্কা বিচিত্র ভূষায়!
হেরিয়া রাক্ষসপুরী রাঘব তখন
কহে মেঘমন্দ্রকণ্ঠে, "হরিবীরগণ,
কিবা শুভদিন আজি! রণভূমি'পরে
ভেটিব অরিরে! ছুটুক্ আলোড়ি' ধরা
সাগরসমান সেনা কল্লোলমুখরা।
ছুটুক প্লাবিয়া লঙ্কা, শৈলমালা তার
বানর-প্রবাহ! হৃদিমাঝে বসুধার
উঠুক প্রলয়কম্প! বানর-হুঙ্কার
অণুতে অণুতে আজি পশুক্ লঙ্কার।
"অঙ্গদ, রাখহ তুমি বানর-সেনার
মহাবক্ষোভাগ, র'বে সবায় তোমার
সেনাপতি নীল। বামপার্শ্বে মহাবল
রহুক গন্ধমাদন, উগ্র কালানল
দক্ষিণে ঋষভ। আমি বাহিনীর শিরে
র'ব লক্ষ্মণের সনে; কুক্ষিদেশ ঘিরে
রহুক সুষেণ বীর, বৃদ্ধ জাম্ববান।
আপনি বানরপতি সাগরসমান
রহুক পশ্চাতে।" রচি' মহাব্যূহ তবে
চলে সৈন্যশিরে রাম রাক্ষস-আহবে।
পাদপপাষাণধারী গিরিশৃঙ্গকায়

চলে হরিসেনা, কহে গভীর ভাষায়,—
"বিচূর্ণ করিব লঙ্কা ভীম মুষ্টি মারি'
অচল সহিত তারে ফেলিব উপাড়ি' ।"

নবম সর্গ ।

রাক্ষসচর ।

কহিছে রাবণ শুক সারণে তখন
মন্ত্রভবনের মাঝে, "রঘুর নন্দন
সাগরে বেঁধেছে সেতু—স্বপ্ন মনে হয়,
হেন বাণী মন্ত্রী, আমি না করি প্রত্যয় ।
বানর কেমনে হ'ল মহাসিন্ধু পার,
কেমনে বা বাঁধে সেতু, আন সমাচার
মুহূর্ত্তে তোমরা । কত বা এসেছে তা'রা
সাগর উতরি' ? রহে আগুয়ান যারা
বানর-প্রধান, কিবা বীর্য্য, কিবা রূপ,
কিবা অস্ত্র ধরে ? কিবা সে বানরভূপ
করে রণ-আয়োজন ? কেমন আকার,
কিবা অস্ত্র ধরে রাম, অনুজ তাহার ?
আন সমাচার বীর, বায়ুসম ধাও—
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতম যত সংবাদ শুনাও ।"
ধরিয়া বানর-রূপ হইল বাহির
রাক্ষস দু'জন ; হেরি' হরিবাহিনীর
সিন্ধুসম ভীমরূপ স্তব্ধ নিশাচর-
কে করে গণনা, ভয়ে কাঁপে থরথর !

বানর-সাগরে তা'রা হারায়ে আপনা
কূল নাহি পায়, যেন নাহিক চেতনা—
ফিরে দিকে দিকে। ছদ্মবেশী বিশাচরে
সহসা রাঘবানুজ ধরে বজ্রকরে।
টানিয়া রামের আগে চলে বিভীষণ,
কহে ঘোরকণ্ঠে, "প্রভু, রাক্ষস দু'জন
পশেছে বাহিনী মাঝে ছদ্মবেশ ধরি'—
বল আয়োজন যত জানিয়াছে অরি !"
কাঁপে থরথরি রক্ষঃ প্রাণভিক্ষা মাগে,
লুটে পুটপাণি তা'রা চরণের আগে।
হাসিয়া কহিছে রাম,—"ওরে রক্ষঃচর,
দূত নহে বধ্য কভু, উঠ রে সত্বর
মুছিয়া ললাটরেণু। বাহিনী আমার
দেখিয়াছ যদি, কহ, কিবা চাহ আর ?
পূর্ণ যদি মনোরথ, যথাসুখে যাও—
বিপুল বানরবল রাবণে শুনাও।
যদি কিছু থাকে বাকী, রহে বিভীষণ—
নিখিল বানরবল করাবে দর্শন।
যাও রে রাক্ষস, যাও লঙ্কার মাঝারে,
কহিও এ বাণী মোর রাক্ষস-রাজারে—
'যে বলে হরেছ দুষ্ট, জানকী আমার,
যত রহে সেনা তোর, পুত্র মিত্র আর,
সবে ল'য়ে রক্ষঃ, তোর দেখা' রে সে বল !
কালি শমনানলে মোর লঙ্কার অচল

উঠিবে জ্বলিয়া ! বিচূর্ণ বিপুল দ্বার,
পূর্ণ পরিখার মালা, বিধ্বস্ত প্রাকার,
শ্মশানসমান লঙ্কা রহিবে পড়িয়া—
রোদনের রোলে যাবে আকাশ ভরিয়া !
বজ্রসম ভীম ক্রোধ ত্যজিব যখন,
সসৈন্য সপুর তুই মরিবি, রাবণ !' "

দশম সর্গ।

প্রাসাদ-চূড়ে রাবণ।

কহিছে রাবণে শুক সারণ তখন,
বিবর্ণ, বিকল দেহ, বিশুষ্ক বদন,—
"আসিয়াছে মহাভয়, বাঁধিয়াছে সেতু
সাগরে বানর ! উড়ে প্রভু, রাম-কেতু
সুবেল-শিখরে। বিরাধ-কবন্ধ-ঘাতী
খরের অন্তক রাম রণ-রঙ্গে মাতি'
আসে প্রভু, চাপ করে। ভরেছে বানরে
নিখিল ধরণী ! গিরি-মেঘ-কলেবরে
অযুত অযুত সেনা লঙ্কামুখে ধায়—
রামে দাও সীতা প্রভু, না দেখি উপায় !"
শুনি' সে বচন, রোষ-অরুণ-নয়ন
দহিয়া রাক্ষসে যেন কহিছে রাবণ,—
"আসুক গন্ধর্ব্ব যত, অসুর, অমর,
সাজুক ত্রিলোকবাসী মাগিয়া সমর,

সীতা নাহি দিব কভু! কোদণ্ড-টঙ্কার
শোন নি কি মোর? রুধির-রঞ্জিত তার
দীপিয়া সকল দেহ, জ্বালাময় বাণ
ছাড়িব যখন, পলা'বে সে ল'য়ে প্রাণ—
উল্কামুখে কুঞ্জর যেমন! সিন্ধুসনে
ঝটিকার তাণ্ডবমিলন, মহারণে
আমার প্রতাপ—রাম কভু দেখে নাই,
আসে সে নিয়তিবশে মৃত্যুমুখে তাই।
দিবাকরসম ভীরু, উদিব যখন,
লুকাবে বানরবল, নক্ষত্র যেমন।
বাজায়ে সে চাপবীণা রণ-মহোৎসবে
মাতিব যখন, কেবা হেন বীর, র'বে
সম্মুখে আমার?" এতেক কহিয়া বীর
চলে ভীমগতি, রোষ-প্রদীপ্ত-শরীর।
    উঠিয়া তুষারপাণ্ডু আকাশ-চুম্বিত
প্রাসাদ-শিখরে, হেরে সুদূরে লম্বিত
সিন্ধুবুকে মহাসেতু! অগণিত আসে
বনচর, অগণিত সুদূরে প্রকাশে
সাগর-বেলায়; আর্বার' অচলগায়,
সকল কাননভূমি, নির্ঝর গুহায়
প্রকাশে বানর। কপিময় মনে হয়
লঙ্কার সকল গিরি! যেন কপিময়
সাগর, ধরণী! হেরিয়া সে ভীম বল
রাবণ কহিছে বাণী, চকিত চঞ্চল,—

"কেবা কোন্ বীর ? কার প্রতাপ কেমন ?
দেখেছ সকলি তুমি, কহ রে সারণ !"
কহিছে সারণ,—"প্রভু, কোটি কোটি যায়
ঘিরেছে বানর-সেনা, নীলমেঘকায়
ঐ যে গরজে বীর, মহানাদে যার
কাঁপিছে অচল বন প্রাকার লঙ্কার—
ঐ সে বীরেন্দ্র নীল। বাহু আস্ফালিয়া
আসে যে গর্ব্বিত যুবা শৈল আলোড়িয়া
গজেন্দ্রের মত, পদ্মপীত-কলেবর
ঐ সে অঙ্গদ, যেন অচল-শিখর !
বাহুর আস্ফোটে ভরি' সাগর মহান্
অঙ্গদ করিছে তোমা' সমরে আহ্বান।
ঐ তার পাশে নল মহাবলমাঝে—
সাগরে বাঁধে সে সেতু ! পশ্চাতে বিরাজে
বজ্রসঙ্কাশ ভীম বানর মহান্—
শ্বেত নাম তার। রহে কেশরীসমান
নিভৃত অচল-কোলে পিঙ্গলবরণ,
লঙ্কা দহি' যেন যার জ্বলিছে নয়ন
ঐ বিন্ধ্যবাসী রম্ভ। মহারোষভরে
কাঁপে যে বানরবীর, শমনে না ডরে,
শরভ তাহার নাম। পশ্চাতে তাহার
পনস, বিনত রহে মেঘের আকার।
হের, তার পাশে রাজা, রহে ঋক্ষগণ—
কিবা নীল ভীম রূপ, প্রদীপ্ত নয়ন !

মাঝে জাম্ববান রহে ; কত ঋক্ষবীর
তুঙ্গ গিরিশিরে উঠি' গরজে গভীর,
বরষি' বিপুল শিলা মাগিছে সমর।
কত তাম্রমুখ, মধুপিঙ্গল বানর
ঘিরেছে কেশরী বীরে। কাঞ্চন-বরণ
ঐ যে বানর সন্ধ্যা-শৈলের মতন
রয়েছে দাঁড়ায়ে, সাগর ক্ষোভয়ে বলে,
তোমার কনক-লঙ্কা দহিয়া সে চলে
শত যোজনের পার, কেশরী-কুমার
ঐ হনূমান! সম্মুখে বসিয়া তার
মহাশিলাতলে, দূর্ব্বাদল-শ্যামকায়
কমলনয়ন, ঐ রাম—রহে যায়
সর্ব্ব বেদ, সর্ব্ব অস্ত্র, প্রভু! দীর্ণ ধরা
শরবেগে তার! রহে তার কীর্ত্তিভরা
তিন লোক রাজা! বসিয়া দক্ষিণে তার
বিশুদ্ধকাঞ্চন-কাঁতি দেবের আকার
মহাবক্ষ যুবা, রামের দ্বিতীয় প্রাণ—
ঐ সে লক্ষ্মণ প্রভু, অনলসমান।
হের, বিভীষণ রহে রক্ষোবীর মাঝে
রামের চরণে। হের, সুগ্রীব বিরাজে
কৈলাস-সমান! দোলে হেমমালা তার
লক্ষ্মীর নিবাসভূমি উরসে উদার!
কত আর ক'ব রাজা! সংখ্যা নাহি হয়,
যে দিকে নেহার, সব হের হরিময়!"

শুনি সারণের বাণী, আরক্তনয়ন
করে কর আঘাতিয়া কহিছে রাবণ,—
"ধিক্ রে রাক্ষস ভীরু! মরণের ভয়
নাহি তোর? পেয়ে মোর বাহুর আশ্রয়,
আমার কৃপাতে পুষ্ট, বৈরিগুণগান
করিস্ সম্মুখে মোর! হেন নীচ প্রাণ
কোথা পেলি তোরা? ওরে রক্ষঃকুলাঙ্গার,
এখনো আনত শিরে সম্মুখে আমার
রহিস্ দাঁড়ায়ে? দূর হ' সম্মুখ হ'তে—
পূর্ব্ব উপকার স্মরি' ক্ষুদ্র প্রাণ ল'তে
সাধ নাহি হয়!" এত কহি' রোষভরে
ডাকি চরগণে রাজা চলে মন্ত্রঘরে।

পুরী রক্ষা করে রক্ষঃ, রহে পূর্ব্ব দ্বারে
প্রহস্ত রাক্ষস-নেতা; দক্ষিণ দুয়ারে
মহাপার্শ্ব, মহোদর। রাবণ-নন্দন
ইন্দ্রজিৎ রহিল পশ্চিমে; অগণন
রক্ষোবীরমাঝে, মত্ত নিজ অহঙ্কারে
আপনি রাবণ রহে উত্তর দুয়ারে।

একাদশ সর্গ।

অবরোধ।

ঘিরিল বানর-সেনা নিশাচরপুরী
ভৈরব হুঙ্কারে। রহে পূর্ব্ব দ্বার জুড়ি'
নীল সেনাপতি। রহে বালীর কুমার

দক্ষিণ দুয়ারে।　রাখে পশ্চিম দুয়ার
পবননন্দন হনু।　মেরুশৃঙ্গপ্রায়
দুর্গম অচলরাজি-নদী-পরিখায়
উত্তর দুয়ার, অনুজ লক্ষ্মণসনে
আপনি রহিল রাম উত্তর তোরণে।
　ছুটিল বানর-সেনা ঘিরিয়া লঙ্কায়
জয়রামনাদে।　তাম্রমুখ হেমকায়,
করে মহাশিলা, ছুটে কোটি কোটি বীর।
বামের চরণে তা'রা সঁপিয়া শরীর
ছুটিল মরণে দলি'!　মথিয়া প্রাকার,
ভরিয়া পরিখা, ভাঙি' বিপুল দুয়ার
লম্ফে লম্ফে উঠে কপি লঙ্কার অচলে—
মত্ত ঝঞ্ঝাবাত যেন হরিবল চলে!
　সহসা বিক্ষুব্ধ সিন্ধু-তরঙ্গের প্রায়
সকল দুয়ার ভরি' বেগে বাহিরায়
ভীম রক্ষঃ-সেনা!　ধরা টলমল করে
গভীর নির্ঘোষে কোটি বীরপদভরে।
নাচিয়া নাচিয়া ছুটে বক্ষঃ প্রসারিয়া
বক্ষোবীর ধ্বস্তকেশভার!　আলোড়িয়া
শৈলমালা, সুগভীর ঝঙ্কারে বাজায়
চন্দ্রপাণ্ডু ভেরী।　ছুটে নীল মহাকায়
নিশাচর কোটি শঙ্খ করে, শোভা পায়
সবলাক যেন মেঘমালা!　মহাঝড়ে
ক্ষিপ্ত মেঘমত, ছুটে শিলা তরু করে

হরিসেনা জয়রাম নাদে! মহানাদে
ভরিল সাগর, উঠে অযুত গুহাতে
প্রতিধ্বনি তার; সুদূরে সাগরপারে
মলয় মন্দর বিন্ধ্য বানর-হুঙ্কারে
উঠিল ভরিয়া! শঙ্খ দুন্দুভির ঘোষে
ফেটে পড়ে নভস্তল, দীপ্ত মহারোষে
ছুটে সেনা বীরভোগ্য রণে! কাঁপে ধরা
রথের ঘর্ঘরে, ছুটে কল্লোল-মুখরা
সেনার তরঙ্গমালা! বহ্নিশিখাপ্রায়
উড়ে কোটি ধ্বজা। কাঞ্চন-কবচ গায়
আদিত্য-সঙ্কাশ রথে দিক প্রকাশিয়া
ছুটে ভীম নাদে রক্ষঃ শৈল আলোড়িয়া!
প্রাকার-শিখরে রহি' রক্ষঃ সারি সারি
দীপ্ত শূলে বিঁধে হরিগণে, শিলাধারী
বানর তখন, 'জয় রঘুনাথ' বলি'
উঠে লম্ফে লম্ফে বেগে শিলা তরু দলি'
প্রাচীর-চূড়ায়, বজ্রনখে দন্তে চিরে
নিশাচরবীরে, বাহু আস্ফোটিয়া ফিরে
'জয় রাজা সুগ্রীব' নিনাদে! রাশি রাশি
বানর রাক্ষসে ভরিল পরিখা। ভাসি'
চলে রুধিরনদীতে হরিরক্ষোবীর।
রুধিরকর্দ্দমময়ী ধ্বস্ত পৃথিবীর
উঠে প্রলয়ের কম্প হৃদয়মাঝারে—
সহসা ডুবিল সিন্ধু সন্ধ্যার আঁধারে।

দ্বাদশ সর্গ

নিশাযুদ্ধ।

আইল করালী রজনী তখন
সংহারময়ী, তিমিরমগন
সংগ্রামভূমি মরণ-সদন
ভয়াল রূপ ধরিল।
কনকবর্ম্মে জ্বলে শরীর,
দীপ্ত-ওষধি যেন গিরিশির—
রাক্ষস-বীর ছুটিল।
'তুই রে বানর,' 'তুই নিশাচর'—
উঠে ভীম নাদ ভৈরবতর,
ছুটে তুরঙ্গ, খুরের বেণুতে
নিশ্বাস রোধিয়া যায়।
বাজে পণব, বাজে মৃদঙ্গ,
অযুত ভেরী, অযুত শঙ্খ,
ধ্বনিয়া উঠে কন্দর কোটি,
ত্রিকূট যেন বাহু স্ফোটি'
সংগ্রামগীত গায়!
শস্ত্র-পুষ্প-রাশি-বিকীর্ণ মেদিনী,
বহে শৈলপথে শোণিত-তটিনী।
কে জানে কোথায় কিবা রহে, সব
আঁধারে মগন; কবাল ভৈরব
শমন নাচে তাথৈ!

জ্বলে দাশরথি, করে দিব্য শর,
ভাতিয়া উঠিল ধরণী অম্বর,
বাঁধি' জটাজাল মহারুদ্র যেন
বানরে কহে মাভৈঃ!
স্বর্ণপুঙ্খ শর দীপিল আকাশ,
খদ্যোতমালা যেন বা প্রকাশ,
পড়ে বাণপথে কোটি নিশাচর,
ছিন্ন ভিন্ন রথ, তুরঙ্গ, কুঞ্জর,
ভৈরব কবন্ধ নাচে!
কালরাত্রি যেন এল ভয়ঙ্করী
গরাসি' অযুত কপি রক্ষঃ ধরি';
ঘন-মসী-রাশি—উত্তুঙ্গশরীর
ছুটে ঋক্ষসেনা গরজি' গভীর,
পড়ে মহাশিলা অজস্র ধারায়,
বিবর্ণবদন রাক্ষস পলায়,
ধায় হরিসেনা পাছে।
'সাধু সাধু' রব সুরমহর্ষির
ধ্বনিল ত্রিদিবে; রোষে মায়াবীর
রাবণ-নন্দন উঠে ব্যোমপথে
সবার অদৃশ্য মায়াময় রথে
বরষয়ে শরজাল;
বিভিন্ন-অঞ্জন-শ্যাম-কলেবর
বিস্ফারি' বিপুল ধনু ভয়ঙ্কর
বরষে নারাচ, ভল্ল ক্ষুরধার—

ফণা তুলি' যেন ছুটে চারিধার
অযুত ফণী করাল !
রোমে রোমে বিঁধে শ্রীরামলক্ষ্মণে,
গরজয়ে ঘোর জলদের স্বনে ;
কোটি হরিবীর ছুটে চারিধার,
কোথা ইন্দ্রজিৎ—দেখা নাহি তার,
শরধারা সুধু ঝরে !
সর্ব্ব অঙ্গে বহে রুধিরেব ধাব,
খসিল কবচ, মহাধনু আর,
সমরভূমির 'পরে
বীবেব শয়নে পড়ে রঘুনাথ—
বিচ্ছিন্ন পলাশ—অনুজেব সাথ,
কল্লোলি' ছুটে বানর কোটি,
জীমূত-মন্দ্রে নভ আস্ফোটি'
গরজয়ে মেঘনাদ !
ঘিরিয়া দাঁড়াল হরি সারি সারি,
শৈলশৃঙ্গ যেন, মহাতরুধারী ;
সেনাব প্রাচীর মাঝে
শবেব শয়নে রাঘব শয়ান,
পাশে শ্লথ ধনু রহে লম্বমান,
স্থিব মহাভুজ, পলক পড়ে না,
রক্তপ্লুত বক্ষ বুঝি বা নড়ে না,
যেন ইন্দ্রধ্বজ রহে প্রসাবিত—
বাহিনীর শিরে বীরের বাঞ্ছিত
শয়নে প্রভু বিরাজে !

ত্রয়োদশ সর্গ।

বীরশয্যায়।

গরজি' জলদমন্দ্রে রাবণ-নন্দন
কহিছে রাক্ষসগণে,—"যাহার কারণ
চিন্তাদগ্ধ পিতা, নিদ্রাহীন ব'য়ে যায়
দীর্ঘ রাতি তাঁর, বরষার নদীসম
আকুল নগরী, হের, মহা-অরি মম
নিহত সায়কে মোর রহয়ে শয়ান—
রাক্ষসের কালরাত্রি হ'ল অবসান!"
গরজি' রাক্ষসসেনা পশিল লঙ্কায়,
ভাসিয়া উঠিল পুরী আনন্দ-বন্যায়।
মলিন বিশুষ্ক মুখে রহে হরিগণ,
সুগ্রীব বিহ্বলতনু সজলনয়ন।
কহে বিভীষণ তবে,—"মুছ আঁখিনীর,
এমন সুলভ নহে সংগ্রামলক্ষ্মীর
কৃপাদৃষ্টিপাত! কিবা জয়, পরাজয়—
তুল্য মনে ভাবি' যেবা গিরিসম বয়,
সুগ্রীব, সেই তো বীর। হের, হের কিবা
বামলক্ষ্মণের মুখে অপরূপ বিভা
উঠিছে ফুটিয়া! গত-আয়ু যেই জন,
তার কি রহয়ে লক্ষ্মী দুর্লভ এমন?
উঠ, উঠ হরিনাথ, বানর-সেনায়
করহ আশ্বাস। হের, কণ্টকিতকায়
দাঁড়ায়ে বানর-সেনা প্রাচীর যেমন,

কহে কানে কানে কিবা বিস্ফারি' নয়ন,
বহে স্তব্ধ বিষাদে মলিন ! উঠ বীর,
মোহ পরিহরি ; আমি ধাই বাহিনীর
চেতনা জাগায়ে।" গদাপাণি বিভীষণ
ছুটে রণদেব যেন ! মুহূর্ত্তে তখন
প্রাণের হিল্লোল বহে সেনার সাগরে !
রাঘবে ঘিরিয়া রহে শিলা তরু করে
বানর—প্রাচীর। নড়ে যদি তৃণশির,
রাক্ষস ভাবিয়া ছুটে কোটি হরিবীর।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

সীতা-বিলাপ।

রাম মরিয়াছে শুনি' রাবণ তখন
বিংশ ভুজে মেঘনাদে করে আলিঙ্গন,
ডাকিয়া রাক্ষসীগণে কহিছে হাসিয়া,--
"দেখাও পুষ্পকে তুলি' সীতারে আনিয়া
হত ভর্ত্তা তার ! দেখুক জানকী আজি
লুপ্ত আশা তার—সমর-রেণুতে সাজি'
মরণ-শয়নে রাম লক্ষ্মণের সনে।
আপনি আসিয়া সীতা আমার চরণে
পড়ুক লুটিয়া। টুটে যা'ক্ মান তার--
আশ্রয় করুক সীতা এ বাহু আমার।"

ধাইল রাক্ষসী যত বিষাদ-মন্দিরে
অশোকের বনে, হেরে তা'রা জানকীরে
বিষাদ-প্রতিমা! বসি' অশোকের মূলে
দু'টি করপদ্ম জুড়ি' রুক্ষ এলোচুলে
পতিরে ধেয়ায়! মত্ত নিশাচরী ধায়,
কুলিশ-কঠোর বাণী গরবে শুনায়!
উড়িল পুষ্পক তুঙ্গ শৈলরাজিচূড়ে,
বসিয়া জানকী তাহে, রামনামে পূরে
প্রভাত-আকাশ! দূরে মহাসিন্ধু জ্বলে
অরুণ-কিরণে, দূরে শৈল-সানুতলে
সেনার উপরে সেনা রহে স্তূপাকার,
বানর-প্রাচীর রহে সম্মুখে তাহার
শিলা-তরু-ধারী। তাহার মাঝারে পড়ি'
কবচ-বিহীন-অঙ্গ, ভগ্ন চাপ 'পরি
তমালবরণ! সর্ব্ব অঙ্গে প্রহরণ,
রুধির-রঞ্জিত, যেন সন্ধ্যার তপন!
কাঁদে সকরুণ নাদে অনাথা তখন
বুকে কর হানি', টানে নিশাচরীগণ
বসন ধরিয়া। ঝাঁপায়ে পড়িতে যায়,
কহে পাগলিনী শোক-বিকল ভাষায়
কত খেদবাণী,—"সাগর হ'য়ে গো পার
গোষ্পদে ডুবিল প্রভু! অহো! বিধাতার
বিধি কি কঠিন! একা যেবা মহাবনে
অযুত রাক্ষসে বধি' ভয়ার্ত্ত ব্রাহ্মণে

দিল গো অভয়, ভীম শরবেগে যার
উঠিত প্রলয়কম্প হৃদয়ে ধরার—
প্রভু মোর নাই ! বলিত তাপসগণ
মোর সর্ব্ব দেহে চিরসধবালক্ষণ—
প্রভু মোর নাই ! মিথ্যা তাপসের বাণী ?
সদা সেবা করি যার, কোথা শুভপাণি
বিরাট ধর্ম্মের ! কাল হতে কেহ নাই ?
কঠিন এ বিধি যার, রহে কি সদাই
হৃদিহীন সে গো ! না ভাবি আমার লাগি'—
যা'ব তাঁর পাছে পাছে, নহে তো অভাগী
বিধবা জানকী। কেমনে কোশলপুরে
দুখিনী বসিয়া বহে, সদা আঁখি ঝুরে—
তাই শুধু ভাবি ! ঐ রাম এল ব'লে
মা চাহে পথের পানে, পুত্র গেছে চ'লে
না জানে অভাগী ! ওগো কি কঠিন বিধি !
হরে সে কেমন ক'রে পরাণের নিধি !"
কহিছে ত্রিজটা তবে প্রবোধ-বচন,
দগ্ধ মহী'পরে আহা ! ঝরিল যেমন
নব-বারি-ধারা,—"মুছ আঁখিজল সতী,
না কর বিষাদ দেবী, মরেনি তো পতি,
হেন মনে লয়। সিঁথির সিঁদূর-রেখা
দ্বিগুণ উজল হেরি, যায় না ত দেখা
বিধবা-লক্ষণ ! হের, রণভূমি 'পরে
দাঁড়ায়ে বানর-সেনা শিলা তরু করে,

বদনে আনন্দভাতি! পতি হত যার,
এমন প্রফুল্ল মুখ রহে কি সেনার?
কর্ণহীন তরী যেন, ধ্বস্ত সেনা ফিরে,
মরে যদি পতি। হের, রঘুনাথে ঘিরে
রহে বীর্য্যদীপ্ত মুখে বানরবাহিনী—
সুস্থ, ভয়হীন সেনা হের তরস্বিনী।
মিথ্যা বলি নাই কভু, কভু বলিব না—
তোমার চরিত পুণ্য, কঠোর সাধনা,
তোমার দুঃখের রাশি হরিয়াছে মন,
স্নেহাতুর হৃদি—তাই কহি মা, এমন।"
শুনি' প্রিয়বাণী সীতা করপুটে কয়,—
"তাই হোক—প্রভু মোর বাঁচি' যেন রয়।"
নয়ন মুদিয়া সতী স্মরে দেবতায়—
মনোগতি নভোরথ ফিরিল লঙ্কায়।

পঞ্চদশ সর্গ।

সুপর্ণ।

শরের শয়নে পড়ি' রাম রণভূমিশিরে,
বানরপ্রধান যত নিশ্চল দাঁড়ায়ে ঘিরে।
সহসা উঠিল ঝড় আলোড়ি' সাগরজল—
ভাঙি' পড়ে মহাতরু, গিরি করে টলমল!
দেখিল বানর যত, নামিছে অনন্তপথে
প্রসারি' বিপুল পাখা, রবি যেন মেঘরথে;

সিন্ধু শৈল অন্ধকার পাখার আঁধারে তার,
ছুটে চূর্ণ মেঘমালা, ঝঞ্ঝা বহে দুর্নিবার—
নামিল সুপর্ণ তবে বক্ষে পারিজাতমালা,
দিব্য আভরণে তার ধরণী হইল আলা !
উড়ে স্বর্ণপীত বাস, মন্দার-মালিকা কেশে,
অনন্ত-যৌবন যেন সহসা দাঁড়াল এসে !
হরিচন্দনের গন্ধে ভরি' রণভূমিতল
চলে সে ছড়ায়ে দিয়ে প্রফুল্ল মন্দারদল ;
উঠিল নিঃশ্বাসে বাঁচি, কোটি কোটি হরিবীর,
অমিয়-প্রবাহে গেল জুড়ায়ে দেহ মহীর।
বসে দেবদূত তবে মেলিয়া অরুণ পাখা,
উঠে রঘুবীর, অঙ্গে অমৃতের ধারা মাখা,
লক্ষ্মণ বিশল্য দেহে উঠে স্বর্ণচূড়াপ্রায়,
উঠিল বানর কোটি, 'জয় রঘুনাথ' গায়।
বাঁধি' বাহুপাশে প্রভু ফুল্ল মুখে বার বার
পুছে,—"কোন্ দেব তুমি, বহিয়া অমিয়ভার
এলে দূর ধরাপৃষ্ঠে ?　কেবা তুমি, কিবা নাম ?
কোন্ বা বিভূতিমাঝে অমর, তোমার ধাম ?"
　　কহিছে সুপর্ণ তবে, বদনে প্রীতির ভার,
"দ্বিতীয় পরাণ সম আমি যে সখা তোমার,
লঙ্কার সমরশেষে যখন হ'বে সময়,
ঘুচায়ে সংশয় প্রভু, দিব নিজ পরিচয়।
তুমি রহিয়াছ পড়ি' কূট রাক্ষসের বাণে,
গেল সে বারতা প্রভু, ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণে প্রাণে,

আনন্দের মহালোকে, যেথানে আমার ধাম,
তোমার আহ্বান সেথা সহসা পশিল, রাম !
আইনু অমৃত লয়ে দূর ধরণীর বুকে,
পূর্ণ দেহ, প্রাণ মম তোমার মিলন-সুখে !
অচিরে লভিবে সীতা নির্ম্মূলি' রাক্ষসকুল,
প্লাবিত হইবে লঙ্কা শর-ঊর্ম্মি-সমাকুল ;
তবু কহি, নিশাচরে বিশ্বাস কখনো নয়,
শূর তুমি, সদা শুদ্ধ, সদা সরলতাময়।
মায়া যে তাদের বল, সদা খল, হৃদিহীন,
কপট-সংগ্রামে তা'রা দিবানিশি রহে লীন।"
এতেক কহিয়া তবে সুপর্ণ বিদায় যাচে,
আলোড়িয়া শৈল সিন্ধু পশিল আকাশমাঝে।
বাহু আস্ফোটিয়া ছুটে কোটি কোটি হরিবীর,
লঙ্কার দুয়ারে উঠে সিংহনাদ সুগভীর।
মৃদঙ্গ ভেরীর রাবে অযুত শঙ্খের ঘোষে
কাঁপিয়া উঠিল লঙ্কা—বানর গরজে রোষে।

ষোড়শ সর্গ।

ধূম্রাক্ষ-বধ।

মরিয়া বাঁচিল রাম—শুনি' সমাচার
রাবণ চকিত ভীত, নাহি দেখে পার
চিন্তার পাথারে। সাগর কাঁপিয়া উঠে
বানর-গর্জ্জনে। 'জয়রাম' নাদ ছুটে

শৈলে শৈলে প্রাকার কাঁপায়ে। মহারোষে
আদেশে রাবণ—ছুটে ভীম মেঘঘোষে
রণমত্ত সেনা। দিবানিশি বাধে রণ—
পরশু পট্টিশ শূলে সমরপ্রাঙ্গণ
হ'ল কণ্টকিত। পরিখা উঠিল ভরি,—
হস্তী অশ্ব কপি রক্ষঃ স্তূপাকারে পড়ি'!
আইল কাঞ্চন-রথে কার্ম্মুক টঙ্কারি'
ধূম্রাক্ষ ভীষণ। ছুটে শূল-গদা-ধারী
কবচী কাঞ্চনমালী। কষাহত বাজী
বায়ুসম ছুটে। অরুণ ঝালরে সাজি'
মদোৎকট চলে মহাগজ। বাধে রণ
হরিরাক্ষসের। কাটি' পাড়ে রক্ষোগণ
অগণন হরিবীরে শাণিত কৃপাণে,
বিচূর্ণি' মুষলঘায় ভীম গদা হানে,
বিধি দীপ্ত শূলে, ছাড়ে বিকট হুঙ্কার।
'জয়রাম' মহানাদে হয় আগুসার
বনবীর যত, ভাঙে তরু মড়মড়ি,
বরষে বিপুল শিলা, দন্ত কড়মড়ি
বজ্রমুঠি মারে। হাসিয়া ধূম্রাক্ষ বীর
বরষি' সায়করাশি, সংগ্রামভূমির
ঢাকে বক্ষঃ বানর-শরীরে। হনূমান
হেরি' সে প্রতাপ, বহ্নিসম আগুয়ান
মহারোষে, সুবিশাল শিলাস্তম্ভ করে
ছুটে রক্ত-আঁখি বীর, ভীমপদভরে

কাঁপায়ে মেদিনী। বিচূর্ণি' স্যন্দন তার—
অশ্ব ধ্বজ চক্র বেণু সায়কসম্ভার,
বজ্রনাদে পড়ে মহাশিলা। লম্ফ দিয়া
পড়ে রক্ষঃ, দাঁড়াইল স্কন্ধে আরোপিয়া
ভীম গদা! উপাড়িয়া তরু হরিবীর
ছুটে ঝঞ্ঝাবাত যেন, হুঙ্কারি' গভীর।
পাদপ-তাড়নে পড়ে নিশাচর যত
বিশীর্ণমস্তক, ক্রুদ্ধ শমনের মত
ধাইল বানর-বীর গিরিশৃঙ্গপ্রায়
উপাড়িয়া শিলা। ধূম্রাক্ষ হেরিয়া তায়
হুঙ্কারি' ছুটিল বেগে, বহুকণ্টকিত
হানে গদা হনূর মস্তকে। বিতাড়িত
বানর তখন উঠে জ্বলি' মহারোষে,
না ভাবি' প্রহার, হানে কুলিশ-নির্ঘোষে
সুবিশাল শিলা! বিস্ফারিত-কলেবর
পড়িল রাক্ষস যেন বিকীর্ণ শিখর!
ভয়াকুল রক্ষঃসেনা লঙ্কামুখে ছুটে—
'জয়রাম' মহানাদ শৈলে শৈলে উঠে!

সপ্তদশ সর্গ।

বজ্রদংষ্ট্র-বধ।

ধূম্রাক্ষ পড়িল রণে, শুনি' সমাচার
রোষ-কলুষিত মুখে ছাড়িয়া হুঙ্কার

রাবণ কহিছে তবে বজ্রদংষ্ট্র বীরে,—
"ধাও সেনাপতি, বধি' রাঘবে অচিরে
হরিগণসনে, এস ফিরে শিরে ধরি'
অম্লান যশের মালা।" প্রণিপাত করি'
দক্ষিণ দুয়ারে বীর চতুরঙ্গ বলে
কাঞ্চন-মণ্ডিত রথে ঘোর নাদে চলে।
ছুটে পদাতির শ্রেণী শূল শক্তি করে,
সজ্জিত উদ্যত চাপে পরশু তোমরে।
ছুটে কবাহত বাজী বিদারি' ভূতল,
মদোৎকট চলে গজ—জঙ্গম অচল!
আষাঢ়ের মেঘমালা বিদ্যুৎমণ্ডিত—
চলে রক্ষঃসেনা, যেথা রহয়ে সজ্জিত
অঙ্গদেব মহাচমূ সাগরসমান,
উঠে মহানাদ, তাহে সিন্ধু কম্পমান!
হরিরাক্ষসের বাধে ভীম মহারণ,
উঠে সিংহনাদ ভীরু-হৃদয়-ভেদন।
রথের ঘর্ঘরে, ঘোর ধনুর টঙ্কারে,
শঙ্খের গভীর ঘোষে, ভেরীর ঝঙ্কারে,
মৃদঙ্গের মহারোলে রণ-মহোৎসব
উঠিল আকুলি'! সুগভীর প্রতিরব
শৈলে শৈলে সিন্ধুবুকে ছুটে! পাশ করে
শমনের মত, ফিরে রণভূমি'পরে
বজ্রদংষ্ট্র বীর, ভরে বক্ষ ধরণীর
বানর-শরীরে। দীপ্ত মহারোষে বীর

অঙ্গদ অনলসম উঠিল জ্বলিয়া,
আস্ফালিয়া ভীম বাহু, বৃক্ষ উপাড়িয়া
পশে রক্ষঃসেনা মাঝে। বিশীর্ণ-মস্তক
পড়ে সেনা অশ্ব গজ ; সেনার স্তবক
রচিল সোপানমালা মৃত্যুর পন্থায়
রাক্ষস-বাহিনী-মাঝে ! অধীর হিয়ায়
আকুলি' উঠিল সেনা, পবন-প্রতাপে
আলোড়িত মহাসিন্ধু যেন ! বীরদাপে
আস্ফালিয়া ধনু, বরষি' সায়করাশি
বজ্রদংষ্ট্র রণভূমি ফেলিল গরাসি'।
বিদারি' বানর-সেনা কঙ্কপত্রশরে
গরজে রাক্ষস। ছিন্ন ভিন্ন কলেবরে
ত্রস্ত হরিযূথ নিল অঙ্গদশরণ,
ব্রহ্মার শরণাগত ত্রিলোক যেমন !
ভগ্ন হরিযূথ হেরি' বালীর নন্দন
বিস্ফারি' আরক্ত আঁখি করে নিরীক্ষণ
নিশাচরবীরে, ধায় ক্ষুব্ধ সিংহপ্রায়
মহাতরু করে ; বিদ্ধ রহে সর্ব্বগায়
অগ্নিশিখাসম শর, সর্ব্ব অঙ্গে ঝরে
রুধিরের ধারা ! আছাড়ি' মহীর'পরে
ছাড়ে মহাতরু বীর রাক্ষসের পানে,
ছিন্ন ভিন্ন করি' তরু অব্যর্থ সন্ধানে
নিশাচর শরবৃষ্টি ঢালে। উঠে জ্বলি'
অঙ্গদ সরোষে, রাক্ষস-বাহিনী দলি'

ধায় বীর মহাশিলা উপাড়িয়া বলে,
হানে রাক্ষসের রথে—পড়ে মহীতলে
বজ্রদংষ্ট্র গদা আস্ফালিয়া ! বিচূর্ণিয়া
মহারথ পড়ে শিলা দিক আলোড়িয়া !
উপাড়ি' অচলশৃঙ্গ অঙ্গদ তখন
হানে রাক্ষসেব শিরে, পড়ে অচেতন
আলিঙ্গিয়া গদা বক্ষঃ শোণিত উগাবি'—
মুহূর্ত্তে চেতনা লভি', ভৈরব হুঙ্কারি'
হানে গদা অঙ্গদের বুকে ! বাধে রণ
হরিরাক্ষসের, ত্যজি' অস্ত্র প্রহরণ
বাহুযুদ্ধ করে, আলোড়িয়া নভস্তল
যুঝে বুধ মঙ্গল যেমন ! অবিরল
রক্তধারা ঝরে, কভু বসে জানু'পরে
গভীর নিশ্বসি', কভু সিংহনাদ করে,
ফিবে রণভূমি'পরে বিচিত্র মণ্ডলে,
কভু শ্রান্ত রহে স্তব্ধ আর্দ্র স্বেদজলে।
অঙ্গদ গরজি' উঠে, যেন দণ্ডাহত
মহাবিষ ফণী, জ্বলে তপনের মত
ভীম রক্ত আঁখি ; নিল তুলি' হরিবীর
ধৌত সুনির্ম্মল অসি, রাক্ষসের শির
কাটি' পাড়ে রণভূমি'পরে ! ভয়াকুল
ছুটে রাক্ষসের সেনা, উঠিল তুমুল
বানরের জয়নাদ কাঁপায়ে সাগর—
লঙ্কাব কিরীটগিরি কাঁপে থরথর !

অষ্টাদশ সর্গ।

অকম্পন।

বজ্রদংষ্ট্র মহারণে পড়িল যখন,
রাবণ-আদেশে তবে বীর অকম্পন
বাহিরিল শীঘ্রগতি। মহামেঘকায়
মেঘমন্দ্র কণ্ঠরব, কাঞ্চনভূষায়
সাজি' বীর চলে মহারথে। আলোড়িয়া
মহাসিন্ধু উঠে সিংহনাদ, বাহিরিয়া
বক্ষঃসেনা যবে ছুটে ভেরীনাদে মাতি'।
মহারৌদ্র বাধে রণ, ভৈরব নিনাদি'
ছুটে মরণের পথে রাক্ষস বানর।
পদের তাড়নে উঠে আবরি' অম্বর
অরুণবরণ ধূলি, ঊর্দ্ধে পাণ্ডু আভা
হ'ল প্রকাশিত, কৌশেয়-বসন-ঢাকা
যেন রণভূমি! কেহ নাহি দেখে কারে,
উঠে শুধু ভীমনাদ, নিশাচর মারে
নিশাচরে। বানরে বানরে কোথা যুঝে—
কেবা কার নাম লয়, কেবা কারে পুছে।
রুধিরে পঙ্কিল মহী—লুপ্ত ধূলিজাল,
শবপূর্ণ বসুন্ধরা সংহার-করাল
রূপ প্রকাশিল। ছুটিল সম্মুখ রণে
দ্বিবিদ, কুমুদ, মৈন্দ কোটি বীরসনে—

মত্ত প্রভঞ্জন! মহারোষে অকম্পন
কহে সারথিরে,—"ঐ যেথা পঞ্চ জন
বানরপ্রধান যুঝে আকুলি' বাহিনী,
লও রথ তথা।"　বজ্রসম শর হানি'
ভেটিল রাক্ষস দূরে বনবীরগণে,
না পারি' সহিতে শর, ভঙ্গ দিয়া রণে
ফিরে হরিবীরগণ।　মারুতি তখন
হেরি মরণের পথে আপনার জন
ধায় মহাবেগে।　হেরি' ভীম রূপ তার
ফিরিয়া পাইল সবে বীর্য্য আপনার,
সিংহনাদে ফিরিল আবার।　পুরোভাগে
হেরি' হনূমান, সন্ধ্যার সিন্দূর-রাগে
যেন বা কৈলাস, ঢালে রক্ষঃ শরধার,
মহেন্দ্র যেমন ঢালি' ধারা বরষার
ঢাকে গিরিশির! অট্টহাসে বনবীর
কাঁপায়ে ধরণী ছুটে, প্রদীপ্ত শরীর
বহ্নিসম ভয়ঙ্কর! রোষে অকম্পন
রোমে রোমে বিঁধে শর।　মারুতি তখন
উপাড়ি' বিপুল শিলা বজ্রনাদে ধায়,
দূরে অর্দ্ধচন্দ্র শরে রাক্ষস তাহায়
বিচূর্ণিয়া পাড়ে।　রোষে কাঁপি' থরথর
ভাঙে মহাতরু বীর দংশিয়া অধর।
আছাড়ি' মহীর 'পরে মহাস্কন্ধ ল'য়ে
শাখা পত্রহীন, চলে হনূ রণজয়ে

দলি' রথ গজ বাজী অযুত পদাতি।
ক্রুদ্ধ শমনের মত রক্ষঃপ্রাণঘাতী
তরুধারী হেরি' বনবীরে, ভয়াকুল
পলায় রাক্ষস। বরষি' নিশিত শূল,
ঢালিয়া নারাচ রাশি রোষে অকম্পন
রোধে গতি তার। দীপ্ত যেন হুতাশন
শোভে হনূমান, ভালে বিদ্ধ মহাশর—
পাদপ-কিরীটী যেন রহে গিরিবর!
রোধি' শরবেগ হনূ বক্ষ শিব পাতি'
রাক্ষস-মাথায় মহা-পাদপ আঘাতি'
গরজে গভীর! ভিন্নশির অকম্পন
সহসা পড়িল ভূমে, ভীত রক্ষোগণ
মুক্তকেশ পাণ্ডুমুখ পশিল লঙ্কায়,
গরজি' বানর-সেনা পাছে পাছে ধায়।

ঊনবিংশ সর্গ।

প্রহস্ত।

সম্মুখ-সমরে পড়ে বীর অকম্পন,
মন্ত্রিসভামাঝে বসি' রাবণ তখন
চাহে দীন মুখে। কহে ক্ষণকাল পরে
প্রহস্তে নৃপতি,—"লঙ্কার রক্ষার তরে

কেবা হ'বে আগুয়ান ? হেন গুরু ভার
কে ল'বে মাথায় ? রহে ইন্দ্রজিৎ আর
রহে কুম্ভকর্ণ ভাই, আর সেনাপতি
বীরচূড়ামণি তুমি। লঙ্কার দুর্গতি
তুমি নিবারিবে বীর, বাহিনীর সনে
তুমি বাহিরিবে যবে সমরপ্রাঙ্গণে,
ঊর্দ্ধপুচ্ছে ভয়াকুল পলাবে বানর
শুনি' তব নাম ! বধি' সে ক্ষীণায়ু নর
এস ফিরি' পূর্ণকাম।" প্রহস্ত তখন
রাবণ-আদেশে করে রথ আরোহণ।
লঙ্কা আলোড়িয়া চলে মহামেঘপ্রায়
রাক্ষস-বাহিনী ; ভীমরূপ মহাকায়
চলে পদাতির শ্রেণী দীপ্ত শূল করে,
ভাসে গজযূথ যেন সেনার সাগরে।
দুন্দুভি-নির্ঘোষে উঠে অচল কাঁপিয়া,
ভেরী মৃদঙ্গের ঘোষে আকাশ ভরিয়া
বাহিবিল রক্ষঃসেনা। শিলা-তরু-ধারী
ছুটে হরিবল রোষে ভৈরব হুঙ্কারি'।
সাগরসমান উঠে উভয় সেনার
আবর্ত্ত মহান্ ! আলোড়িত পারাবার,
দুর্ব্বার ঊর্ম্মির বক্ষে ঊর্ম্মির আঘাত—
প্রলয়গর্জ্জন ! পড়ে তুরঙ্গের সাথ
পিষ্ট ভূমিতলে সাদী ! দীর্ণ বক্ষ কার,
ছিন্ন পার্শ্ব অসির আঘাতে ! রক্তধার

ঝলকে ঝলকে কেহ উগারয়ে পড়ি'—
লুটে ভগ্নকটি! ধরণীর বক্ষ ভরি'
স্তূপাকারে পড়ে শব, বহে খরতর
রুধিরের নদী! কোথা মহাসানুতল
রুধিরে আপ্লুত, যেন বা পলাশদল
বসন্ত-সন্ধ্যায় ঢাকে ধরণীর গায়
ঝবঝর পড়ি'! দুস্তর সমর-নদী,
ভাসে গজযূথ তাহে, হংসের বসতি
বিকীর্ণ সায়কে! ফিরে রক্ষোবীরগণ
নাশিয়া অযুত অরি, প্রদীপ্ত তপন
ফিরে প্রহস্তের রথ সহস্র শরের
কিরণ বরষি'! ধায় নীল চমূপতি
দলিয়া রাক্ষস-সেনা, মেঘের সংহতি
যেন প্রভঞ্জন। প্রহস্ত হেরিয়া তায়
ধায় দীপ্ত মহারথে, সায়ক-ধারায়
আবরি' বানরে। না পারি' রোধিতে শর
নীল নিমীলিত-আঁখি ধবে দেহ 'পর
দারুণ বর্ষণ, সহসা আগত ধারা
শারদ গোষ্ঠের মাঝে বৃষ যূথহারা
সহয়ে যেমন! জ্বলে বহ্নিসম বীর,
ভাঙে মহাশালতরু, গরজি' গভীর
নাশে অশ্ব, সারথির নিষ্পেষয়ে তনু।
অচল সে মহারথ, প্রহস্তের ধনু
ভাঙে নীল ভীম নাদে। রাক্ষস তখন

পড়ে লম্ফ দিয়া, করে ঘোরদরশন
মুষল আস্ফালি'। মৃগেন্দ্র শার্দ্দূল প্রায়
যুঝে দুই বীর, হ'ল রুধির-ধারায়
রঞ্জিত শরীর। কেহ নাহি জিনে কারে—
কভু বসে, কভু উঠে, বজ্রমুঠি মারে।
সহসা রাক্ষস মারে কুলিশমুষল
নীলের ললাটে, বিভিন্ন ললাট-তল,
রুধিরে ভাসিল আঁখি! ভৈরব হুঙ্কারে
প্রহস্তের বুকে নীল শালতরু মারে;
তুচ্ছ ভাবি' সে ভীম প্রহার, ধায় রোষে
নিশাচর, আস্ফালিয়া মুষল নির্ঘোষে
মাতঙ্গের মত! শীঘ্রগতি বনবীর
উপাড়ি' বিপুল শিলা রাক্ষসের শির
লক্ষ্যি' ছাড়ে—ভিন্নশির পড়ে নিশাচর!
ধ্বস্ত গততেজ সেনা ভয়ে দিল রড়
লঙ্কা-অভিমুখে, গরজি' বানর ধায়,
'জয় রাম' মহানাদে সাগর কাঁপায়।

বিংশ সর্গ।

সমরোদ্যত রাবণ ও মন্দোদরী।

প্রহস্ত পড়িল রণে, চিন্তাকুল দশানন
ভ্রান্তচিত্ত রয়,
উঠে গরজিয়া রোষে, কহিছে,—"সে শত্রু কভু
হেলাযোগ্য নয়!

সেনাপতি হত মোর, রুদ্ধ রহে মহাপুরী,
ধ্বস্ত রক্ষোবল—
আজি বিনাশিব রামে, সাজ রে রাক্ষসবীর,
চল রণস্থল !”
সাজিয়া উঠিল লঙ্কা করাল সমরসাজে,
বাজে সুগভীর
কোটি শঙ্খ, কোটি ভেরী, বীর-সিংহনাদে উঠে
কাঁপি’ গিরিশির।
সহসা সভার মাঝে পশে মন্দোদরী রাণী,
চকিত রাবণ,
উঠে বহুমানভরে, কত না সোহাগ করে
চুমিয়া বদন ;
রতন-আসন ’পরে প্রিয়ারে বসা’য়ে রাজা
পুছে বার বার,—
“কিবা প্রয়োজন দেবী, কি লাগি’ আইলে ত্বরা
সভার মাঝার ?”
কহে করপুটে রাণী মধুকণ্ঠে মন্দোদরী,
“ক্ষমিও রাজন্ !
যদি প্রণয়ের বশে কহে দাসী প্রেম-অন্ধ
অপ্রিয় বচন।
শুনি’ছি নগরী তব রুদ্ধ রহে নিশিদিন,
রোদনের রোল
উঠে ঘরে ঘরে নাথ, ডুবিয়া গেল যে তায়
সিন্ধুর কল্লোল !

সতীর প্রদীপ্ত রোষ জ্বলিছে লঙ্কার বুকে—
সব পুড়ে গেল !
রামের সে সীতা প্রভু, বামেরে ফিরায়ে দাও—
তাই দাসী এল।
এমন স্বজনক্ষয়ে পুত্র--মিত্র-বধে রাজা,
বিজয়ে কি ফল ?
কাজ নাই রণে নাথ, সমর-লক্ষ্মীর সদা
হৃদি যে চঞ্চল !”
ধরিয়া প্রিয়ার করে গম্ভীর দুন্দুভিকণ্ঠে
কহিছে রাবণ,—
“হিতৈষিণী তুমি মোর, অন্ধ প্রণয়ের বশে
কহিছ এমন।
জিনি’ দেব দৈত্য রণে মানুষ-চরণে আমি
শরণ মাগিব ?
বনের বানর যার সহায়, কেমনে তার
করুণা যাচিব ?
সর্ব্বভূতশিরে যার আসন, কেমনে সে লো
হীনবীর্য্যপ্রায়
শত্রুর চরণ-তলে মাগিবে করুণা, পড়ি’
আনত গ্রীবায় ?
হয় হো’ক দগ্ধ লঙ্কা, রাবণ দিবে না সীতা—
রাবণের পণ
অটল রহিবে প্রিয়ে, যুগ যুগান্তর ধরি’
হিমাদ্রি যেমন !

উঠ বীরনারী, উঠ, মুছ নয়নের জল,
বধূগণে ল'য়ে
রহ গৃহকাজে ভুলি'— রাঘবে বধিতে আমি
চলি রণ-জয়ে !"
প্রিয়ারে প্রবোধি' রাজা পাবকপ্রকাশ রথে
করে আরোহণ,
অঙ্গের প্রভাতে তাঁর উঠে দশ দিক ভাতি'—
অপূর্ব্বদর্শন !
শঙ্খের গভীর ঘোষে ভেরী পটহের নাদে
মহাপুরী কাঁপে,
আস্ফোটি' অযুত বাহু ভীম সিংহনাদে সেনা
ছুটে বীরদাপে।
পাবক-প্রদীপ্ত-আঁখি শৈল-মহামেঘ-কায়
রক্ষোবীর চলে,
মাঝে দশানন শোভে রুদ্র যেন শূল করে
প্রমথের দলে।
লঙ্কার বাহিরে রাজা হেরিল সাগরসম
শিলা তরু করে
গরজে বানর-সেনা, উঠে মহানাদ তার
সাগরে অম্বরে।

একবিংশ সর্গ।

রাবণের যুদ্ধ।

করালী রাক্ষসী সেনা হেরিয়া সম্মুখে
বিভীষণে কহে রাম,—"সমর-কৌতুকে
কাহার বাহিনী আসে ? নানা পতাকায়
খড়্গ প্রাস চক্র শূলে প্রদীপ্ত গদায়
মাতঙ্গসঙ্কুল সেনা আসিছে দুর্ব্বার—
কোন্ বীর, কি নাম উহার ?" বিভীষণ
কহে,-"প্রভু, আসে রক্ষোবীর-চূড়া-গণ
ঘিরিয়া রাবণে। ঐ রক্ত-আঁখি বীর
বসিয়াছে গজস্কন্ধে, কাঁপায়ে করীর
মহাগ্রীবা মুহুর্ম্মুহুঃ, প্রতাপ উহার
খ্যাত তিন লোকে, বীরবাহু নাম তার—
রাবণ-নন্দন। ঐ যার রথ-চূড়ে
উড়ে মৃগরাজ-কেতু, সিন্ধু শৈল পূরে
কোদণ্ড-টঙ্কারে, আস্ফালিয়া মহাচাপ
আসে যে ভৈরব-নাদে, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ
বঙ্কিম দশনে ব্যক্ত মত্তকরীসম—
ঐ ইন্দ্রজিৎ। তুঙ্গ গিরিচূড়াপ্রায়
ঐ আসে মহারথে ধন্বী অতিকায়।
গলে মহাঘণ্টা বাজে, ঐ আসে করী—
পিঠে মহোদর বসি', রণাঙ্গন ভরি'
গরজে কঠোর, জ্বলে রক্ত-আঁখি তার
তরুণ তপন ! কাঞ্চন-কবচে সাজি'

আসে সন্ধ্যামেঘসম রণদৃপ্ত বাজী
বঙ্কিম গ্রীবায়, ঐ বসি' পিঠে তার
পিশাচ, অশনিতুল্য ভীমগতি যার
রণমুখে, করে প্রাস রহয়ে উদ্যত
যেন বা মরীচিপুঞ্জ! গিরিসম আসে
মহাগজ, ঐ তার পিঠে পরকাশে
কবচী কিরীটী রক্ষঃ খড়্গী ধনুর্দ্ধর—
আসে যেন ভীম দাবানল, মকরাক্ষ
নাম তার, খরের নন্দন মহাবীর।
ঐ যে বসিয়া রক্ষঃ উত্তুঙ্গশরীর
অগ্নিবর্ণ রথে, নরান্তক নাম তার,
দুর্ব্বার বাহুর কণ্ডু করিতে সংহার
যুঝে সে অচলশৃঙ্গসনে! ঐ আসে
দেবান্তক, আস্ফালিয়া শূল পরকাশে
বিদ্যুৎমণ্ডিত! উড়ে রথচূড়ে যার
বিশাল পন্নগকেতু, মেঘের আকার
বসে যে কাঞ্চনরথে আস্ফালিয়া ধনু,
কুম্ভ নাম তার। ঐ আসে ভীমতনু
রক্ষোবল-কেতু যেন, দুর্ব্বার সমরে
নিকুম্ভ অদ্ভুতকর্ম্মা, আস্ফালিয়া করে
পরিঘ কাঞ্চনদীপ্ত। ওই শোভা পায়
ইন্দুপাণ্ডু মহা-ছত্র, উহারি তলায়
রহে রক্ষঃপতি। হের, হের রঘুবর,
রাক্ষসমাঝারে শোভে রাক্ষস-ঈশ্বর

রুদ্র যেন প্রমথমাঝারে! ভীম কায়
মহেন্দ্র বিন্ধ্যের মত! কিরীট-শোভায়
ভাতিছে অম্বর! ইন্দ্র-যম-দর্প-হারী
ঐ সে রাবণ প্রভু, লঙ্কা-অধিকারী!"

হেরিয়া রাবণে রাম কহিছে তখন,—
"অহো! কিবা তেজ! যেন ভাতিয়া গগন
বিরাজে ভাস্কর! রূপেব প্রভাবে তার
অঙ্গ নহে লক্ষ্যীভূত, এমনি প্রকার
দেব দানবের দেহ। বহু ভাগ্যবলে
সম্মুখে পেয়েছি অরি, হৃদয়ের তলে
জ্বলে যে প্রলয়বহ্নি দিবানিশি মোর
সীতার হরণে, আজি তেয়াগিব তারে
রাক্ষস রাবণে—" বলিতে বলিতে ঘোর
কার্ম্মুক টঙ্কারি প্রভু রক্তিমনয়ন
হয় আগুয়ান। চলে ছায়ার মতন
লক্ষ্মণ সায়ক করে। হেথা রক্ষঃপতি
পুরীরক্ষা তরে কহি' মন্ত্রিগণ প্রতি
ধায় রণমুখে—বরষি' সায়কজাল
বিদারে বানরসেনা, সংহার-করাল
ধায় কৃতান্তের মত! সুগ্রীব তখন
উপাড়ি' বিপুল শিলা লোহিত-নয়ন
ছুটে রণশিরে। গভীর গরজি' বীর
ছাড়ে মহাশিলা, রোষ-প্রদীপ্ত-শরীর।
রাবণ কাটিয়া পাড়ে অচলের চূড়া

স্বর্ণপুঙ্খ শরে, ছড়ায়ে স্ফুলিঙ্গরাশি
বজ্রনাদে পড়ে চূর্ণ শিলা! অট্ট হাসি'
নিল রক্ষঃ মহাশর চাপে, বহ্নি উঠে
ধ্বকধ্বকি জ্বলি'—অশনিসমান ছুটে,
ভেদি' হরিরাজদেহ পশে রসাতলে
মহাসর্প যেন! বিহ্বল বসুধাতলে
পড়িল সুগ্রীব, লুপ্তনাদ অচেতন!
ধায় শিলা তরু করে চমূপতিগণ
রাবণের রণে—একে একে বিঁধি' সবে,
আবরি' বানর-সেনা শস্ত্রের পাবকে
মহাহবে গরজে রাবণ! ভয়াকুল
হরিসেনা, রামেব শরণ লাগি' ছুটে,
চলে বায়ুগতি প্রভু, কহে করপুটে
লক্ষ্মণ তখন,- "আদেশ করহ দাসে—
বধিব রাবণে আমি।" বাঁধি' বাহুপাশে
কহে রাম,—"যাও বীর, দুর্ব্বার সমরে
নিশাচরপতি। আপন রক্ষার তরে
নিজ ছিদ্র করিও গোপন, সাবধানে
যুঝ ভাই! তুচ্ছ নহে রক্ষঃপতি অরি—
স্মরিও সদাই।" চলে মহাধনু ধরি'
লক্ষ্মণ অনলসম। হেথা হনূমান
বিধ্বস্ত বাহিনী হেরি' কোপে কম্পমান
পড়ে রাবণের রথে শৈলশৃঙ্গপ্রায়,
তুলিয়া দক্ষিণ বাহু কঠোর ভাষায়

কহিছে,—"রাবণ, তুমি দেব দানবের
বধ্য নহ, মহাভয় বীর্য্যে বানরের
এসেছে তোমার ! এ মোর দক্ষিণ বাহু,
মহাশাল যেন পঞ্চশাখ, আজি তব
বিচূর্ণিবে দেহ !" রোষ-কষায়িত মুখে
কহে রক্ষঃপতি,—"করহ প্রহার সুখে,
অম্লান যশেব মালা ধর শিরোপর
রাবণে প্রহারি' ! জানি' বীর্য্য বনচর,
তার পরে বধিব তোমায়।" হুঙ্কারিয়া
কহে হনু,—"মোরে রক্ষঃ, গিয়াছ ভুলিয়া ?
স্মর পুত্র অক্ষে তব, হত যেবা মোর
বজ্রমুষ্টিঘায় !" আরক্ত বদনে ঘোর
হুঙ্কারি, রাবণ করে তলের প্রহার
বানরের বুকে, বিহ্বল বায়ুকুমার
কাঁপে মুহুর্ম্মুহুঃ। মুহূর্ত্তে সম্বরি' বীর
প্রলয়ের মেঘরবে গরজি' গভীর
বজ্রতল মারিল রাবণে। থরথরি
কাঁপে সুর-অরি, যেন মহাগিরিচূড়া
ধরার কম্পনে ! ক্ষণপরে নিশাচর
লুপ্ত ধৈর্য্য লভি' পুনঃ, কহিছে,—"বানর,
শ্লাঘনীয় অরি তুমি মোর।" হনূ কহে,—
"শত ধিক্ বীর্য্যে মোর ! সমুন্নত রহে
এখনো রাবণ, তব শির ! আর বার
করহ প্রহার, ওরে রক্ষঃকুলাঙ্গার,

তার পরে বিচূর্ণিব বজ্রমুষ্টি মারি'।"
রাবণ লোহিত-আঁখি ভৈরব হুঙ্কারি'
বজ্রমুষ্টি মারে—বিহ্বল বানরবীর!
চলে রাবণের রথ ঘর্ঘরি' গভীর।
লক্ষ্মণ অনলসম হয় আগুয়ান
কাম্মু'ক আস্ফালি' রোষে, জলদসমান
কহে বীর ভীমকণ্ঠে,—"তুচ্ছ হরিগণে
কি ফল বধিয়া আর? বীরভোগ্য রণে
এস রক্ষঃপতি!" শুনি' সে গভীর ধ্বনি,
"মরিলি রাঘব," বলি' ধাইল অমনি
রাবণ গরজি' রোষে; বহ্নিসম শর
কাঞ্চন-রচিত-পুঙ্খ, রাক্ষস-ঈশ্বর
ছাড়িল হুঙ্কারি'। বজ্রসম দীপ্ত বাণ
লক্ষ্মণ করাল চাপে করিয়া সন্ধান
নিবারে রাবণ-শর। বাধে মহারণ—
কালানলসম শর রাবণ তখন
ছাড়িল হুঙ্কারি'। তাড়িত ললাট-তলে
বিহ্বল লক্ষ্মণ, আর্দ্র দেহ স্বেদজলে,
শিথিল কাম্মু'ক! গরজিয়া উঠে বীর,
শাণিত সায়কে কাটি' ত্রিদশ-অরির
অজগরধনু, তিন বাণে বিঁধে তায়—
বিহ্বল রাক্ষসপতি রক্তমাথা গায়
কাঁপে থরথরি! রোষে দেবশত্রু ধরে
সধূম-অনল-সম দিব্য শক্তি করে।

ত্রাসিয়া বানর-সেনা রাবণ তখন
ব্রহ্মশক্তি ছাড়ে, আলোড়ি' সমরাঙ্গন
দীপ্ত যেন উল্কাপিণ্ড ছুটে! বহু শর
বরষে লক্ষ্মণ, তথাপি সে ভয়ঙ্কর
দেব-অস্ত্র পড়ে আসি' উগারি' অনল
লক্ষ্মণের বুকে। ভাতিয়া বসুধাতল
পড়ে রঘুবীর! রাবণ ত্বরিত নামি'
চলিল ধরিতে যেন অস্তাচলগামী
ম্লান দিবাকরে। প্রসারি' বিপুল পাণি
চাহে তুলিবারে রাজা রঘুবীরে টানি'
রথে আপনার। ধায় হনুমান রোষে,
মারে বজ্রমুষ্টি বীর জলদ-নির্ঘোষে
রাবণের বুকে! জানু পাতি মহী'পরে
বসিল রাক্ষসপতি খিন্ন কলেবরে
ঘূর্ণিত মস্তকে! ঝরে রক্তধারা তার
নয়নে শ্রবণে মুখে! গর্জ্জে কপি যত—
উঠে রক্ষঃ ভগ্নশির মহোরগ মত
রথে আপনার। হেথা' রাম আগুয়ান
অনুজে বিহ্বল হেরি', নিনাদ মহান্
ছাড়ে বীর কার্ম্মুক টঙ্কারি'। বজ্রঘোষে
কহে প্রভু, আস্ফালিয়া বাহু মহারোষে,—
"অরে ক্ষুদ্র নিশাচর, দিব যমঘর
আজি তোরে বহ্নিসম শরে! বৈশ্বানর
মোর ক্রোধ জ্বলে! ত্রিলোকমাঝারে ঠাঁই

রাক্ষস, আমার আগে আর তোর নাই !”
বলিতে বলিতে প্রভু বায়ুসম ধায়,
রাবণ না শুনি’ বাণী শরের ধারায়
বিঁধে বায়ুসুতে। লক্ষ্মণ স্কন্ধের ’পর,
পৃষ্ঠে শিরোদেশে বিদ্ধ রাক্ষসের শর,
চলে কপি বীর্য্যে আপনার ! হেরি’ তার
ভিন্ন দেহ, উঠে জ্বলি’ রঘুর কুমার,
বরষি’ শিতাগ্র শর রৌদ্র ভয়ঙ্কর
কাটি’ পাড়ে রক্ষোরথ রণভূমি’পর
খণ্ড খণ্ড করি’—লুটে মহাধ্বজা তার,
ধূসরিত ছত্র শুভ, উড়িল যন্তার
ভূষিত মস্তক ! হানে প্রভু রোষভরে
বজ্রসম মহাশর বক্ষের উপরে
অমর-অরির : বজ্রাহত শৈলপ্রায়
রাবণ উঠিল কাঁপি’, খ’সে প’ড়ে যায়
করের কার্ম্মুক। বিহ্বল হেরিয়া তারে
দীপ্ত অর্দ্ধচন্দ্রে প্রভু কাটি’ তার পাড়ে
অরুণ-কিরীট ! বিষহীন ফণীপ্রায়
রহিল রাবণ, যেন অস্তগিরিগায়
ম্লান সন্ধ্যা-রবি ! কহে বজ্রকণ্ঠে রাম
ভগ্নচূড় রক্ষোনাথে,—“লভিতে বিশ্রাম
যাও পুরীমাঝে, বীর ! মহারণে তুমি
দেখা’য়েছ অপূর্ব্ব পৌরুষ, রণভূমি
ঢাকিয়াছ হত কোটি বানর শরীরে ;

রণশ্রান্ত হেরি তোমা' আপ্লুত রুধিরে—
তাই না বধিনু আজি প্রাণ! পুরীমাঝে
যাও ফিরি', সাজি' পুনঃ রথে রণসাজে
সুস্থ দেহে হ'য়ো আগুয়ান!" শুনি' বাণী
জলদগম্ভীর, কার্ম্মুক-বিহীন-পাণি
হতদর্প শোভাহীন রাবণ তখন
পশিল পুরীর মাঝে। ভরিল গগন
'জয় রাম' নাদে! প্রসন্ন আকাশতল—
বরষে মন্দারমালা অমরের দল।

দ্বাবিংশ সর্গ।

কুম্ভকর্ণ-বধ।

ফিরিয়া লঙ্কায় রাম-বাণ-ভয়ে
রাবণ চকিত রয়,
শুষ্ক মুখে চাহি' পুরী-রক্ষা তরে
সেনাপতিগণে কয়।
"ঘুমা'য়ে রহিল কুম্ভকর্ণ ভাই—
জাগাও তাহারে ত্বরা,
জাগিলে বীরেন্দ্র, বাহুর প্রতাপে
উলটি' ফেলিবে ধরা।
বীর-চূড়ামণি মধু-মদ-ঘুমে
রহে সদা অচেতন,
কি হ'বে তাহার প্রতাপে, লঙ্কার
দুর্দ্দিন যদি এমন!"

ছুটে রক্ষোবীর নিভৃত পুরীর
বিশাল শয়নাগারে,
মধুগন্ধে ভরা, যোজন-আয়ত—
দোলে মালা দ্বারে দ্বারে।
বিকীর্ণ যেন বা মহাগিরিচূড়া—
রাক্ষস ঘুমায়ে রয়,
ঊর্দ্ধ রোমাঞ্চিত ভীম কলেবর,
নাসাপুটে ঝড় বয়!
রাশি রাশি রাখে ভক্ষ্য সুরসাল,
মধুর কলসী ভরা,
কত ডাকে, কত বাজায় দুন্দুভি—
কাঁপিয়া উঠিল ধরা!
তানে রক্ষোবীর মুষল পট্টিশ,
কেশে ধরি' কত টানে,
কেহ শ্রুতিমূলে ফুকারে শঙ্খ—
রাক্ষস বোধ না মানে।
পূরিয়া কেহ বা মহাকুম্ভসম
শ্রবণে সলিল ঢালে,
নাহি ভাঙে ঘুম— রাক্ষস তখন
আনিয়া মাতঙ্গ-পালে
দিল ছাড়ি তার গিরিসম দেহে,
মাতঙ্গ-দলন-সুখে
জাগি' উঠে বীর, বসে রক্ত-আঁখি
মধু-কষায়িত মুখে,

গিরিশৃঙ্গ সম　　বাহু আস্ফালিয়া
বিকট জৃম্ভণ করে,
বড়বা-মুখে　　বিদ্যুৎ-রসনা
বিলোল উলটি' পড়ে!
শুনিয়া লঙ্কার　　দুর্দ্দিন-কাহিনী
উঠে বীর গিরিপ্রায়,
পান করে মধু　　কলসী কলসী,
মাংসের পর্ব্বত খায়,
রাজ-দরশনে　　চলে মহাপথে
বিকীর্ণ পুষ্পের ভারে,
উঠে শির তার　　প্রাকার ছাড়া'য়ে—
বানর দূরে নেহারে!
পশি' সভাতলে　　ভ্রাতার চরণে
প্রণাম করয়ে বীর,
বসা'য়ে রাবণ　　কনক-আসনে
বচন কহে গভীর,—
"কত কাল গত,　　ঘুমঘোরে তুমি
রহিয়াছ অচেতন,
না জান লঙ্কার　　সংহার লাগি'
দুর্দ্দিন এল এমন!
দেখ বাহিরিয়া,　　বন উপবন
বানর-সাগর-ময়,
শূন্য রাজ-কোষ,　　বীরশূন্য পুরী—
বাল বৃদ্ধ শুধু রয়!

রাখ মহাভয়ে জননী লঙ্কায়,
জিনিয়াছ কত বার
অসুর অমর মহারণে তুমি,
বানর কিবা এ ছার!"
বাহু আস্ফালিয়া রাবণ-অনুজ
মেঘমন্দ্রে তবে কয়,—
"আজি ঘুচাইব দুর্দ্দিন লঙ্কার—
বানরের মহাভয়,
মুছা'ব লঙ্কার শোক-অশ্রু-জল,
খেদা'ব সিন্ধুর পার
বনের বানরে, রাঘবের শির
চরণে দিব তোমার।
গিরিসম আমি দাঁড়াব যখন
দীপ্ত মহাশূল করে,
শুনিয়া আমার প্রলয়-হুঙ্কার
কে র'বে পরাণ ধ'রে!
চাহিনা কৃপাণ, গদা শক্তি শর,
এ মোর মুষ্টির ঘায়
ভাঙিব অচল, শুষিব সাগর,
বিদারিব বসুধায়!
পান কর মধু সুখে আজি তুমি,
আমি চলি মহারণে—"
এত কহি' বীর উঠে গিরিসম,
গরজে জলদস্বনে!

নিল শূল করে　　কাঞ্চন-ভূষণ
প্রদীপ্ত বজ্রের প্রায়,
রক্তমালা দোলে,　　দেব দানবের
রুধির রঞ্জিত তায়!
কাঞ্চন-কবচে　　আবরিয়া তনু
শূলপাণি নিশাচর
শোভে যেন গিরি—　　সন্ধ্যারাগমাখা
জলদ অঙ্গের'পর!
প্রাকার লঙ্ঘিয়া　　গিরিকূটসম
রাবণ-অনুজ ধায়,
ছাড়ে সিংহনাদ—　　সাগর অচল
কাঁপিয়া উঠিল তায়!
পলায় বানর　　হেরি' ভীম-আঁখি
মহাকায় নিশাচরে,
আগুসারি কহে　　অঙ্গদ তখন
মহামেঘমন্দ্র স্বরে,—
"কোথা যাও, ওহে　　বীরনামধারী,
পাসরিয়া আপনায়?
কোথা সে প্রতাপ?　　বীরযশ হ'তে
পরাণ প্রিয় কি হায়!
বানর-সেনায়　　ভয় লাগি' ঐ
রাক্ষস আনিছে বহি'
মহাবিভীষিকা—　　প্রাণ কোথা তার?
চল রণমুখে রহি'

চূর্ণ করি' তারে পৌরুষ প্রকাশি',
চল ফিরি' হরিগণ !—"
অঙ্গদে ঘিরিয়া শিলা তরু করে
বানর ছুটে তখন !
বরষে পাদপ, মহাশিলা কত
রোষে যত বনচর,
গিরিসম দেহে লাগি' রাক্ষসের
ভাঙি' পড়ে ভূমি'পর।
শূল আস্ফালিয়া ধায় রক্ষোবীর
যেন ভীম দাবানল,
পড়ে হরিসেনা, ছিন্নমূল যেন
বিকীর্ণ পলাশদল !
ফিরে নাহি চায়, বানর পলায়
সেতুপথে সিন্ধুপার,
কেহ গুহামাঝে কেহ শৈলশিরে
চাহে ঠাঁই লুকাবার।
ফিরা'য়ে আবার ভয়াকুল সেনা
অঙ্গদ গরজি' ধায়,
কহে, সঞ্চারিয়া লুপ্ত বীর্য্য যেন
অনলসম ভাষায়,—
"কোথা যাও ল'য়ে ঘৃণিত পরাণ
বীরযশে দিয়া ডালি ?
বারেক দাঁড়াও হরিবীরগণ,
পৌরুষ-পাবক জ্বালি' !

পলাবে কোথায়— ধরণীর মাঝে
রাজরোষে পাবে ঠাঁই ?
তার চেয়ে এস বীরভোগ্য রণে
মরণে ভেটিতে যাই !
হেন বীর্য্যহীন নহ ত তোমরা,
বীরের নন্দন বীর,
বীরজননীর তোমরা সন্তান—
সমরে কেন অধীর ?
ফিরে যাবে ঘরে, হাসিবে রমণী,
করতালি শিশু দিবে !
বীরযশ ছাড়ি' কেমনে বা ভীরু,
দাসের জীবন নিবে ?
এস বাহুবলে জিনি সবে রণ
কীর্ত্তির নিশান ধরি'—
ভয় কিবা তায় বীরভোগ্য রণে
যুঝিয়া যদি বা মরি ?
অক্ষয়, অমর বীরলোক পাব,
চল হে বীরেন্দ্রগণ !"
এত কহি' সেনা ফিরায়ে অঙ্গদ
ছুটিল যেন শমন,
মারে মহাশিলা ভৈরব গরজি'
রাবণ-অনুজ-শিরে,
রোষে উঠে জ্বলি' রাক্ষস তখন,
বাহু আস্ফালিয়া ফিরে।

দীপ্ত মহাশূল ছাড়ে নিশাচর,
বায়ুগতি আপনায়
মুক্ত করি' বীর বালীর নন্দন
বজ্রমুষ্টি মারে তায়।
গিরিসম রক্ষঃ কাঁপে থরথরি,
চেতনা লভিয়া ধায়,
ভীম মুষ্টি মারে, পড়িল অঙ্গদ
অচেতন বসুধায়!
দলিয়া তখন হরিসেনা, চলে
শূলধারী নিশাচর—
একে একে পড়ে চমূপতিগণ
ভিন্নদেহ মহী'পর।
আগুসারি ছুটে পবন-নন্দন
গরজি' জলদপ্রায়,
মারে মহাশিলা— বিহ্বল রাক্ষস
রুধির-আপ্লুত-কায়।
বিদ্যুৎপ্রকাশ শূল আস্ফালিয়া
হানে রক্ষঃ মহাবল,
ভেদিল যেন বা শক্তিধর গুহ
মহাশৃঙ্গ ক্রৌঞ্চাচল!
ভিন্ন বক্ষঃস্থল, শোণিত উগা'রি'
ছাড়ে নাদ হরিবীর—
কাঁপিল লঙ্কার অচল-প্রাকার,
ক্ষুব্ধ মহাসিন্ধুনীর!

ছুটিল তখন মহাশিলা করে
সুগ্রীব প্রদীপ্তকায়—
বক্ষ প্রসারিয়া অট্ট হাসি' রক্ষঃ
সম্মুখে আসি' দাঁড়ায় !
হানে মহাশিলা সুগ্রীব হুঙ্কারি',
বুক পাতি' নিল ধ'রে
নিশাচর-চূড়া— চূর্ণ মহাশিলা,
স্ফুলিঙ্গ ঠিকরি' পড়ে !
শির সঞ্চালিয়া ছাড়ে মহাশূল
দীপ্ত গিরিচূড়াপ্রায়—
মারুতি তখন ছুটে উল্কাসম
ব্যোমপথে ধরে তায়,
রাখি' জানু'পর ভাঙিল বানর
দেবঘাতী মহাশূল !
ছুটে হরিসেনা অধীর গরজি'—
কল্লোল উঠে তুমুল ।
দন্ত কড়মড়ি রাক্ষস তখন
উপাড়ি' অচলশির
হানে বজ্রনাদে— পড়ে ভূমিতলে
অচেতন হরিবীর !
ভগ্ন হরিযূথ হেরিয়া তখন
রাম রণমুখে ধায়,
দক্ষিণে লক্ষ্মণ আস্ফালয়ে ধনু,
কবচে প্রদীপ্ত কায় ।

রোষ-রক্ত-আঁখি স্বর্ণপৃষ্ঠ ধনু
টঙ্কারয়ে রঘুবর,
করে শোভা পায় পাবক-সঙ্কাশ
রক্ষোঘাতী মহাশর।
শুনি' সে ধনুর বজ্রসম নাদ
রাক্ষস গরজি' ছুটে—
মেদ-বসা-দিগ্ধ শৈলসম দেহ,
কিরীট আকাশে উঠে!
শ্রবণে লম্বিত অস্ত্রমালা তার,
জ্বলে ভীম দু'নয়ন,
গণ্ড বাহি' ঝরে রুধিরের ধারা,
করিছে সদা লেহন!
হেরি' নিশাচরে কহে রঘুনাথ—
"রাক্ষস, না কর ভয়—
রাক্ষস-কুলের শমন সম্মুখে
রাম ধনু করে রয়!"
বিকট হাসিয়া কহে রক্ষোবীর
প্রলয়-মেঘের স্বরে,—
"আমারে দেখাও ভয় তুমি নর,
রণ-রঙ্গ-ভূমি'পরে?
নহি খর আমি, কবন্ধ বিরাধ
মারীচ, বালী বানর—
কুম্ভকর্ণ আমি সম্মুখে তোমার,
হেরিয়া না লাগে ডর?

হের এ মুদ্গর, জিনিয়াছি যাহে
দেবাসুরে বার বার—"
এত কহি' রক্ষঃ বাহু প্রসারিয়া
দাঁড়ায় শৈল-আকার!
স্বর্ণপুঙ্খ শর ছাড়ে রঘুবর
বজ্রসম বেগবান্,
শরধারা ধরে শরীর পাতিয়া
রাক্ষস শৈলসমান!
যে বাণে পড়িল বালী বীরচূড়া,
ভিন্ন সপ্ত মহাশাল—
পান করে যেন শরীরে রাক্ষস
রাঘবের শরজাল!
আস্ফালি' মুদ্গর ছুটে নিশাচর
গরজি' জলদপ্রায়
দলিয়া মথিয়া বানর-বাহিনী,
রুধির-রঞ্জিত-কায়।
কাটি' পাড়ে রাম অঙ্গদ-মণ্ডিত
শৈলশৃঙ্গ—বাহু তার,
অন্য ভুজে রক্ষঃ বৃক্ষ উপাড়িয়া
ছাড়ে ভীম হুহুঙ্কার!
নিল রাম তবে ব্রহ্মদণ্ডসম
ঐন্দ্র বাণ ভয়ঙ্কর,
প্রকাশিত করি' দশ দিক, জ্বলে
বিধূম বৈশ্বানর,

বজ্রসম ছুটে দেবদত্ত শর,
ভেদিয়া রাক্ষস-হৃদি
পশে সিন্ধুমাঝে— কুম্ভকর্ণ পড়ে,
কাঁপে শৈল সিন্ধু ক্ষিতি !

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

নিকুম্ভিলা।

কুম্ভকর্ণ পড়ে রণে রাক্ষসপ্রধান—
রাবণ শুনি' সে বাণী কুলিশসমান
ম্রিয়মাণ রহে মহাশোকে ! দরদর
ঝরে নেত্রজল, খিন্ন গদগদস্বর—
কহে কত খেদবাণী ! মেঘনাদ বীর
প্রণমি' চরণে কহে গরজি' গভীর
অনলসমান বাণী,—"ত্যজহ, রাজন !
শোক-কলুষিত মতি, শমন-সদন
আজি পাঠাইব রামে—প্রতাপ আমার
নহে তব অগোচর, পিতঃ ! বজ্রসার
সায়কে আমার আকাশ যাইবে ভরি,'
আজি সে রাঘব র'বে রণভূমি'পরি
ভিন্নকণ্ঠ লুপ্ত-আয়ু !" সম্ভাষি পিতায়
এত কহি' ইন্দ্রজিৎ মহারথে ধায়
চতুরঙ্গ বলে। দূরে মহাবনমাঝে
শৈলের প্রাচীরে ঘেরা দুর্গম বিরাজে

যজ্ঞভূমি নিকুম্ভিলা—ইন্দ্রশত্রু তাহে
পূজিতে পাবকে চলে বিজয়-উৎসাহে।
দাঁড়াল কান্তারপ্রান্তে অসিভল্লধারী
সারি সারি রক্ষোবীর, কার্ম্মুক টঙ্কারি'
ছাড়ে সিংহনাদ। উদ্যত মুদ্গর শূল
পরশু পট্টিশ কোটি। উঠিল তুমুল
ভেরী মৃদঙ্গের রোল, অযুত বাজায়
পূরিয়া গভীর শঙ্খ, রণগীত গায়
নিনাদি' অচল সিন্ধু! অনলসমান
হবিভাণ্ড করে রক্ষঃ হ'ল আগুয়ান
যজ্ঞভূমিমাঝে। ঢালে হবিধারা বীর
প্রদীপ্ত অনল মাঝে—নিনাদি' গভীর
হেলা'য়ে দক্ষিণে শিখা, হইল প্রকাশ
আপনি অনল যেন কনকসঙ্কাশ!
নিল যেন বিভাবসু প্রসারিয়া কর
রাক্ষসের হবিঃ, লভিয়া বিজয়বর
বহ্নিপূত অস্ত্র ধনু কবচে তখন
সাজে ইন্দ্রজিৎ। বহ্নিপূত নভোরথে
ছুটিল রাবণি তবে জলদের পথে
মহাকাশে অলক্ষ্যে সবার। ভীম নাদে
বাহিরিল রক্ষঃসেনা—মহারণ বাধে
বানরে রাক্ষসে। নালীক নারাচরাশি
বরষি' অমর-অরি ফেলিল গরাসি'
আকাশ ধরণী! পড়ে স্বর্ণপুঙ্খ শর

রবিকর সম, বিদ্ধ যত বনচর
গরজে পাদপ করে। দলে দলে পড়ে
হরিসেনা, ত্যজি' প্রাণ সম্মুখ সমরে
রামকর্ম্ম লাগি'। বিদ্ধ চমূপতিগণ
সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা—শোভিল যেমন
পুষ্পিত পলাশ! কোথা অরি কেবা জানে—
পড়ে শরধারা শুধু, তাড়িত বয়ানে
হরিসেনা ঊর্দ্ধমুখে চায়! ভরি যায়
রণভূমি গিরিসম বানর-কায়ায়।
ধ্বস্ত শোভাহীন হেরি' বাহিনী তখন
লক্ষ্মণে কহিছে রাম,—"রাবণ-নন্দন
এল পুনঃ রণে। যেন বরষার বারি
পড়ে শরধারা, হের, স্ফুলিঙ্গ উগারি'
ভাতিয়া অম্বর! হতবীর বাহিনীর
দীন শোভা মৃত্যুকবলিত! মায়াবীর
অভেদ্য এ মায়া। ব্রহ্মবরে বলীয়ান্
রাবণি, লক্ষ্মণ! বিধাতার এ বিধান
মোর সনে লহ শির পাতি'। এস পড়ি'
ম্রিয়মাণ, ত্যজি' ধনু রণভূমি'পরি—
মাতিয়া বিজয়মদে পশিবে রাবণি
পুরীমাঝে। আসে ভীমা রাক্ষসী রজনী,
ফিরিলে রাবণি, পুনঃ আশ্বাসি' সেনায়
রহিব প্রভাত লাগি' রণপ্রতীক্ষায়।"
হেরি' রণভূমি 'পরে রাঘবে শয়ান,

রাবণি জীমূতমন্দ্রে গরজি' মহান্
পশে পুরীমাঝে। আইল করালী নিশি—
ভয়াল সমরভূমি অন্ধকারে মিশি'
রহে যেন শমনের পুরী! উল্কা করে
মারুতির সনে, চলে রণভূমি'পরে
বিভীষণ খুঁজিয়া আহতে। স্তূপাকার
সেনার উপরে সেনা! উঠে চারিধার
আহতের মর্ম্মভেদী স্বর, মরণের
অব্যক্ত নিনাদ। আনে গিরি কাননের
ওষধি সুষেণ বীর—সুস্থ ব্রণহীন
উঠে হরিসেনা লভি' শকতি নবীন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

মায়াসীতা।

প্রভাত হইল তবে কালবিভাবরী—
ছুটিল বানর-সেনা শিলা তরু ধরি'
প্রাকারে প্রাকারে। উদ্বেলিত সিন্ধুপ্রায়
চাহে হরিসেনা যেন গ্রাসিতে লঙ্কায়
কল্লোলি' আস্ফোটি'! আঁটিতে না পারে আর—
চিন্তা-কলুষিত তবে রাবণ-কুমার
রচে ঘোর মায়া। বঞ্চিয়া বানরগণে
চাহে যজ্ঞবাটে বীর পূজি' হুতাশনে
বিজয় লভিতে। রথে মায়াসীতা ল'য়ে—
পশ্চিম দুয়ারে যথা হনূ রণজয়ে

যুঝে বীরমাঝে – চলে ইন্দ্রজিৎ ত্বরা,
'হা রাম !' বলিয়া কাঁদে একবেণীধরা
মলিনবসনা বামা ! বজ্রসম করে
রাবণি প্রহারে অঙ্গে, টানে কেশে ধ'রে
নিষ্কোষিয়া অসি ! গিয়া রণমুখে বীর
কহিছে পবনসুতে গরজি' গভীর,—
"যাহার লাগিয়া, ওরে বনের বানর,
এসেছিস্ সিন্ধুপারে, নিত্য নিরন্তর
রণপরিশ্রম—আজি সে সীতারে নাশি'
মুছিব সকল আশা ! পৌরুষ প্রকাশি'
আয় রে বানর !" এত কহি' ইন্দ্র-অরি
রাম-নাম-পরায়ণা মায়াসীতা ধরি'
দ্বিখণ্ডিত করে খড়্গাঘায়, বসুধায়
পড়ে মুক্তকেশী ! মত্ত বায়ুসুত ধায়,
নয়ন-ধারায় ভাসে বক্ষ তার ! হানে
বীর শিলা উপাড়িয়া, নগরীর পানে
ধীরে ধীরে রক্ষঃসেনা ফিরিল তখন—
বানর-বাহিনী রহে বিষাদে মগন !

হেথা' রঘুনাথ শুনি' ভয়াল অদূরে
সমরগর্জ্জন, কহে জাম্ববান্ পূরে,—
"যাও, যাও ঋক্ষপতি, হেন মনে লয়,
দুষ্কর করম সাধে মারুতি দুর্জ্জয়
পশ্চিম দুয়ারে। সহায় হইয়া তার
লও তব ঋক্ষসেনা সমরে দুর্ব্বার।"

ছুটে ঋক্ষসেনা ভীম মহামেঘ প্রায়—
হেরিল অদূরে, ফিরে রণ-খিন্ন-কায়
পবন-নন্দন ; ঘিরি' হরিসেনা তাঁরে
ঘন শ্বাস ছাড়ে রণখেদে, ধূলিভারে
ধূসর শরীর।　ফিরা'য়ে সে ঋক্ষবল
চলে হনূ রামপদে, নেত্রে অশ্রুজল,
কহে বাণী দীন মুখে, "রাবণ-নন্দন
জনক-বালারে রথে করিয়া স্থাপন
এল রণমুখে প্রভু ! তীক্ষ্ণ খড়্গাঘায়
বধিয়া সীতারে রক্ষঃ পশিল ত্বরায়
পুরীর মাঝারে ! আইলাম ফিরি' তাই
কহিতে দারুণ বাণী—সীতা প্রভু, নাই !"
　শুনি' সে দারুণ বাণী রাঘব তখন
ছিন্নমূল তরু যেন, পড়ে অচেতন !
পদ্মসুরভিত বারি বানর ছিটায়,
লক্ষ্মণ প্রসারি' বাহু শরীরে মাখায়
স্নেহের চন্দন ! কত খেদবাণী কহে—
সীতার মরণ প্রভু বুঝি বা না সহে !
　সহসা আইল সেথা' রচিয়া সেনায়
মিত্র বিভীষণ ; নিষ্প্রভ তপন প্রায়
হেরি' রামে ধায় বীর, সীতার মরণ
শুনি' কহে হাসি',—"মুগ্ধ প্রভু, হরিগণ
রাক্ষস-মায়ায়।　জানি সে রাবণে আমি—
সীতা নাহি দিবে, হ'বে মৃত্যু-অনুগামী।

দেবের অগম্য সেই অশোকের বন,
সীতা যেথা রয়। বুঝিনু জিনিতে রণ
ইন্দ্রজিৎ চাহে পুনঃ পূজিতে অনলে
যজ্ঞভূমি মাঝে, বঞ্চিয়া বানরদলে
গিয়াছে সে নিকুম্ভিলা। যজ্ঞ সাঙ্গ করি'
ফিরে যদি ইন্দ্রজিৎ, অজেয় সে অরি।
যাবদ্ না লভে দুষ্ট অনলে পূজিয়া
বিজয়ের বর, যজ্ঞভূমি আলোড়িয়া
ছুটুক বানর-সেনা, চলুক লক্ষ্মণ—
আজি বিনাশিব মোরা রাবণ-নন্দন।"

পঞ্চবিংশ সর্গ।

মেঘনাদবধ।

কাঞ্চন-কবচে সাজি' উঠিল লক্ষ্মণ
খড়্গ মহাচাপ করে, প্রফুল্ল বদন—
হৃষ্ট অবয়বে যেন বিজয়লক্ষ্মীর
পরশ ফুটিল! জ্যেষ্ঠের চরণে বীর
কহে প্রণিপাত করি'—"আজি তব অরি
বিনাশিব রণে। লঙ্কার হৃদয় 'পরি
শরের অক্ষরে তব মহিমা লিখিব—
কি ছার রাবণি! আজি সায়কে ভেদিব
গিরিকূটময়ী লঙ্কা!" অনুজে তখন
বক্ষে ধরি' করে রাম সমরে বরণ।

ভ্রাতার আশিস্ শিরে—রঘুবীর্ চলে
বিভীষণসনে। সহস্র বানরদলে
পাছে পাছে চলে হনুমান। ঋক্ষবীর
জাম্ববান্ নিল সেনা ভয়াল শরীর
গিরিসম। অঙ্গদ লইল নিজ বল—
বীর-পদ-ভরে লঙ্কা করে টলমল!
গিয়া বহুদূর দেখে, অচলসঙ্কটে
দুর্গম কান্তার—বিশাল অশথ বটে
পুঞ্জীভূত রহে অন্ধকার! বিভীষণ
কহে,—"রঘুবর, ঐ ভীমদরশন
নীল মহামেঘ যেন অচলের গায়
সজ্জিত বানর-সেনা! কানন-ছায়ায়
ব্যূহমাঝে নিকুম্ভিলা, ইন্দ্রশত্রু তাহে
পূজিছে পাবকে। চল, বানর-প্রবাহে
প্লাবিয়া যজ্ঞের ভূমি হই আগুসার—
ছিন্ন যদি রক্ষোবল, রাবণ-কুমার
হেথা' দিবে দেখা।" গরজি' বানর ছুটে
শিলা তরু করে—ঘোর রণনাদ উঠে
অচল কাঁপায়ে। রাক্ষস বরষি' শর
পরশু পট্টিশ শূল মুষল তোমর
কাটি' পাড়ে হরিবীরদলে। উপাড়িয়া
মহাতরু, বায়ুসুত ছুটিল দলিয়া
রক্ষঃসেনা; দ্রুমধারী প্রাণঘাতী বীরে
পলায় রাক্ষস হেরি'—নাহি চাহে ফিরে!

ছিন্ন নিজ বল হেরি' যজ্ঞভূমি ছাড়ি'
পাদপ-আঁধার হ'তে আইল হুঙ্কারি'
ইন্দ্রজিৎ। ভালে দীপ্ত চন্দনের রেখা,
রক্ত-আঁখি, রক্তমুখ যেন দিল দেখা
আপনি শমন! শেষ নহে ক্রিয়া তার—
জ্বলি' মহারোষে বীর উঠে আপনার
সুসজ্জিত রথে; কার্ম্মুক আস্ফালি ধায়,
ফিরে ছিন্ন সেনা পুনঃ ঘিরিয়া তাহায়।
কহে বিভীষণ,—"হের অদূরে লক্ষ্মণ,
মহাবটতরু, বলি দিয়া ভূতগণ
উহারি তলায়, ইন্দ্রজিৎ রণে যায়
অদৃশ্য সবার। নাহি পূজে দেবতায়
এখনো রাবণি—ধর বজ্রসম শর,
পাঠাও রাক্ষসে আজি শমন-নগর।"
কহিছে রাবণানুজ, সহসা তখন
অগ্নিবর্ণ মহারথ বিদ্যুৎকেতন
হইল প্রকাশ, বসি' ইন্দ্রশত্রু তায়—
কবচী কৃপাণপাণি। গভীর ভাষায়
সম্মুখ-সমরে তারে করিয়া আহ্বান
লক্ষ্মণ কোদণ্ড-নাদ ছাড়িল মহান্।
হেরি' বিভীষণে সেথা, আরক্ত-নয়ন
কহিছে রাবণি,—"ত্যজিয়া আপন জন
শত্রুর চরণ-ধূলি ধরিয়া মাথায়
বধিতে তনয়ে তুমি এসেছ হেথায়

সাক্ষাৎ পিতৃব্য মম! জাতি কুল মান
স্নেহ মায়া দয়া তুমি অঙ্গারসমান
দলিয়াছ পায়! ওরে রক্ষঃকুলাঙ্গার,
কোন্ প্রাণে দেখিতেছ জননী লঙ্কার
হেন দীন বেশ? জননীর আর্ত্তনাদ
উঠে সিন্ধুনাদ'পরে, না ঢালে বিষাদ
ওরে পশু, তোমার পরাণে? আপনার
গৃহকোণে শত্রুরে ডাকিয়া, তুমি তার
পায়ে দে'ছ আত্মমান ডালি! ভাবিয়াছ
শত্রুপদ সেবি', করে তুমি লভিয়াছ
স্বর্গের সম্পদ? হাসি পায় দুরাশায়!
পর যে—তা'রে কি কভু বুকে পাওয়া যায়
আপনার বলি'? রহে যে আপন জন,
হো'ক্‌না নিগুর্ণতম, তবু সে আপন।
ত্যজিয়া স্বজনে দুষ্ট, সেবা কর যার,
সিদ্ধ যবে মনোরথ, সেই সে তোমার
পদাঘাতে দিবে ভাঙি' সাধের স্বপন—
যা'বে পরাশ্রয় তব, গিয়াছে স্বজন!"

কহে বিভীষণ,—"তোরে ডাকিছে শমন—
আমারে কহিলি হেন পরুষ বচন।
পাপ যেথা মূর্ত্তিমান্, জ্বলে নরকের
বহ্নি দিবানিশি, কোথা সেথা ধরমের
সেবকের ঠাঁই? জ্বলি' উঠে গৃহ যবে,
আপন বলিয়া তাহে কোন্ জন র'বে?

লোক-উৎপীড়ন-ব্রত যেই জন ধরে,
পরনারী পরধন সদা যেবা হরে,
নহে সে স্বজন, ভ্রাতা! পন্নগসমান
তেয়াগিব তারে। কাল আসে লেলিহান্
গ্রাসিতে কনকলঙ্কা! সব চলি' যা'বে—
ধর্ম্মের উদ্যত দণ্ড সকলি ঘুচাবে।
শমনসমান রহে সম্মুখে লক্ষ্মণ—
কোথায় পলাবি? তোরে ডাকিছে মরণ!"
শুনি' সে বচন, রোষে লোহিতনয়ন
আস্ফালিয়া ধনু ধায় রাবণ-নন্দন,
বিদারি' ভূতল ছুটে পাবকসমান
মহারথ, কহে বীর কোপে কম্পমান
গরজি' জলদনাদে,—"ওরে ক্ষুদ্র নর,
বজ্রসম শরে আজি দিব যমঘর
মিত্র নিশাচরসনে। সিংহের কন্দরে
কোন্ বা সাহসে ভীরু, মরণের তরে
করিলি প্রবেশ? মনে নাই নিশারণ?
ভূতলে শিথিলতনু করিলি শয়ন
সায়কে আমার! কোন্ মুখে ধনু ধরি'
এসেছিস্ রণে পুনঃ মরণেরে বরি'?
রহ, রহ—দগ্ধ করি' তূলারাশিপ্রায়
শরানল ঢালি—" বলিতে বলিতে ধায়
দন্ত কড়মড়ি রোষে। কহিছে লক্ষ্মণ,—
"জানি কত বীর্য্য তোর! তস্করমতন

অলক্ষ্যে ফিরিয়া রণে প্রতাপ শুনাস্
রাক্ষস-অধম ? হেন যার প্রাণে ত্রাস,
গুপ্তহত্যা ব্রত যার, ভীরু সে আবার
বীর বলি' করে আস্ফালন ! একবার
বাণপথে পড়েছিস্ যদি ভাগ্যবশে,
রহিবি কুলিশসম শরের পরশে
ভিন্নহৃদি !" শুনি' বাণী রাবণি তখন
বরষি' শরের ধারা, জলদ যেমন,
আবরে লক্ষ্মণে। ক্রুদ্ধ মহাসর্পপ্রায়
ছুটে ফণা তুলি' যেন, লক্ষ্মণের গায়
পড়ে শর গভীর নিশ্বসি' ! রঘুবীর
শোভা পায়, হেমবর্ম্মে মণ্ডিত শরীর
বিধূম পাবক যেন। সুমিত্রাকুমার
সহাস বদনে ছাড়ি' কার্ম্মুকটঙ্কার
নিল পঞ্চ প্রদীপ্ত নারাচ। পড়ে শর
রাক্ষসের বুকে, জ্বলে যেন রবিকর
মহাশৃঙ্গগায়। বাধে ভীম মহারণ
মানব-রাক্ষস-বীরে, আলোড়িয়া বন
যুঝে মত্ত করী যেন, অথবা শার্দ্দূল,
কিম্বা মহাগ্রহ দু'টি—নিনাদ তুমুল
উঠে যেন প্রলয়-আকাশে ! জ্যোতিহীন
হইল রাবণি, হ'ল বদন মলিন
রাঘবের শরবেগ হেরি'। উঠে ভরি'
শকতি নবীন, প্রদীপ্ত বদন'পরি

রণলক্ষ্মী শোভে লক্ষ্মণের, ছাড়ে শর
আশীবিষসম, পড়ে যেন গিরি'পর
ইন্দ্রের অশনি। শিথিল সকল তনু,
মুগ্ধ ইন্দ্রজিৎ রহে, করে স্তব্ধ ধনু,
ঝরে স্বেদধারা। মুহূর্ত্তে সম্বরি' বীর
লোহিত নয়নে চাহি' গরজি' গভীর
সপ্ত শরে বিঁধিল লক্ষ্মণে, বিভীষণে
বিঁধে শত শরে, হানে হরিবীরগণে
বজ্রসম দীপ্ত বাণ। হাসি' রঘুবর
মণ্ডলে ফিরায়ে ধনু, রাক্ষস-উপর
বরষার ধারা যেন শরধারা ঢালে,
ব্যথিত রাবণ-সুত, বিদ্ধ রহে ভালে
প্রদীপ্ত নারাচ, খসিয়া পড়িল তার
কাঞ্চন-কবচ, যেন তারকার হার
আকাশ উজলি'! সর্ব্বাঙ্গে রুধির ঝরে,
শোভিল রাবণি—যেন সন্ধ্যার অম্বরে
অস্ত-দিবাকর! রোষে জ্বলি' উঠে বীর—
সহস্র কিরণ যেন ঢালিয়া অরির
কাটি' পাড়ে অভেদ্য কবচ। ঘোর রণে
যুঝে রক্ষঃ নর—ভিন্ন দেহ, কোটিব্রণে
ঝরিছে রুধির যেন প্রস্রবণে জল!
বরষি' সায়ক, ভরি' আকাশমণ্ডল
যুঝে যেন মহামেঘ দু'টি। কাঁপে ধরা
ঘোর ভূকম্পনে! শোভে অট্টহাসভরা

ভৈরবী সমরভূমি! ডুবিল ভাস্কর—
সন্ধ্যার রুধিরে হ'ল রঞ্জিত অম্বর
রণভূমি মত। খরতর বহে নদী
রুধিরবাহিনী, উঠে নাদ নিরবধি
আলোড়ি' সাগর শৈল ধরণী আকাশ—
না জ্বলে অনল, নাহি বহিল বাতাস!
আসে দেব-ঋষি-গণ ত্রস্ত জগতের
আশিস্ উচারি'। সিদ্ধ চারণগণের
অঙ্গের প্রভাতে জলি' উঠিল গগন—
আইল শারদ-সন্ধ্যা রুধির-বরণ!
সহসা লক্ষ্মণ বিঁধে বজ্রসম শরে
চারি অশ্ব রাবণির, রণভূমি'পরে
কাটি' পাড়ে মহাভল্লে মুণ্ড সারথির।
আপনি হইল যন্তা নিশাচরবীর—
অদ্ভুতদর্শন! ছুটে হরিবীরগণ,
পড়ে অশ্বপৃষ্ঠে তার শৈলের মতন।
রুধির উগারি' পড়ে চরণ প্রসারি'
রণতুরঙ্গম। পড়ে সিংহনাদ ছাড়ি'
ধনুর্ধারী ইন্দ্রজিৎ রণভূমি'পরে,
সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর প্রাণহর ধরে
মহা-অস্ত্র অসুরের—দশ দিকে ধায়
পরশু পট্টিশ! কূটমুদ্গর গদায়
কাঁপি' উঠে রণভূমি! পাবক-জ্বালায়
দগ্ধ শৈলতল! বাধে রোমহরষণ

মহাঘোর রণ। আইল অমরগণ,
সিদ্ধ দেব ঋষি যত রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
বিশ্বের মঙ্গলমন্ত্র ধ্বনিল গগনে।
সহসা কার্ম্মুকে জুড়ে রঘুর কুমার
বজ্রসম ঐন্দ্র বাণ, মহাপর্ব্বে তার
প্রদীপ্ত কাঞ্চনভাতি, তড়িৎ ঝলকে,
গরুড়সমান গতি, আঁখির পলকে
দৈত্যদল করে বিদারণ। দেবশর
জুড়ি' মহাচাপে, কহে বাণী রঘুবর,—
"রামনাম সত্য যদি, কাটি' পাড় তুমি
নিশাচর-শির," কাঁপায়ে অচলভূমি
আকাশ ভাতিয়া ছুটে দেবদত্ত বাণ—
জ্বলিতকুণ্ডল পড়ে চূর্ণশিরস্ত্রাণ
রক্ষঃশির রুধির উগারি'! শৈলচারী
বহে পুণ্য বায়ু, বিশ্ব-মঙ্গল উচারি'
বরষে অমর ঋষি অম্লান মন্দার—
বিহ্বল রাক্ষস পশে হৃদয়ে লঙ্কার।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

পুত্রহীন রাবণ।

পুত্রের মরণ শুনি' রাবণ আকুলহৃদি
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বসে—যেন বা মরমে বিঁধি'
রহে শোকশর! ক্ষণে চেতনা হারায়ে রয়—
বিহ্বল পাণ্ডুর মুখে কত শোকবাণী কয়,—

"জিনে দেব দৈত্য রণে, বাহুর প্রতাপে যার
বিচূর্ণ মন্দর-শৃঙ্গ, এই কি নিয়তি তার !
আজি দেবদল পিবে সুখে সোমসুধারস,
শমন কৃতার্থ আজি মেঘনাদে করি' বশ !
শুনিব শ্রবণে আজি, রাক্ষসরমণীগণ
কাঁদিছে, করেণু যেন নিনাদি' গিরি-কানন !
যে পথে গিয়াছ পুত্র, যে লোকে করিছ বাস,
অক্ষয় যশের ভাতি নিত্য তাহে স্বপ্রকাশ,
রহে বীরনাম তব, বীরহৃদি সিংহাসন,
মরণে জিনেছ তুমি, তোমারে নহে মরণ !"
বলিতে বলিতে বাণী—বদনে অতুল ভাতি,
উঠে বহ্নিসম রক্ষঃ চরণে বসুধা ঘাতি',
ভুবন ঝলসি' জ্বলে রবিসম দীপ্ত আঁখি,
ধ্বস্ত কেশভার পড়ে রক্তাভ বদন ঢাকি' !
ধাইল বড়বামুখে উগারি' পাবক-জ্বালা,
করে কোষমুক্ত অসি, ধ্বস্ত বেশ, ছিন্ন মালা !
প্রলয়-উদ্যত যেন রুদ্র রোষভরে ধায়—
"আজি বিনাশিব সীতা—নির্ম্মূলি' আশা-লতায়
ভুলিব সকল জ্বালা, আজি রণমদ পিব—
শোকের তুষারশিলা রোষের অনলে দিব
রাখিব লঙ্কারে, নয় সিন্ধুজলে ডুবাইব—
গেছে মেঘনাদ যদি, আপন কারে বা নিব !"
বলিতে বলিতে রাজা চলে ক্ষিপ্ত গ্রহপ্রায়
বসিয়া জানকী যেথা অশোক-বনের ছায়

কহিছে রাক্ষসপতি,—"রবিকরসম
আন রে রণ-কবচ ব্রহ্মদত্ত মম,
আন ভীম ধনু মোর শত শঙ্খরবে
আগুসারি, তেয়াগিব আজি মহাহবে
পুত্রশোক শত্রুর হৃদয়ে। রণসাজে
আন রে সাজায়ে রথ, চূড়াতে বিরাজে
নরমুণ্ড-ধ্বজা যার। মাতঙ্গের সারি
চলুক বসুধা দলি,' দশনে বিদারি'
অরিসেনা! গেছে ওরে যদি মেঘনাদ,
যাক্ না সকলি চলি'—কিসের বিষাদ?"
এতেক কহিল যদি নিশাচরপতি,
হুঙ্কারি' রাক্ষস-সেনা ছুটে বায়ুগতি
প্রাকার লঙ্ঘিয়া। অশ্বে রথে মহাগজে
ছুটে মেঘসম সেনা, কাঞ্চন-কবচে
তড়িৎ ঝলকে! নানাশস্ত্র-সমাকুল,
অযুত কিঙ্কিণী বাজে—আইল অতুল
রাবণের রণরথ, উন্নত চূড়ায়
কাঞ্চন-কলস জ্বলে, উড়িছে তাহার
নরমুণ্ড-ধ্বজা। রত্ন-স্তম্ভ-বিরাজিত
সূর্য্যসম আসে রথ, দিক প্রকাশিত
দিব্যাস্ত্র-প্রভায়। অষ্ট তুরঙ্গম ছুটে—
ধরার হৃদয়ে যেন দুরুদুরু উঠে
প্রলয়কম্পন। রাবণ চলিল রণে,
মৃদঙ্গ পটহ শঙ্খ নিখিল ভুবনে

ঘোষিল বারতা। সহসা তিমিরাবৃত
আকাশে নিবিল রবি, সিন্ধু নিনাদিত
প্রলয়-তাণ্ডবে! সংহার-মূরতি ধরি'
রাবণ পশিল রণে, বিনাশিয়া অরি
স্বর্ণপুঙ্খ শরে। বিহ্বল বানর-বল
ঝটিকার মুখে মেঘ মত—রণস্থল
ভরি' উঠে বানর-শরীরে। ছিন্নশির
কবন্ধ নাচিছে, কেহ উগারে রুধির
ঝলকে ঝলকে; দীর্ণ পার্শ্ব বক্ষ কার,
ছিন্ন বাহু, ভগ্ন কটি, বিকট আকার—
ঘোর নাদে মরে! দলি' হরিসেনা ধায়
রাবণ প্রলয়রূপে, পড়ে বসুধায়
একে একে চমূপতিগণ। হেরে দূরে
দশানন, ভীম নাদে রণভূমি পূরে—
রাম টঙ্কারয়ে ধনু, সম্মুখে লক্ষ্মণ
অনলসমান রহে, বিদারে গগন
উদ্যত কার্ম্মুক! উঠে নাদ প্রলয়ের
রাবণের শরবেগে, রাম লক্ষ্মণের
ধনুর টঙ্কারে! চলে আগুসারি রণে
লক্ষ্মণ অনলসম, হানিয়া রাবণে
অগ্নিশিখাসম শর, বাধে ভয়ঙ্কর
বীরভোগ্য রণ। ভালে বক্ষে বিদ্ধ শর—
লক্ষ্মণ জ্বলিয়া উঠে, ঝরে ঝরঝর
রুধিরের ধারা! সহসা হুঙ্কারি' বীর

কাটি' পাড়ে রাবণের ধ্বজা, নরশির
ভূষা যার। সারথির জ্বলিতকুণ্ডল
উড়িল মস্তক, করিশুণ্ডসম ধনু।
দ্বিখণ্ডিত রাবণের! নীল-মেঘ-তনু
মহা-অশ্বে বিভীষণ ভীম গদা হানে।
অচল স্যন্দন ত্যজি' জ্বলিত নয়ানে
লম্ফ দিয়া পড়ে রাজা মহাশক্তি করে
রণভূমি'পরে! ভ্রাতার নিধন তরে
ছাড়ে শক্তি রক্ষঃপতি, সহসা লক্ষ্মণ
কাটি' পাড়ে, জ্বালাময়ী মহোল্কা যেমন!
ব্যর্থ হেরি' অস্ত্র নিজ, কোপে কম্পমান
রাবণ লইল করে অশনিসমান
মহাশক্তি আর; বাজে অষ্ট ঘণ্টা তায়,
জিহ্বা মেলি' মহাসর্প যেন গরজায়!
ঘূর্ণিত প্রচণ্ড বেগে রাবণের করে
জ্বলিয়া উঠিল শক্তি, স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে
দিকে দিকে! অবিরল বরষিয়া শর
লক্ষ্মণ রাবণে ঢাকে, রোষে শক্তিধর
বজ্রকণ্ঠে কহে,—"বাঁচাইলে বিভীষণে
মৃত্যুর বদন হ'তে, আপন জীবনে
রাখ এইবার!" এতেক কহিয়া বীর
বজ্রসম ছাড়ে শক্তি গরজি' গভীর।
পড়ে জ্বালাময়ী যেন মহা-উল্কা আসি'
লক্ষ্মণের বুকে, রুধির-ধারাতে ভাসি'

ভিন্ন যদি রঘুবীর লুটে মহীতলে,
ছুটে হরিবীর যত, রঘুনাথ চলে—
যুগান্তপ্লবক ! লুণ্ঠিত পন্নগপ্রায়
রুধিরের পঙ্কমাখা হেরিয়া ভ্রাতায়
রোধে অশ্রুবেগ প্রভু ! বক্ষে বিদ্ধ রয়,
মহাশক্তি জ্বালাময়ী—নড়ে না দুর্জ্জয়
শস্ত্র দানবের ! কত টানে হরিগণ—
রাবণ অজস্র করে বাণ বরষণ।
না ভাবি' রাক্ষসশর টানে রঘুবর,
ভাঙে শক্তি খণ্ড খণ্ড করি'। বক্ষোপর
ধরিয়া লক্ষ্মণে, কহে হরিগণে রাম,—
"এ নহে বিষাদকাল, সম্মুখসংগ্রাম
বীরের বাঞ্ছিত, বহু ভাগ্যবলে অরি
সম্মুখে পেয়েছি আজি ! মাস মাস ধরি'
শৈলে শৈলে বনে বনে দিবস রজনী
সহেছি যে জ্বালা—হরিবীর-চূড়ামণি
হত বালী যার লাগি', নিখিল ধরার
মিলিয়াছে কপিসেনা, সাগরমাঝার
বাঁধিয়াছি সেতু, সেই পাপ নিশাচরে
পেয়েছি সম্মুখরণে—দিব যমঘরে,
কোটি প্রাণ ধরুক্ রাক্ষস ! ল'য়ে যাও
স্নেহের লক্ষ্মণে ; সুষেণ, ওষধি দাও
বনের অমৃত ! রহ গিরি'পরে বসি'
হরিবীরগণ ! একা মহারণে পশি

রাক্ষস-সংহারে—" বলিতে বলিতে রোষে
চলে বদ্ধজটামৌলি কুলিশনির্ঘোষ
টঙ্কারিয়া ধনু ! কহে ঘোরকণ্ঠে রাম,—
"দেখুক ত্রিলোক মোর সংহার-সংগ্রাম—
রুদ্ররূপ আজি ! সিদ্ধ দেব ঋষিগণ
করিবে অনন্ত ভরি' মহিমা কীর্ত্তন,
হেন কর্ম্ম চলিনু সাধিতে—" কহি' বাণী
বজ্রনাদে স্বর্ণপুঙ্খ দিব্য শর হানি'
রাবণের মহাবক্ষে, আকাশ ভাতিয়া
ঢালে শরজাল প্রভু রবিকরপ্রায়—
মধ্যাহ্ন-জলদ-সম রাবণ লুকায় !

অষ্টাবিংশ সর্গ।

রামবিলাপ।

লক্ষ্মণ পড়িল রণে রুধিরপ্লাবিত
যেন প্রাণহীন ! ত্যজি' রণ বিষাদিত
ফিরে রঘুনাথ, হেরি' লক্ষ্মণে শয়ান
রুধিরের পঙ্কমাখা, যেন লম্বমান
ইন্দ্রধ্বজা, কহে শোক-গদগদ বাণী,—
"হায় রে ! লক্ষ্মণে হেরি' শিথিল পরাণী
আজি মোর ! বিশ্ব যেন শূন্য মনে হয়,
না পাই দেখিতে—আঁখি বাষ্পরাশিময় !
কেমনে করিব রণ, খসিয়া যে পড়ে
ধনু মোর ! কিবা কাজ লঙ্কার সমরে,

হারাই লক্ষ্মণে যদি! কি কাজ সীতায়—
দেশে দেশে সীতাসম নারী পাওয়া যায়,
মিলে না লক্ষ্মণসম ভাই! বনে বনে
অচলে প্রান্তরে, ছায়াসম ফুল্ল মনে
ফুল্ল মুখে ফিরেছ, লক্ষ্মণ! ঘুমায়েছি
তরুমূলে, আঁখি মেলি' যখনি চেয়েছি,
দেখিয়াছি ধনু করে রয়েছ দাঁড়ায়ে
তন্দ্রাহীন ক্লান্তিহীন! পৌরুষপ্রভায়
নিত্য তব দীপ্ত মুখ হৃদয়-তলায়
রয়েছে যে গাঁথা! ঘোর বিষাদ-ছায়ায়
যখনি ঢেকেছে মোরে, তখনি জ্বেলেছ
পৌরুষ-অনল! হাসি মুখে শিরে নে'ছ
মোর লাগি' যত দুঃখ পর্ব্বতপ্রমাণ—
লক্ষ্মণ, হেরিয়া তোরে ফেটে পড়ে প্রাণ!
কি ব'লে বুঝাব, যবে সুমিত্রা জননী
শুধাবে বৎসলা মোরে, 'স্নেহের বাছনি
গিয়াছিল সাথে তোর, কারে দিলি ডালি
সোনার লক্ষ্মণে মোর?' বিষাদের কালি
সকল শরীরে মাখি' সকল পরাণে
আর না ফিরিব আমি! চাহ মুখপানে
বারেক, লক্ষ্মণ! তুমি ত নহ এমন—
কহ বীরবাণী তব ভরিয়া শ্রবণ!"

কহিছে সুষেণ,—"প্রভু, রহিয়াছে প্রাণ,
জ্বলিছে বদনে কিবা সুধাংশুসমান

জীবনের আলো! শয়ান যেন বা রহি
রণশ্রান্ত সুপ্ত বীর! এ ত কভু নহে
গতায়ুর মুখ! করে পদ্মকোষকাঁতি,
প্রসন্ন নয়নে মুখে অরুণের ভাতি
উঠিছে জ্বলিয়া! এ নহে সন্ধ্যার ছায়া—
শুষ্ক মালা সম প্রভু, ত্যজি' অন্ধ মায়া
উঠ জাগি' আপনায়। পবন-নন্দন
ছুটুক পবনগতি, যেথা সুদর্শন
ওষধির গিরি, সঞ্জীবকরণী লতা
বিশল্যকরণী ফুটে যথা প্রাণপ্রদা
জননীর মত। যাবদ্ রহয়ে রাতি,
আসুক মারুতি ফিরি' খুঁজি' পাতি পাতি
মহৌষধি ল'য়ে। লক্ষ্মণ লভিবে প্রাণ—
অলীক বিষাদে প্রভু, নিশি অবসান
উচিত না হয়।" প্রভুর চরণে হনূ
প্রণমি' তখনি চলে, দীপ্ত মহাতনু
উৎসাহ-অনলে। অচল-শিখরে বীর
খুঁজে পাতি পাতি, তবু সঞ্জীবকরীর
নাহি মিলে দেখা। ছাড়ি' সিংহনাদ তবে
উপাড়ি' অচলশৃঙ্গ প্রলয়ের রবে
ধায় হরিবীর। স্তব্ধ যত বনচর
হেরি' সে অপূর্ব্ব ছবি—যেন শৃঙ্গধর
নামিল মন্দর! সুষেণ ত্বরিত আনি'
বিশল্যকরণী লতা পরাণদায়িনী

ধরে বাসাপুটে—লক্ষ্মণ মেলিয়া আঁখি
উঠিল শিশল্য দেহে! বুকে তারে রাখি'
কহে রঘুনাথ,—"না জানি কি ভাগ্যবলে
ফিরিয়া পাইনু তোরে! সলিলে অনলে
তোরে না পাইলে ভাই, ত্যজিতাম প্রাণ—
কিবা কাজ রণজয়ে, পরাণ সমান
তুই রে লক্ষ্মণ!" খিন্ন গদগদ ভাষ—
কহিছে লক্ষ্মণ,—"প্রভু, না হও নিরাশ
মোর লাগি'। লভি' পার নিজ প্রতিজ্ঞার
দেখাও পৌরুষ, কভু সাজে না তোমার
হেন দীন হীন বাণী—প্রতিজ্ঞাপালন
জান প্রভু, বীর তুমি, মহত্ত্ব-লক্ষণ!
জানি আমি, ধনুর্ধারী দাঁড়াইবে যবে
সংহার-মূরতি, জানি রণজয় হবে,
মরিবে রাবণ—রহে কি করী কখন
আস্ফালি' কেশর, সিংহ দাঁড়াবে যখন?"
গাহে 'রামজয়' কপি—মহানাদ ছুটে,
উষার বাতাসে সিন্ধু কল্লোলিয়া উঠে।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

আদিত্যহৃদয়।

অরুণ-কিরণে সিন্ধু উঠিল জ্বলিয়া,
দাঁড়ায়ে অচলশিরে বেদ উচারিয়া

নমে রাম দিবাকরে, সহসা তখন
উদিল অগস্ত্য ঋষি, প্লাবিত গগন
অঙ্গের প্রভায়! আশিস বরষি' কহে
মহা-ঋষি রঘুনাথে,—"জয়াবহ রহে
মহামন্ত্র নিত্য শিবময়! সর্ব্ব কাম
ফলে যাহে, চিন্তাহর জপ' তুমি রাম,
'আদিত্যহৃদয়' মন্ত্র"—এত কহি' ঋষি
গাহে সে বিজয়মন্ত্র ভরি' দশ দিশি,—
"কনকসঙ্কাশ ভানু উঠে রশ্মিমান—
নম নম ব্যোমনাথ, দেব বিবস্বান্!
আপনি বিরাজে প্রভু নিজ মহিমায়,
প্রকাশে নিখিল বিশ্ব আপন সত্ত্বায়।
প্রসবে ধরণী সোম—মহাজ্যোতিমালা,
নম পদ্মপ্রবোধন—বিশ্ব করে আলা।
ভুবনে ভুবনে ঢালে জীবনদী কত,
পালে স্নেহদানে কত জননীর মত!
গরাসে সংহারভীম প্রলয়-হুঙ্কারে—
অনন্তের বুকে বিশ্ব রচে বারে বারে!
নম তমোহারী, নম মহাপাপহারী,
বিশ্বের জনক, নম বিশ্বপ্রাণধারী!
তুমি আন দিবা প্রভু, কর্ম্মের কল্লোল,
সাজাও ধরার অঙ্গে বসন্ত-নিচোল,
সাগর শুষিয়া লও, বরিষ ধারায়,
নম প্রজানাথ, কোটি প্রণাম তোমায়!

বিশ্বলক্ষ্মী বুকে রাজে অনন্তসুন্দরী,
তোমারি রচিত শোভা রহে বিশ্ব ভরি',
নম অমিতায় নম ব্রহ্মজ্যোতিময়,
তোমারি প্রকাশ সত্যে ঋক্ সাম রয়।
সকলি প্রকাশ কর, সর্ব্ব পাপ হর,
জয়দ শুভদ নিত্য নম দিবাকর!"

নমে শিলাতলে রাম প্রফুল্লবয়ান—
আশিস সহস্র করে দেব বিবস্বান্
ঢালিয়া উদিল যেন জবাপুষ্পকায়,
জ্বলিয়া উঠিল সিন্ধু ঘিরিয়া লঙ্কায়।

ত্রিংশ সর্গ।

রাবণবধ।

সহসা ইন্দ্রের রথ উজলি' গগন
নামিল আকাশপথে, তড়িৎকেতন
উড়ে স্বর্ণ-ধ্বজ-দণ্ডে। কাঞ্চন-ভূষায়
ঝলসে তরুণ রবি, বায়ুপথে ধায়
হরিত্ তুরঙ্গ সারি, পুরোভাগে বসি'
মাতলি কনকবেত্র করে আস্ফালন,
চঞ্চল কুণ্ডল করে গণ্ড পরশন,
শিরে দোলে মন্দারের মালা। ভূমি'পরে
নামে দেবরথ, যেন সুমেরু-শিখরে
রবিরথ! কনক-কিঙ্কিণী কোটি বাজে—
বিস্ময়-প্রফুল্ল আঁখি নিশ্চল বিরাজে

চিত্রার্পিত যেন হরিসেনা! কহে ধীরে
মাতলি তখন,—"বধি' রাবণে অচিরে
লভিবে জানকী, প্রভু! তাই সুরপতি
পাঠায়েছে নিজ রথ, উঠ শীঘ্রগতি,
নাশ' আজি ত্রিলোকের অরি। হের শর
আদিত্য-সঙ্কাশ, ঐন্দ্র ধনু দৈত্যহর,
কবচ অনলনিভ, শক্তি জ্বালাময়ী—
ধর দেব-অস্ত্র প্রভু, হও রণজয়ী।"
উঠে ইন্দ্ররথে রাম করি' প্রদক্ষিণ
দিক্ প্রকাশিয়া রূপে, বদনে বিলীন
রহে রণলক্ষ্মী যেন প্রদীপ্ত প্রভায়!
বালচন্দ্রবক্র ধনু বিস্ফারিয়া চায়
মাতলির মুখে; ছুটে নাদ ভয়ঙ্কর—
বজ্রাঘাতে ফাটে যেন গিরি, থরথর
কাঁপে বসুন্ধরা! কহে রাম, "হের আসে
আকাশ গরাসি' রথ, রাবণ প্রকাশে
রণমুখে! মরণে সে করেছে বরণ—
চালাও মাতলি, রথ—হ'বে মহারণ
দেব-নর-চিন্তার অতীত!" বামে রাখি'
রাবণে তখন, রণ-ধূলি-মেঘে ঢাকি'
বজ্রনাদে ছুটে ইন্দ্ররথ। ভয়ঙ্কর
বাধে রণ রাম রাবণের, শস্ত্রধর
দাঁড়ায়ে স্তম্ভিত সেনা, যেন শিলাময়
বানর রাক্ষস রহে; জ্বলে প্রভাময়

দ্বিতীয় আকাশ যেন শরজালে গাঁথা
মাথার উপর, শস্ত্র-পুষ্পহার-ঢাকা
রণবেদী যেন !
বাধিল দ্বৈরথ রণ
রাম রাবণের, কাঁপি' উঠে শৈল বন
সাগর ধরণী ! নিষ্প্রভ তপন রহে—
ধূসর বিলীন দিক, বায়ু নাহি বহে !
জবা-পুষ্প-আভা পড়ে অকাল-সন্ধ্যার
লঙ্কা আবরিয়া ! সধূম জ্বলিয়া উঠে—
উত্তাল সাগর যেন গরাসিতে ছুটে
ম্লান দিবাকরে ! রাম রাবণের রণ
রাম রাবণের মত, আকাশ যেমন
সাগর তুলনা ! ত্রিলোক চকিত চাহে—
বিশ্বের মঙ্গলমন্ত্র দেব-ঋষি গাহে।
রাবণ সহসা বিঁধে বজ্রসম শরে
রাঘবে তখন, ইন্দ্রের তুরঙ্গ'পরে
হানে বহ্নিসম শর, বিঁধে মাতলির
দেব-কলেবর। রোষে সঞ্চালিয়া শির
ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে রঘুবীর হানে
রাবণ-তুরঙ্গে শর, বিকৃত বয়ানে
পশ্চাতে ফিরিল খর, ছিন্ন ধ্বজা পড়ে
রথের সম্মুখে। যুড়ে ঐন্দ্র চাপ'পরে
ব্রহ্ম-অস্ত্র রঘুনাথ—মহাসর্পপ্রায়
গরজে সে দিব্য শর, জ্বালা বাহিরায়

কোটি মুখে তার ; ফলকে ব্রহ্মাণ্ড ঘুমে,
মন্দর সমান গুরু, বহ্নি সূর্য্য স্ফুরে
সর্ব্ব অঙ্গে তার ! মহারণ-মেদ-মাখা—
অসুর-ভেদন অস্ত্র, ফলে রহে আঁকা
সংহার-ত্রিশূল ! জুড়ি' ব্রহ্মশর চাপে
রুদ্ররূপে চাহে রাম, থরথরি কাঁপে
বসুন্ধরা ! মহাকাশ আলোড়িয়া উঠে—
রাবণ বিদীর্ণহৃদি মহীতলে লুঠে
প্রাণহীন ! বজ্রাহত পড়ে যেন গিরি—
নিরস্ত্র বিবর্ণ সেনা রহে তাঁরে ঘিরি' !

প্রসন্ন আকাশ, মন্দ বহে গন্ধবহ—
ত্যজিল ধরণী যেন সন্তাপ দুঃসহ !
বরষে মন্দারমালা অমরের দল,
আনন্দ স্বরগদ্বারে বহে কলকল !
গাহে সুর-ঋষি গান শান্তির ছন্দের—
ধরার হৃদয়কম্প থামে প্রলয়ের !

একত্রিংশ সর্গ।

মন্দোদরী-বিলাপ।

হেরি' রণধূলি 'পরে ভিন্নহৃদি রামশরে
প্রাণহীন রাবণে তখন
চলে ম্রিয়মাণ দুখে, চাহিয়া ভ্রাতার মুখে
খেদবাণী কহে বিভীষণ,—

"ত্রিলোক জিনিয়া বলে হা বীর! বসুধাতলে
কেমনে বা করেছ শয়ন?
নিশ্চল সে ভুজদণ্ড, বিকীর্ণ কিরীটখণ্ড
রহে যেন ধূসর তপন!
না শুনি' আমার বাণী মরণে প্রসারি' পাণি
ধরিয়াছ বুকে আপনার,
কাম-অন্ধ হত তুমি, বিধবা হইল ভূমি—
শূন্য আজি বলের ভাণ্ডার!
লুপ্ত আজি বীরনাম, মরণ সফলকাম,
শান্ত যেন চণ্ড দাবানল!
চন্দ্রমা পড়িল খসি', গরাসে নিবিড় মসী
নির্ব্বাপিত রবির মণ্ডল!"
কহে রঘুনাথ তবে, "মরণে কে জিনে কবে?
রণলক্ষ্মী চঞ্চলা সদাই—
বীর যে, সম্মুখরণে মরণে সে ভাগ্য গণে,
বৃথা দুঃখ, শোক ত্যজ ভাই!
আপন বাহুর বলে অসুর-অমর-দলে
জিনেছে যে বীরের প্রধান,
যুঝি' বীরভোগ্য রণে আতঙ্কবিহীন মনে
মহারণে রহে সে শয়ান!
বীরের মরণে ভাই, নাই শোক, দুঃখ নাই,
উঠ মিত্র, মোহ পরিহরি,
কর তার অন্ত্যক্রিয়া বন্ধু জ্ঞাতিগণে নিয়া,
বীরতনু লও সবে ধরি'।

মরণে পেয়েছে লয়— আর সেতো শত্রু নয়,
মিত্র আজি হইল রাবণ,
কর অন্ত্যক্রিয়া তার, আনহ কাষ্ঠের ভার,
ধূপ হবি অগুরু চন্দন।”
কহে রঘুনাথ বাণী— ধেয়ে আসে রক্ষোরাণী
মন্দোদরী উন্মাদিনী প্রায়,
পশ্চাতে অযুত নারী, বক্ষে ঝরে নেত্রবারি,
ক্ষণে উঠে, পড়ে বসুধায়!
রুধির-কর্দ্দম-মাখা ভয়াল-কবন্ধ-ঢাকা
রণভূমি করে অন্বেষণ,
দেখে রণধূলি ’পরে ভিন্নহৃদি রামশরে
প্রাণহীন পড়িয়া রাবণ।
কেহ পড়ে বুকে তার, বরষে নয়নাসার,
শিশিরের ধারা শতদলে,
কেহ বুকে হানে পাণি, কহে কত খেদবাণী—
শোকসিন্ধু যেন বা উথলে!
কহে মন্দোদরী,—“নাথ, যাবে যদি, মোবে সাথ
নিয়ে চল মরণের দেশে—
কৈলাসে মন্দরে যাব, মেরুশিরে গান গা’ব
মন্দার-মালিকা পরি’ কেশে!
যাব চৈত্ররথ বনে নন্দনে তোমার সনে
মন্দাকিনী-কূলে বসি’ রব’!
যেওনা দাসীরে ফেলি’, যাও যদি পায়ে ঠেলি’
আমি ত চরণ ধরি’ ল’ব!”

ছিন্ন বনলতাপ্রায় পড়ে রাণী পতিপায়,
পাণ্ডু মুখে কহে আরবার,—
"সেই কি রাবণ তুমি? ত্রিলোকের নাথ তুমি?
ভূমিতল শয়ন তোমার!
লভিয়া অক্ষয় যশ হ'লে মানুষের বশ—
একি সত্য, অথবা স্বপন!
এ কভু মানুষ নয়, আপনি হ'ল উদয়
চক্রপাণি শ্রীবৎসলাঞ্ছন!
জিনিয়া ইন্দ্রিয় তুমি লভিলে নিখিল ভূমি
মহাঘোর তপ আচরিয়া,
তাই কি ইন্দ্রিয়গণ করি' বৈরিনির্য্যাতন
কামভোগে যাইল ছলিয়া!
কুক্ষণে আনিলে ধ'রে রাঘবপ্রিয়ারে ঘরে,
কমলা সে, সীতা কভু নয়,
সতী-রোষানলে হায়! স্বর্ণলঙ্কা জ্ব'লে যায়—
নিয়তির কি বজ্র-হৃদয়!
পুণ্যে পুণ্য ল'য়ে যায় পাপ রসাতলে হায়!
তাই প্রভু, তোমার এ গতি!
মানুষ জিনিল রণ, মরিল রাক্ষসগণ,
বিভীষণ হ'ল লঙ্কাপতি!
পিতা দানবের রাজা পুত্র দেয় ইন্দ্রে সাজা,
ভর্ত্তা মোর বিশ্ব করে জয়,
বড় গরবিনী ছিনু, অনাথা বিধবা হ'নু—
ফাটেনাক তবু এ হৃদয়!

হায় রে! রাজ্যের শোভা ক্ষণে ফুটে মনোলোভা,
কালের আঁধারে চ'লে যায়!
হায় রে! প্রতাপ বল— করে যেন টলমল
বারিবিন্দু পদ্মপত্রগায়!
হা রাজন্! সুকুমার সুধাংশুভাতি উদার
কোথা সে মুখের চারু কাঁতি!
উঠ মদলোল-আঁখি, চল, করে কর রাখি'
কেলিশৈলে মধুপানে মাতি'!
যে দেশে গিয়াছ তুমি, দুর্গম কঠিন ভূমি,
লও, লও মোরে কাছে লও,
সাধি গো চরণ ধ'রে, কেন না তুষিছ মোরে—
তুমি ত এমন কভু নও!"
হারা'য়ে চেতনা, পড়ে— রাবণের বক্ষ 'পরে
শোভে রাণী বাহু প্রসারিয়া,
সন্ধ্যা-রাগ-রক্ত মেঘে কনকের রেখা এঁকে
উঠে যেন তড়িৎ ফুটিয়া!

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

সীতা ও হনূমান।

রাবণের বুকে পড়ি' রাণী মন্দোদরী—
ধায় রক্ষোবধূ যত, তোলে করে ধরি';
কাঁদে ফুকারিয়া রাণী, নয়ন-ধারায়
প্লাবিত পাণ্ডুর গণ্ড, বক্ষ ভেসে যায়!

আনে বিভীষণ তবে শিবিকা সুন্দর,
সাজায়ে চন্দনে ফুলে রাজকলেবর
ল'য়ে চলে সিন্ধুকূলে—পাছে সারি সারি
রাক্ষস-বিধবা চলে, কাঁদিছে ফুকারি'।
জ্বলে রাবণের চিতা সাগর-বেলায়,
করুণ ক্রন্দন-রোলে সিন্ধু ভ'রে যায়!
অগুরু চন্দন ঢালে, হবি ভারে ভার,
অঞ্জলি অঞ্জলি ঢালে কুসুম-সম্ভার,
ঢালে মণি-মুক্তামালা, প্রবাল-ভূষায়
অনলের কণ্ঠ যেন রাক্ষস সাজায়!
স্নান করি' সিন্ধুজলে ফিরে রক্ষোগণ—
লঙ্কার দুয়ারে উঠে করুণ ক্রন্দন!
জ্বলে রাবণের চিতা দিবস নিশায়
অনাথা বিধবা যেন লঙ্কার হিয়ায়!
রামের আদেশে তবে চলে হরিগণ,
আনে সাগরের বারি, বসে বিভীষণ
পরম আসনে; লঙ্কারাজ্য সঁপি' তা'য়
করে অভিষেক সিন্ধু-সলিল-ধারায়।
কহে রঘুনাথ তবে পবন-নন্দনে,—
"লঙ্কার মাঝারে যাও, রাজা বিভীষণে
জানায়ে বারতা। অশোক-বনের মাঝে
ধাও বীর, যেথা মোর জানকী বিরাজে;
কহিও কুশলবাণী জুড়া'য়ে শ্রবণ,
এস ফিরি' ল'য়ে মোর হৃদয়রঞ্জন

সীতার বারতা।” চলে বীর বায়ুগতি
লঙ্কার মাঝারে, করে বন্দন প্রণতি
নিশাচর যত। কহি’ বিভীষণে ধায়
অশোকবনের মাঝে, জানকী যথায়
নিরানন্দ বসি’ বৃক্ষমূলে ! রুক্ষ কেশ,
ছিন্ন বেশ, শীর্ণ দেহ, রহে শুধু শেষ
করুণ পাণ্ডুর মুখ ! প্রণমি’ চরণে
‘মা’ ব’লে দাঁড়াল কপি আনত বদনে।
রক্ত-কুবলয়-পদ হেরি’ জানকীর
জুড়িয়া দু’কর তবে কহে বনবীর,—
“ত্যজ মা, সন্তাপ ব্যথা—মরেছে রাবণ,
বীরশূন্য লঙ্কা আজি লয়েছে শরণ
প্রভুর চরণে। নহ রক্ষপুরে আর—
আপন ভবনে আছ—ত্যজ দুঃখভার
গত-জন্ম-স্মৃতি সম। মা, তোর সিঁথির
সিন্দূর-প্রভাতে আজি জয়ী রঘুবীর !”
শুনি’ প্রিয়বাণী সীতা প্রফুল্লবয়ানী
না পারে কহিতে কথা পঙ্কজনয়ানী !
কণ্টকিত দেহ মা’র—স্বেদধারা ঝরে,
গলিয়া পড়িল বাণী নয়ন-নির্ঝরে !
কহে বনচর,—“মাগো, কেন নিরুত্তর ?
কি তব বারতা ল’ব প্রভুর গোচর ?”
কহে গদগদ কণ্ঠে জানকী তখন,—
“পতির বিজয়বাণী করিয়া শ্রবণ

রুদ্ধ হ'ল কণ্ঠ মোর! খুঁজিয়া না পাই
কি তোমারে দিব, কপি! ধরাতলে নাই
এমন কাঞ্চন মণি, এমন রতন—
তোমারে তুষিব বাছা, কিবা হেন ধন?"
ল'য়ে চরণের ধূলি কহে বনবীর,—
"রতন কাঞ্চন মাগো, নিখিল মহীর
আমি নাহি চাই। তোমার করুণা পাব—
প্রভুর মহিমা আমি শতমুখে গাব,
এর চেয়ে কহ মাগো, কিবা রহে ধন?
তোর স্নেহমাখা বাণী অক্ষয় রতন!
পূর্ণ আজি ব্রত মোর—প্রভুরে দেখেছি
বিজয়লক্ষ্মীর কোলে, আমি মা, পেয়েছি
অমৃতের কণা! কাজ নাই তুচ্ছ ধনে—
পূর্ণব্রত-মহানন্দ পেয়েছি জীবনে!
পূজিনু চরণ তোর—অভাব কি আর?
দাও মা, চরণধূলি ললাটে আমার।"
কহিছে জানকী,—"বাছা, সর্ব্বগুণময়
বীরের প্রধান তুমি, নাহিক সংশয়।
তবু করি আশীর্ব্বাদ, হওরে অমর
রামনাম যতদিন ধরণী-উপর।
কিবা বর দিব বাছা, কি সাধ তোমার?
হওরে অমর কপি, আশিসে আমার।"
"বর যদি দিবি মাগো," কহে বনচর,
"আদেশ কর মা, দাসে—দিব যমঘর

রাক্ষসী যতেক।　কিবা নিশি, কিবা দিন
তোরে রাখিয়াছে ঘিরি,' কত না কঠিন
কহিয়াছে বাণী! ঘোররূপা ক্রূর-আঁখি—
আমি দেখিয়াছি মাগো, তরুশাখে থাকি'—
বিকৃত বদনে তা'রা তোমারে ঘিরেছে,
কত জ্বালা দিবারাতি তোরে মা, দিয়েছে!
জানুর প্রহারে আজি বিনাশিব সবে—
হৃদয়ের জ্বালা মোর যাবে মাগো, তবে।
চূর্ণ করি' মুষ্টিঘায়, ছিঁড়ি' কেশপাশ
পিষিব পাষাণতলে, তবে মোর আশ
মিটিবে জননি!" এত কহি বনবীর
উঠে গিরিসম, রোষে গরজি' গভীর!

কহে স্নেহাতুরা মাতা প্রণত-বৎসলা
দীনের জননী,—"ওরে বাছা, দাসী তা'রা—
পরের আদেশে রহে, পরের শাসন
বহে শির পাতি'।　তাদের কি দোষ রহে?
বিধির ললাটলিপি অভাগী এ সহে!
রাবণ দিয়াছে জ্বালা—ওরা তো বয়েছে
তাহারি শাসন।　পাপ রসাতলে গেছে—
পড়েছে লুটিয়া ওরা চরণের তলে,
যাচিছে শরণ, ভাসি' নয়নের জলে।
ওরা তো রাক্ষসী বাছা, হিংসার প্রকৃতি,
প্রকৃতির বশে জীব লভে অধোগতি—
শাসন কি তার? ক্রোধ কেন, হরিবীর?

কৃপা কর—ক্ষম দোষ ক্ষুদ্র রাক্ষসীর।”
কহে পুটপাণি কপি কণ্টকিতকায়,—
“তোমার এ ক্ষমা দেবী, নাহি বসুধায়!
ধন্য আজি ধরাবক্ষ তোমারে মা, ধরি’—
ধন্য আমি, মহাবাণী শুনি শ্রোত্র ভরি’!
কহ, কি কহিব বাণী প্রভুর চরণে?
চলি, যথা রহে রাম লক্ষ্মণের সনে?”
কহে গদগদকণ্ঠে জানকী তখন,—
“হেরিব প্রভুরে আজি ভরিয়া নয়ন!”

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

সীতাসমাগম।

প্রণমি’ রামের পদে কহে হনূমান,—
“আইনু দেখিয়া প্রভু, রোহিণীসমান
সীতা কাঁদে মহাশোকে! বিজয়সন্দেশ
শুনিয়া ত্যজিল মাতা বিরহের বেশ,
পাণ্ডুপত্র যেন বনস্থলী! কহে সতী
ফুল্ল মুখে,—‘ল’য়ে চল যথা রহে পতি—
হেরিব নয়ন ভরি’!’” শুনি’ বাণী রঘুবীর
ধ্যান-নিমগন রহে, সহসা গভীর
উথলে চিন্তার সিন্ধু, বহে জ্বালাময়
মর্ম্মের নিশ্বাস! চাহি’ ধরাতলে কয়
বিভীষণে প্রভু,—“যাও বীর, পুরী মাঝে,
সাজায়ে সীতারে আন দিব্য সৌম্য সাজে

সম্মুখে আমার।　স্নান করি' মঞ্জুকেশে—
দিব্য অঙ্গরাগে সাজি' সীতা হেথা এসে
দাঁড়াক এখনি।"　চলে ত্বরা বিভীষণ,
কহে পুরনারীগণে, দিব্য আভরণ
সাজাতে সীতায়।　অঞ্জলি বাঁধিয়া শিরে
কহে জানকীর আগে,—"চল মা, অচিরে
পতি দরশনে।　স্নান করি' মঞ্জু কেশ
চিকণি' বাঁধ মা, বেণী, সাজে না এ বেশ—
রাজরাণী তুমি! সাজি' দিব্য আভরণে
চল কমলার মত পতি-দরশনে।"

কহিছে মৈথিলী,—"আমি অমনি যে যাব—
নাহি সহে ব্যাজ—আমি হৃদয় জুড়া'ব
হেরি' চাঁদমুখ।　কাজ কি ভূষণে আর—
সিঁথির সিঁদূর-রেখা ভূষণ আমার।"
কহে বিভীষণ,—"মাগো, প্রভুর আদেশ—
স্নান করি' বাঁধ' বেণী, পর' দিব্য বেশ।
মা, তোর চরণ দু'টি শোভা নাহি পায়—
সাজাগো অলক্তরাগে নূপুর-ভূষায়!"

সাজি' দিব্য সাজে সীতা শিবিকার 'পরে
উঠে রামনাম স্মরি,' সেনার সাগরে
কনক-শিবিকা পশে—ছুটে আগুসারি
করে হেমবেত্র উচ্চ-শিরস্ত্রাণ-ধারী
কঞ্চুকীর দল, সরা'য়ে জনতা-স্রোত
মাঝে করে পথ, ভাঙে সেনার নিরোধ

নিষ্ঠুর প্রহারে। মহাসৈন্য আলোড়িত,
উঠে কলকল নাদ—যেন উচ্ছ্বসিত
অধীর সাগর! কহে বজ্রকণ্ঠে রাম
দহিয়া নয়নানলে,—"লভুক বিরাম
ত্রস্ত হরিসেনা। দেখুক সীতারে তা'রা
অযুত নয়ন মেলি,' পুত্র মাতৃহারা
মায়েরে যেমন! ওরা তো স্বজন মোর—
তুচ্ছ সীতা লাগি' আর সহেনা এ ঘোর
স্বজনপীড়ন। দাও, দাও রহিবারে—
দেখুক নিখিল সেনা তাদের সীতারে।
দূরে ফেল—কেন বৃথা শিবিকার ঢাকা?
আসুক জানকী চলি,' চারু মুখে আঁকা
চরিতের ভাতি! নহে বস্ত্র, নহে ঘর,
নারীর যে আবরণ বিশ্বমনোহর
চরিত উদার! আসুক জানকী চলি,'
ত্রিলোক দেখুক চে'য়ে—মুক্তকণ্ঠে বলি।"
চলে মন্দ মন্দ সীতা—অঙ্গের মাঝারে
আপনি লুকায়ে যেন রাখে আপনারে।
চরণে চরণ বাধে, আরক্ত বদন,
ছুটে স্বেদধারা মা'র তিতিয়া বসন!
দেখে সর্ব্ব লোক, সীতা বিভীষণ পাছে
আসে দিব্য-রূপধরা সাজি' দিব্য সাজে—
মূর্ত্তিমতী কান্তি যেন আসে উজলিয়া,
লঙ্কার দেবতা যেন লঙ্কা তেয়াগিয়া।

তপনের প্রভা যেন রূপ ধরি' চলে—
উঠে কলকল নাদ বানরের দলে।।
বাষ্প-মুকুলিত-মুখী বিলীনা লজ্জায়
দাঁড়াল পতির পাশে, প্রিয়মুখে চায়।
বিবর্ণবদন রাম, হৃদয়ের তলে
প্রেম উঠে ক্রোধসাথে, মহাদ্বন্দ্ব চলে—
তাণ্ডবিত সিন্ধু যেন ঊর্ম্মির সঙ্কটে,
ঘাত প্রতিঘাত লুঠে বদনের তটে!
অশ্রুর উচ্ছ্বাস রুধি' হ'ল তাম্রতর
আতাম্র নয়ন! হ'ল রুদ্ধ কণ্ঠস্বর—
নিশ্চল বসিয়া প্রভু বিশাল শিলায়,
শিলীভূত কলেবর! লজ্জাবতী ধায়
পতির চরণ-তলে, 'হা নাথ!' বলিয়া
চিররুদ্ধ প্রাণ খুলি' কাঁদে ফুকারিয়া!
ঢালে বানরের সেনা বীর-অশ্রু-জল,
ধারা বরষয়ে যেন বনতরুদল!
বস্ত্রে আবরিয়া মুখ কাঁদিল লক্ষ্মণ,
নারে রুধিবারে অশ্রু করিয়া যতন!
সহসা ত্যজিয়া লজ্জা পতির সম্মুখে
দাঁড়াল জনকবালা, প্রভাতিল মুখে
পুণ্যের আলোক! মোহ-অন্ধকার যায়—
নয়নে নির্ম্মল জ্যোতি, পতিমুখে চায়
শুদ্ধিমতী সীতা! কভু বা স্নেহের ভারে
ব্যাকুল নয়ানে চাহে, বিস্ময়ে নেহারে

অপূর্ব্ব সে ভাব পতিমুখে। রোষভরে
কভু চাহে সতী, স্ফুলিঙ্গ ঠিকরি' পড়ে
জ্বলন্ত নয়নে! কতরূপে কতবার
জানকী হেরিল ভীম বদন ভর্ত্তার!

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

অগ্নিপ্রবেশ।

সম্মুখে হেরিয়া সীতা রাঘব তখন
শঙ্কা-বিজড়িত কণ্ঠে কহিছে বচন,—
"পূর্ণ আজি ব্রত মোর, তোমার উদ্ধার
সাধিলাম সীতে! আজি হইলাম পার
প্রতিজ্ঞা-সাগর! সফল হইল যত
দিবস রজনী ভরি' শ্রম অবিরত।
পৌরুষে মানব-বাহু পারে যা সাধিতে,
আমি সাধিয়াছি তাহা। পেরেছি মুছিতে
অপমান-কালি। দৈব সাধিয়াছে যাহা,
মানব-পৌরুষ সীতে, ঘুচায়েছে তাহা!
রোষ নিবা'য়েছি আমি শত্রুর শোণিতে,
লিখিয়াছি বীর্য্যগাথা রুধিরে মহীতে!
আজি মোর নাম সীতে, হইল সফল—
আপনারে পাইলাম ফিরি'। বাহুবল
বানর-সেনার, শুভমন্ত্র সুগ্রীবের,
অচিন্ত্য অপূর্ব্ব কর্ম্ম পবনপুত্রের

সফল হইল আজি। ধন্য বিভীষণ—
রাবণ সমান ভ্রাতা করে বিসর্জ্জন!"
শুনি' সে বচন সীতা হরিণীর প্রায়
প্রফুল্ল নয়ন মেলি' প্রিয়মুখে চায়,
অশ্রু-বিজড়িত-কণ্ঠী কহিতে না পারে ;
কহে মেঘমন্দ্রস্বরে সেনার মাঝারে
রাম জানকীরে,—"আমি করিয়াছি জয়
দৈব প্রতিকূল সীতে! পেয়েছে বিলয়
রাবণ মরণে। জিনেছি আমি তোমায়—
অগস্ত্য জিনিল যেন দিক দক্ষিণায়
দেবের দুর্গম! এত রণপরিশ্রম—
শৈলে শৈলে বনে বনে সংগ্রাম নির্ম্মম
নহে তোমা' লাগি' সীতে! বংশ আপনার,
উদার চরিত, শুভ্র যশোভাতি তার—
মুছি' কলঙ্কের কালি রাখিয়াছি আমি,
নহি সুধু ক্ষুদ্র-নারী-কাম-অনুগামী
বাসনার দাস! এত প্রাণ-বিসর্জ্জন,
এত দিবানিশি ধরি' আশার স্বপন
রাক্ষস-ভোগের নারী লভিবারে নয়—
বীরযশে মসী-রেখা করিয়াছি লয়!
"রয়েছ দাঁড়ায়ে তুমি সম্মুখে আমার
রাক্ষসের ভোগদিগ্ধ দেহে, বিষধার
ঢালিছ নয়নে! হেরিয়া তোমারে হায়!
জ্ব'লে যায় আঁখি মোর—দীপালোকে চায়

নেত্ররোগী যেন ! যাও যাও, দূরে যাও—
রহে দশ দিক সীতে ! তারে তুমি পাও,
প্রাণ যারে চায় ! নাই নাই—সীতা নাই !
রাক্ষস-ভোগের নারী আমি নাহি চাই !”

শুনি’ পতিমুখে বাণী কুলিশসমান
বিহ্বলা জানকী, আহা ! লতা কম্পমান
করিকর-পরশনে ! বিলীনা লজ্জায়—
আপনার অঙ্গে সীতা প্রবেশিতে চায় !
বক্ষে বিদ্ধ বাক্যশর, ব্যাকুল নয়ানে
চাহে হরিণীর মত, পাণ্ডুর বয়ানে
বহে অশ্রুনদী ! ধীরে ধীরে মুখে মা’র
ফুটিল অতুল ভাতি, মুছি’ অশ্রুভার
গদগদ কণ্ঠে কহে জানকী ভর্ত্তায়,—
“খেলার পুতুল নারী ভেবেছ আমায়—
একি মোহ আর্য্যপুত্র ! কিবা এ বিকার
চিন্তার অতীত ! মোরে হেন নাহি কহ—
কিবা তব শঙ্কা বীর, তুমি কভু নহ
নির্ম্মম এমন। কহি তব নাম ল’য়ে—
আমারে রেখেছে প্রভু, রাক্ষসের ভয়ে
চরিত আমার ! জানি আমি রহে নারী—
বিলাস-কিঙ্করী তা’রা, হৃদয় নিঙাড়ি’
ঢেলে দেয় ভোগের শিখাতে। দেখিয়াছ
হেন নারী ? তাই প্রভু, বুঝি ভাবিয়াছ
নারী শুধু খেলার পুতুল ? নাহি তার

হৃদি বুঝি ? নিরমল চরিত উদার
নহে বুঝি নারীর কখন ? হায় হায় !
কিবা পুণ্য, কিবা স্বর্গ নারীর হিয়ায়
দেখিলে না চাহি' ! তুচ্ছ পতিতার মত
সীতারে ঠেলিছ পায়ে, দেখিয়াছ যত
নারীর কলঙ্করাশি—দেখনি তাহার
বিশ্বপ্লাবী প্রেম বুকে—প্রবাহ গঙ্গার !
"রাক্ষস করেছে মোর শরীর পরশ—
দৈব অপরাধী তাহে, নহে মোর বশ
এ দেহ আমার ! হৃদয় আমার রহে
তোমাতে বিলীন ! দেহ প্রভু, মোর নহে-
রাক্ষস করেছে তাই পরশ তাহায়,
কেহ তো করেনি নাথ, পরশ হিয়ায় !
ধরেছ শৈশবে পাণি, পেয়েছ আমার
প্রেমভক্তিদান। কত দিবা ত্রিযামার
নিভৃত মিলন, আমার মর্ম্মের কথা
কত শুনিয়াছ নাথ, কত মোর ব্যথা
হরিয়াছ তুমি ! তবু যদি পার নাই
বুঝিতে আমার হৃদি, নাহি মোর ঠাঁই
রাখিতে বেদনা আর ! কেন কহিলে না
পাঠালে বানরে যবে, কেন হানিলে না
এ বাজ কঠোর ? আমি ত্যজিতাম প্রাণ-
হ'ত না এ পরিশ্রম, সংহার মহান্ !"
বলিতে বলিতে ভাসি' নয়নধারায়

চাহে সতী লক্ষ্মণের পানে। স্তব্ধকায়
দাঁড়ায়ে লক্ষ্মণ, হারায়ে চেতনা রয়
দীন মুখে ধ্যানপরায়ণ! অশ্রুময়
আঁখি মেলি' কহে সীতা গদগদ ভাষ,—
"সাজাও লক্ষ্মণ, চিতা—ওষধি আমার
জীবন-ব্যাধির! পতি মোরে ত্যজিয়াছে,
বহিতে আমার ভার এত যদি বাজে
ধরণীর বুকে, কাজ কি এখানে আর—
পাব অনলের মাঝে যে গতি আমার!"
রোষ-কলুষিত মুখে চাহিল লক্ষ্মণ
অগ্রজের ভীম মুখে, বুঝিয়া লক্ষণ
সাজায় অচিরে চিতা। কেহ নাহি পারে
রাঘবে কহিতে বাণী, নারে চাহিবারে
কৃতান্তসমান মুখে! উঠিল জ্বলিয়া
ভীম নাদে চিতা, রক্তাম্বর অঙ্গে দিয়া
গলে রক্তমালা সতী মন্দ মন্দ চলে—
কপালে সিন্দুর-রেখা রবিসম জ্বলে!
চাহি' ধরাতলে রাম পাষাণসমান
রহিল বসিয়া, চরণে করি' প্রণাম
চলিল প্রফুল্লমুখী আন্দোলিয়া কেশ—
নাহি বিষাদের ছায়া, নাহি দুঃখলেশ!
প্রসারি' কনকশিখা বিদারি' আকাশ
উঠে চণ্ড হুতাশন, সাগর-বাতাস
হুহু করে বুকে তার! প্রণমি' অনলে,

নমি' দেবগণে সতী করপুটে বলে—
"দেহ মন বাক্যে যদি সেবিয়াছি আমি
পতির চরণ, পতি-পদ-অনুগামী
রহে যদি হৃদয় আমার, হুতাশন
রাখুন আমারে। আমার শরীর মন
পুণ্য নিরমল যদি রহে অনুক্ষণ,
লোকসাক্ষী হুতাশন রাখুন আমায়—"
বলিতে বলিতে সতী আত্মহারা ধায়
চিতা করি' প্রদক্ষিণ, নিশ্চল দাঁড়ায়ে
কহিছে আবার,—"তুমি রয়েছ লুকায়ে
সর্ব্বভূত-দেহে বহ্নি, তুমি সাক্ষী রহ—
হে দেবপ্রধান, তুমি দেহ মোর লহ!"
এতেক কহিয়া সতী প্রফুল্ল বদনে
পশিল অনলমাঝে! 'হা হা' মহাস্বনে
ভরিল নিখিল বিশ্ব, ধরা থরথরি
উঠিল কাঁপিয়া! সাগর ফুলিয়া উঠে—
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া যেন মহাশোক ছুটে!
দেখে সর্ব্বলোক, তপ্তকাঞ্চনভূষণা
রহে অনলের মাঝে কাঞ্চনবরণা,
যজ্ঞের অনলে যেন পূর্ণাহুতি পড়ে—
'হাহা' মহারব উঠে ভেদিয়া অম্বরে!

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বিশুদ্ধি।

সহসা সরা'য়ে চিতা কনকসঙ্কাশ
উঠে মূর্ত্তিমান বহ্নি, হইল প্রকাশ
অঙ্কে সীতা—রক্তবাস অঙ্গে শোভে মা'র,
অম্লান মালিকা গলে, নীল কেশভার
শিরে তরঙ্গিত! রামের চরণতলে
রাখিয়া জানকী, তবে দেবকণ্ঠে বলে
লোকসাক্ষী হুতাশন,—"জানকী তোমার
লহ রাম, লহ। নাহি মলিনতা তার—
নির্ম্মল চরিত-ধারা গঙ্গাসম বহে,
বিশ্বের নিখিল পুণ্য তুল্য তার নহে!
প্রকাশিত নিত্য জ্যোতি হৃদয়ে সতীর,
হের তাহে ম্লান রহে বহ্নির শরীর!
ধর এ পাবনী সীতা, পাপ নাহি তা'য়—
ধন্য হ'ক ধরাপৃষ্ঠ ধরিয়া সীতায়!"
শুনি' অনলের বাণী রাঘব তখন
পুলকিত-কলেবর ব্যাকুল-নয়ন
কহে গদগদ কণ্ঠে,—"জানি আমি জানি
সীতা মূর্ত্তিমতী শুদ্ধি! আমার পরাণী
জানে তার হৃদি! দীর্ঘকাল রক্ষোবাসে
যাপিল জানকী দেব! লইতাম পাশে
তারে যদি, কাম-অন্ধ বলিত আমায়
নিখিল ধরণী! দেখাইল আপনায়

ত্রিলোক-মাঝারে সীতা, ঘুচিল সংশয়
জগৎবাসীর। মোর লাগি' কভু নয়
নির্ম্মম এ অভিনয়! আমি জানি তারে—
আমার হৃদয় সীতা হৃদয়ে নেহারে!
আপন চরিত তার রহস্যে প্রহরী—
কেবা চাহে রাখিবারে সূর্য্যপ্রভা ধরি'?
অনলের শিখা সীতা, আপন প্রভায়
জ্বলিছে আপনি! সহস্র রাবণ তায়
পারে কি হেরিতে কভু? সিন্ধু কভু নয়
হেন বেগবান, লঙ্ঘে বেলার বলয়!
ত্যজিতে জানকী আমি পারি কি কখন?
কীর্ত্তি-পুষ্প-মালা নিজ ছাড়ে কোন্ জন?"
'জয় সীতারাম' ধ্বনি ভরিল আকাশ,
দেবের দুন্দুভি বাজে, হইল প্রকাশ
দেব ঋষি কোটি কোটি—বরষে মন্দার,
অমর-বীণাতে বাজে ঝঙ্কার উদার!

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

প্রত্যাগমন—আকাশপথে।

প্রভাতে আনিল ডালি, ভোগের পসরা
করপুটে রাজা বিভীষণ;
কহে রঘুনাথ, "মোর প্রাণ কাঁদে সখে!
অযোধ্যারে করিয়া স্মরণ!

ভরত বহিছে শিরে রুক্ষ জটাভার,
আমি স্নান করিব কেমনে ?
কাজ কি আমার আর ভোগের সম্ভার—
নব বাস, কুসুম চন্দনে !
দীর্ঘ সে দুর্গম পথ পুরীর আমার,
আজি আমি করিব প্রয়াণ ;
তুষিয়া বানরগণে রত্ন আভরণ
মোর লাগি' কর সখা, দান।
প্রজার রঞ্জনে রাজা নাম নিজ ধরে—
দিবা নিশি করিও স্মরণ ;
নহে লোকনাশ সুধু মহিমা রাজার,
কীর্ত্তি তাঁর প্রজার রঞ্জন।"
কহে বিভীষণ,—"প্রভু, রহে ব্যোমযান
মেঘসম পুষ্পক আমার,
আঁখির পলকে শৈল সাগর এড়াবে—
বায়ুসম ভীম গতি তার।
ল'য়ে যাব অযোধ্যায় তব মহিমায়,
নেহারিব ভরত-মিলন।"
এত কহি' আনে রাজা কাঞ্চন-চিত্রিত
ব্যোমরথ তড়িৎকেতন।
বৈদূর্য্য-আসন পাতা—পাণ্ডুর প্রভায়
শোভে রথ—হিমাদ্রি-শিখর,
কাঞ্চন-কিঙ্কিণী বাজে, মুক্তা-মণি-গাঁথা
বাতায়ন কিবা মনোহর।

উছলে স্ফাটিক-ভাতি—মহামেঘসম
ব্যোমরথ হেরিয়া সম্মুখে
বিস্ময়ে নেহারে রাম, সীতাকর ধরি'
ধীরে ধীরে উঠিল কৌতুকে।
হংসযুক্ত ব্যোমরথে কুবের সমান .
শোভে রাম সীতা ল'য়ে পাশে—
উঠে হরিবীর যত, রাজা বিভীষণ,
কিবা লক্ষ্মী বদনে প্রকাশে।
উড়িল আকাশ-পথে পুষ্পক বিমান,
কহে রাম সীতাকর ধরি',—
"ত্রিকূট-শিখরে লঙ্কা সিন্ধুর মাঝারে
কিবা শোভে হের, লো সুন্দরী!
হের, প্রভাতের আলো স্বর্ণগৃহচূড়ে
শৈলে শৈলে উঠেছে জ্বলিয়া,
গলিত-কাঞ্চন-রাশি—সিন্ধুবারি তার
কূলে কূলে উঠে উচ্ছ্বসিয়া।
হের রণভূমি সীতে, শোণিত-কর্দ্দমে
পুঞ্জীভূত কবন্ধ পড়িয়া,
ফিরে ফেরুপাল, উড়ে গৃধ্র দলে দলে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
হোথা' কুম্ভকর্ণ পড়ে, হোথা' ইন্দ্রজিৎ,
সেনাপতি প্রহস্ত হোথায়,
রাবণ পড়িল হোথা'—সিন্ধুকূলে তার
চিতাধূম আকাশে মিলায়।

"হের লম্বমান সেতু লবণাম্বু-বুকে,
ছায়াপথ যেন শোভা পায়!
সুদূরে উঠিছে ফুটি' বেলাচক্র কিবা
শঙ্খ শুক্তি শুভ্র বালুকায়!
নীল তালী-বন-রেখা হের লো জানকী,
উঠে তার কিরীটের মত
মহেন্দ্র-মলয়-শৃঙ্গ, সানুতে সানুতে
চন্দনের মঞ্জু বন কত।
ঐ সে বানরপুরী—বিচিত্র কানন,
বালী হোথা' হত মোর শরে;
ঐ প্রস্রবণ গিরি, প্রতি শিলা তার
আর্দ্র মোর নয়ন-নির্ঝরে!
ঐ সে পড়িয়া শিলা, শ্রাবণ-সন্ধ্যায়
বসিতাম তোমার ধেয়ানে,
ঐ সে নির্ঝর প্রিয়ে! উহারি মতন
অশ্রু মোর ঝরিত নয়ানে!
ঐ দেখ ঋষ্যমূক ধাতুরাগে জ্বলে,
পাদমূলে হইল প্রকাশ
সেই তো নলিনী পম্পা বিচিত্রকাননা—
নীল বারি জলদসঙ্কাশ!
আমার বিরহ-শ্বাস বনের বাতাসে
পাতাতে পাতাতে রহে তার,
আজিও গাহিছে পম্পা অস্ফুট কল্লোলে
সকরুণ গান বেদনার!

হোথা' সে অশীতিপরা আছিল শ্রমণী,
রহে পড়ি' পুণ্য শিলাতল,
ঐ বেদীমূলে দিল জীর্ণ দেহ তার
পূর্ণাহুতি জ্বালিয়া অনল !
"অদূরে প্রকাশে সীতে, পুণ্য গোদাবরী—
তোমার সে ভাসিছে মরাল !
ঐ দেখ পর্ণশালা, অশোক দাঁড়ায়ে,
ঊর্দ্ধমুখে চাহে মৃগপাল !
প্রসারি' অযুত বাহু পঞ্চবটীবন
হের প্রিয়ে, তোমা' পানে চায়,
তিতিয়া নির্ঝরজলে তোমার পূজার
কত ফুল পল্লব সাজায় !
ঐ হের—দূরে সীতে, অত্রির আশ্রম,
সুগভীর উঠে সামগান—
ঐ তো উঠিল ফুটি' চিত্রকূট গিরি
স্নিগ্ধ নব-মেঘের সমান !
ঐ নীল যমুনার ধারা রহে পড়ি'
বনে বনে সাপিনীর প্রায়,
কর প্রণিপাত সীতে ! গঙ্গা পুণ্যময়ী
ঐ দূরে প্রয়াগে মিলায় !
ঐ সে ফুটিল সদা বেদ-নিনাদিত
ভরদ্বাজ-পুণ্য-তপোবন,
ঐ শৃঙ্গবের পুরী—গঙ্গাকূলে কূলে
হের কত বিচিত্র কানন।

মিলিয়াছে সরযূর ধারা নিরমল
ঐ হের জাহ্নবীর বুকে,
কূলে কূলে রহে বন প্রশান্ত কেমন,
ধেনুপাল ফিরিছে কৌতুকে।
কর প্রণিপাত সীতে, হের জন্মভূমি—
স্নেহময়ী জননী আমার!
ফিরিয়া আইনু মোরা, হেরিনু আবার—
পাইলাম কোল অযোধ্যার!
হের, স্নেহধারা মা'র পড়িছে গলিয়া
সরযূর শুভ্র বালুকায়—
বিধবা জননী যেন, অযোধ্যা আমার
দিবানিশি পথপানে চায়!"

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

অভিনন্দন।

হেরিয়া অযোধ্যা প্রভু প্রফুল্ল-মুখ-কমল
কহে বায়ুসুতে, নেত্রে অশ্রু করে টলমল,—
"যাও বায়ুগতি বীর, কোশলপুরীর মাঝে,
দেখে এসো, মা আমার আছে কিনা বেঁচে আছে।
কহিও কুশল-বাণী ভরতে অমৃতসম,
ভরতে হেরিতে কপি, আগে গেছে হৃদি মম!"
ছুটে বায়ুগতি বীর, হেরে নন্দিগ্রাম-মূলে
সেজেছে তরুর পাঁতি নবীন পল্লবে ফুলে।

পশি' পুরীমাঝে হেরে, ভরত দাঁড়ায়ে রহে—
অঙ্গে কৃষ্ণাজিন, শিরে উচ্চ জটাভার বহে,
কৃশ মলদিগ্ধ তনু, শান্ত মুখে জ্যোতি ভাসে,
রামের পাদুকা রাখি' ধরা রামনামে শাসে!
দাঁড়া'য়ে রয়েছে যেন ধর্ম্ম কলেবর ধরি',
নিখিল রাজ্যের ভয় হরে রামনাম স্মরি'।
ক্ষাত্রতেজে ব্রহ্মজ্যোতি অপূর্ব্ব মিলন ভজে—
সত্ত্বে বশীভূত ধরা চরণে অঞ্জলি রচে!

কহে প্রিয়বাণী কপি,—"দণ্ডক-কাননে যাঁর
প্রসাদ লভিতে গেলে, শিরে বহি' জটাভার,
সিদ্ধার্থ আসিছে প্রভু ভুবন করিয়া জয়,
দেখ বাহিরিয়া ভাই, ধরা গাহে রামজয়!"

কহিছে ভরত,—"তুমি কেবা এলে আশাবাহী,
প্রাণ রাম-নাম-ভরা, কণ্ঠে রামনাম গাহি'?
কোথা প্রভু রাম মোর?" বলিয়া লুটিয়া পড়ে,
বাঁধে বাহুপাশে তারে, ভাসায়ে নয়ন ঝরে!
"দীর্ঘ দিবারাতি, দীর্ঘ মাস বর্ষ অবসানে
হৃদয় ভরিয়া আজি রামনাম শুনি কানে!"

শুনিয়া কপির মুখে লঙ্কার সমর-কথা
শত্রুঘ্নে কহিছে বীর, ধরে না আনন্দ-ব্যথা,—
"সাজাও বাজার পুরী, দেবের মন্দির যত,
হউক অযোধ্যা আজি অমরনগরী মত,
বাজুক মঙ্গলবাদ্য, ব্রাহ্মণ গাহুক গান,
চলুক রঘুর সেনা কবচে বহ্নিসমান।

সিক্ত রাজপথে লাজ চন্দন কুসুমরাশি
বরষি' নবীন বাসে দাঁড়াক কোশলবাসী।
দুয়ারে দুয়ারে আজি দুলুক ফুলের মালা,
গবাক্ষে গবাক্ষে নারী কল্যাণী করুক আলা।
সাজুক অযোধ্যা আজি পূজার সম্ভার করে—
রামহীনা পুরী রামে দেখুক নয়ন ভ'রে !"
মত্ত নাগ শত চলে ধ্বজা পতাকাতে সাজি,'
কনক-আসন পিঠে—ছুটিল অযুত বাজী।
চলে পদাতির শ্রেণী, কিরীটে রবির কর ;
কেহ বহে রাজ-ছত্র পাণ্ডু যেন শশধর,
কেহ স্বর্ণদণ্ড বহে চামর তুষারভাতি—
শঙ্খ দুন্দুভির ঘোষে ধরণী উঠিল মাতি' !
করে পুষ্পমালা দোলে—ব্রাহ্মণ গাহিছে গান,
চলে নব সাজে কোটি মানব ফুল্ল-বয়ান ;
জাগিল অযোধ্যা যেন সিন্ধুসম—কলকল,
হেরিবারে রামচাঁদে উদ্বেল ছুটে চপল !
বাহির হইল কিবা নগরী বিচিত্র সাজে,
অযুত অযুত করে পূজার সম্ভার রাজে,
অযুত নয়নে চাহে, কোটি মুখে বার বার
গাহে রামনাম, অঙ্গে পুণ্য রেণু বসুধার !
ল'য়ে মাতৃগণে সাথে ভরত চলে তখন,
শিরে জটাভার, অঙ্গে মলিন চীরবসন,
চাহে পথপানে শুধু, ব্যাকুল নয়ানে কহে,—
"কৈ রাম লোকনাথ ? হৃদি ব্যাজ নাহি সহে !

চপল বানর কিবা কহিল স্বপন-কথা,
আইনু ভুলিয়া মোরা জাগাতে নবীন ব্যথা !”
কহে হনূমান, “মোরে না কর সংশয় আর—
ঐ শোন ভীম নাদ উঠিছে হরিসেনার।
হের, ধূলিমেঘ উড়ে দূরে বনরাজি-শিরে—
ভরিয়া গিয়াছে ধরা অযুত বানর-বীরে !
বুঝি বা আলোড়ে তা’রা মঞ্জু মহাশালবন,
দিগন্ত ভরিয়া নাদ তাই কি উঠে এমন !
ঐ হের—ইন্দুভাতি বিকাশে আকাশযান,
চূড়াতে উড়িছে তার বিদ্যুৎসম নিশান !
আসে রঘুনাথ হের, ভুবন করিয়া জয়—
দেখ রামরূপ ভাই, স্বপন কভু এ নয় !”

ধায় পুরবাসী—মুখে মধুর রামের নাম,
লুটিয়া ধরণী কোটি মানব করে প্রণাম।
‘জয় রাম’ মহানাদ ত্রিদিব-দুয়ারে পশে—
শিহরি’ শিহরি’ ওঠে ধরণী পুলক-বশে !
দেখিল কোশলবাসী মেলিয়া অযুত আঁখি,
ওঠে রামচাঁদ যেন আকাশ-বিমানে থাকি’ !
বন্দে নরনারী যেন মেরুশিরে দিবাকরে,
হেরে মহাবক্ষ যেন বজ্রপাণি পুরন্দরে !

নামিল পুষ্পক তবে ধীরে ধীরে মহীতলে,
ধাইল কোশলবাসী ভাসিয়া নয়ন-জলে।
চলে স্নেহাতুরা মাতা ক্ষীণা শোকপাণ্ডু মুখে,
পুত্রে হেরি’ ত্যজে রাণী অনন্ত বিরহ-দুখে,

পুত্র-পুত্রবধূ-মুখ চুমে মাতা বার বার,
উথলে ভাসায়ে হৃদি অজস্র নয়নধার !
বিকীর্ণ জটার রাশি—ভরত চরণে পড়ে,
অঙ্কে ল'য়ে বাহুপাশে বাঁধি' প্রভু বুকে ধরে !
রামের পাদুকা রাখি' রামের চরণ-তলে
করপুটে ফুল্লমুখে ভরত তখন বলে,—
"পূর্ণ আজি ব্রত মোর—ফিরিয়া আইলে তুমি,
সনাথা হইল আজি বিধবা কোশল-ভূমি !
তোমার এ ভার প্রভু, বহি' তব মহিমায়
পূর্ণ-ব্রত-ফল আজি দিলাম তোমারি পায় !
হের ধনাগার প্রভু, হের গৃহ, হের বল—
রহে দশ গুণ স'বি তোমার নামে সফল !
আমার এ বাহু প্রভু, তোমারি শকতিভরা—
রামনাম অঙ্গে লিখি' আমি জিনিয়াছি ধরা !
তোমারি করম আমি সাধিয়াছি নিশিদিন—
আজি গুরু ভার তব চরণে করিনু লীন !"
না পারে কহিতে বাণী, রাম ছলছল আঁখি—
জানায় হৃদয়-ব্যথা ভরতে হৃদয়ে রাখি' !
সিক্ত হ'ল ধরাবক্ষ মানব-নয়ন-জলে—
নামিয়া আইল স্বর্গ কোশল-বসুধা-তলে !

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

অভিষেক।

লুপ্ত-জটাভার স্নাত চিত্রমাল্য-বিলেপন
মহার্হ বসনে রাম নৃপতি সাজে তখন,
জ্বলিয়া উঠিল শোভা ভুবন-নয়নারাম,
ধরার হৃদয় হরি' রামরূপে সাজে রাম।
সাজা'ল জননীগণ সীতারে বিচিত্র বাসে,
রঘুকুল-রাজলক্ষ্মী যেন মূর্ত্তিমতী হাসে!
কনকসঙ্কাশ রথে পুরীদরশনে যায়—
ভরত ধরিল রশ্মি, শত্রুঘ্ন ধরে মাথায়
পাণ্ডু রাজ-ছাতী, নিল লক্ষ্মণ চামর বামে,
দক্ষিণে রাক্ষসপতি বদ্ধপ্রাণ রহে রামে,
পশ্চাতে মারুতি তুঙ্গ সন্ধ্যা-গিরি-সম রাজে,
লুপ্ত রাজপথ ফুলে পল্লবে মুকুলে লাজে।
দুয়ারে দুয়ারে ঘট পতাকা রসাল-শাখা,
দাঁড়ায়ে কোশলবাসী—বদনে উৎসব আঁকা!
অযোধ্যা অযুত করে রাজারে প্রণাম করে,
হেরে পুরবাসী রামে অযুত নয়ন ভ'রে!
আইল বশিষ্ঠ তবে প্রদীপ্ত-অনল-কায়,
দেবসম ঋষি কত সুমধুর শ্রুতি গায়।
আনে শুভ বারি কপি কনক-কলসী ভরি',
বসে মণিময় পীঠে রাম সীতাকর ধরি'।
বশিষ্ঠ ঢালে সে বারি সুরভি কমলমালে,
ইন্দ্রশিরে বসুধারা যেন দেব-ঋষি ঢালে!

মনু যে কিরীট-ভূষা ধরিল আপন শিরে,
রঘুর মহিমা যার মাণিকে মাণিকে ঘিরে,
ধরে সে মুকুট রাম ধরার হৃদয় ভাতি',
বসে রত্ন-সিংহাসনে—ত্রিলোক দেখে সে কাঁতি!
শত্রুঘ্ন পাণ্ডুর ছাতী চাঁদসম ধরে শিরে,
বানর-রাক্ষস-পতি চামর ঢুলায় ধীরে,
বামে মূর্ত্তিমতী কান্তি—জানকী মধুর হাসে,
লক্ষ্মণ ভরত রহে নিশ্চল দাঁড়ায়ে পাশে,
সম্মুখে পবন-সুত বিরাজে গিরিসমান,
রামরূপ হৃদে জাগে, রামনাম করে গান।
প্রসন্ন আকাশ-তল, দেবের দুন্দুভি বাজে,
বরষি' মন্দারমালা অমরী কিন্নরী নাচে।
বিতরে রতন মণি রাঘব প্রণত জনে—
লভি' রামরাজা ধরা আপনারে ধন্য গণে!

জানকী খুলিয়া করে কণ্ঠভূষা মুক্তাহার
চাহে মারুতির পানে, পতি-মুখে বার বার।
কহে রঘুনাথ,—"সীতে, তোমার করুণা যা'য়,
দাও মুক্তাহার তারে—যশের শুভ্র মালায়!"
জানকী করিল দান, মারুতি ধরিল শিরে
মায়ের আশিস যেন—আর্দ্র কপি নেত্রনীরে!
চন্দ্র-কর-রেখা যেন তুঙ্গ গিরিশিরে জ্বলে—
লুটিয়া পড়িল কপি প্রণত বসুধাতলে!

উনচত্বারিংশ সর্গ।

রামরাজ্য।

ফিরে হরিগণ বনে অভিষেক-শেষে,
ফুল্ল মুখে বিভীষণ চলে নিজ দেশে।
কত অশ্বমেধ প্রভু কত যজ্ঞ করে—
কমলার দান যেন উছলিয়া পড়ে।
আইল নামিয়া স্বর্গ ধরণীর মাঝে—
ধন ধান্যে রত্নে ভরা বসুধা বিরাজে।
নিত্য ফলদায়ী তরু, শিব বায়ু বহে,
অকালমরণ আর ধরণীর নহে।
কালে বরষয়ে ইন্দ্র বরষার জল,
অজস্র প্রসবে ধরা জীবের সম্বল।
দীর্ঘ পরমায়ু—নর দেবের মতন,
নাহি আর কাঙালের পাণ্ডুর বদন।
প্রাণের সম্পদ মাখি' সকল শরীরে
আনন্দে কোশলবাসী দেবসম ফিরে।
　আপনি রহয়ে ধর্ম্ম রামরূপ ধরি',
আপনি পৌরুষ রহে রামনাম ভরি'।
কত ঋষি, কত নর গাহে রাম-নাম,
ধরা পুটপাণি পায়ে করয়ে প্রণাম।
সম্পদ্ বিজয় মিলে, প্রাণ মিলে আর—
পান কর সুধাধারা পাবনী গঙ্গার!

লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত।

উত্তরকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

ঋষি-সমাগম।

রাম বসিয়াছে শুনি' রাজ-সিংহাসনে
আইল তাপস যত রাজদরশনে।
এল বিশ্বামিত্র ঋষি অনলসমান,
আইল অগস্ত্য, ধৌম্য, অত্রি ভগবান,
গৌতম, বশিষ্ঠ, কণ্ব এল ভরদ্বাজ,
ধরিল কোশলপুরী অমরার সাজ।
মুখে দিব্য জ্যোতি ভাসে, গাহে মহাসাম,
অঙ্গে বালসূর্য্যকাঁতি নয়নাভিরাম।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা আসনে বসায়,
পুণ্য অরণ্যের যত কুশল শুধায়।
কহিছে অগস্ত্য,—"রাম, কুশল সবার—
ঘুচিয়াছে মহাভয় নিখিল ধরার,
অভয়-দক্ষিণা তুমি করিয়াছ দান,
শান্ত বনভূমি রহে ত্রিদিব সমান।
উঠে সামগান প্রভু, শৈলে শৈলে বনে,
নাহি বাধা, নাহি ভয় তোমার শাসনে ;
ধন ধান্যে পূর্ণ ধরা, আনন্দ উথলে—
প্রণত ধরণী তব রহে পদতলে।

বহু ভাগ্যবলে মোরা হেরিনু নয়নে
রাম লোকনাথ আজি রঘুসিংহাসনে।
বিজয়-মণ্ডিত শির, কীর্ত্তিভাতি ভালে
ধন্য হেরিলাম মোরা রাম লোকপালে!
মরেছে অশুভ প্রভু, রাক্ষসপ্রতাপ—
হেরিয়া তোমারে রাম, সমুদ্যতচাপ,
পশেছে ধরণী-গর্ভে দানবের বল—
ধর আশীর্ব্বাদ রাজা, মোদের সম্বল!"
বদনে মধুর হাসি নয়নাভিরাম,
ঋষির চরণে রাম করয়ে প্রণাম,
কহে পুটপাণি,—"প্রভু, ধন্য আমি আজ,
সাধিনু আশিসে তব তাপসের কাজ।
ধন্য রঘুকুল আজি, ধন্য রাজনাম—
তাপস-আশিসে আজি সিদ্ধ সর্ব্বকাম।
প্রজার রঞ্জনে রাজা নাম নিজ ধরে,
বহে ধরমের দণ্ড ধরণীর 'পরে;
ধরার মঙ্গলে যেন সর্ব্বস্ব আমার
পারি ডালি দিতে—নমি চরণে সবার!"
বাহু তুলি' আশীর্ব্বাদ করে ঋষিগণ,
পুলকিত কলেবর, সজল নয়ন।
কত বা বিচিত্র কথা কুম্ভযোনি কয়,
শুনে সভাজন স্তব্ধ, মানয়ে বিস্ময়।
ফিরে ঋষিগণ বনে রামনাম মুখে—
অযোধ্যা দিবস নিশি ভাসিল কৌতুকে।

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রমোদ-বনে।

নন্দন সমান চির-শোভাময়
বিরাজে প্রমদাবন—
সীতাকর ধরি' পশে রঘুনাথ
সহাস ইন্দুবদন।
চন্দন রসালে বকুল তমালে
গহন সুরভি রয়,
অরুণ অঙ্কুর পল্লব দোলায়ে
মন্দ গন্ধবহ বয়।
সখীসম লতা বেঁধেছে পাদপে
ললিত বাহুর ডোরে,
শির সঞ্চালিয়া করে যেন মানা
বিহ্বল মধুচোরে,
গুন্ গুন্ রবে ঢ'লে পড়ে অলি,
কোকিল কুহরি' উঠে,
ঝরঝর ঝরে ফুল-ধারা, তরু
ধরে পল্লবপুটে!
সারি সারি কোথা সেজেছে পুন্নাগ,
রুধির-পল্লব দোলে,
ধরেছে কোথায় মাধবী লতায়
রসাল আদরে কোলে।

ফুটেছে চম্পক লুকা'য়ে, বনের
হৃদয় দিয়াছে ভরি',
ফুটেছে অশোক, মূলের বেদীতে
সিঁদুর পড়িছে ঝরি'।
কোথা প্রসারিত মেঘসম দিঘি,
স্ফটিক-সোপান-পাঁতি,
মণিময় বেদী দু'পাশে, নিবিড়
সপ্তপর্ণ ধরে ছাতী।
সোপানে সোপানে রাজহংস ডাকে,
শিহরে কমল-বন,
কূলে কূলে তরু সলিল-মুকুরে
রূপ করে দরশন।
কোথা প্রসারিত বৈদূর্য্য সমান
শ্যামল শাদ্বল রয়,
বরষয়ে তরু ফুল রাশি রাশি—
নভ যেন তারাময়!
কুসুম-আসনে অশোক-বেদীতে
বসে রাম সীতাসনে,
ঝরঝর ঝরে ফুলধারা, পিক
কুহরে পঞ্চমস্বনে।
মাধবী-বিতানে বন্দী রহে বায়ু,
সৌরভ গুমরি' উঠে,
ললিত বেণুর সুরবে বনের
অযুত পুলক ফুটে।

বাজে সপ্তস্বরা সুরের হিল্লোলে
প্লাবিত করিয়া বন,
নাচে মঞ্জুকেশী অপ্সরী কিন্নরী,
অরুণ লোল নয়ন।
নূপুর-ঝঙ্কারে শিহরে বনানী—
জানকীর করে ধরি'
মধু ঢালি' প্রভু আপনি খাওয়ায়
কনক-পিয়ালা ভরি,'
শচীর অধরে যেন পুরন্দর
অমিয়-পিয়ালা ধরে,
গান গাহে যত অমিয়কণ্ঠী,
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে।
কত মধুরাতি যাইল চলিয়া,
শারদ গোধূলি কত,
কত গেল শীত, কতবা বরষা
মেঘভারে রহে নত,
সীতাসনে রাম সরযূর বনে
করয়ে নিতি বিহার,
সুখপূর্ণ ধরা গাহে অবিরাম
রামের নাম উদার!

তৃতীয় সর্গ।

সীতার অভিলাষ।

সুখের প্রবাহে ভাসি' দিন চলি' যায়,
রাম-নামে ধরণীর আপদ্ পলায়।
বিশাল কোশলভূমে আনন্দ উথলে—
ধন ধান্যে পূর্ণ ধরা জীব-কোলাহলে।
কল্যাণী ধরণী যেন রত্নরাশি ধরে—
তেমনি জানকী ধরে তনয় উদরে।
আশা ফলবতী যেন, হেরিয়া সীতায়
ধরেনা আনন্দ আর রামের হিয়ায়।
কহে প্রিয়াকর ধরি',—"যে সাধ যখন,
কহিও জানকী, আমি করিব পূরণ।
বল কি বাসনা প্রিয়ে? কিবা চাহে প্রাণ?"
কহিছে জানকী প্রীতি-প্রফুল্ল বয়ান,
ব্যাকুল নয়ান মেলি',—"জাহ্নবীর কূলে
বড় সাধ—র'ব প্রভু, তপোবনমূলে;
নমিব তাপসীগণে, তাপসের পায়—
গঙ্গার পুলিনে প্রভু, গান যা'রা গায়।
এক রাতি রহি যদি, ধন্য হ'বে প্রাণ,
শুনিব ঋষির বাণী অমৃত সমান।"
"তাই হোক্—কালি যেও পুণ্য তপোবনে,
কল্যাণী, কল্যাণরাশি হেরিও নয়নে।
স্নান করি' গঙ্গাজলে গঙ্গাকূলে থেকো,
তপোবন-পুণ্যরেণু অঙ্গে তুমি মেখো।"

শুনি' প্রিয়বাণী সতী মুদিত নয়ন
পতিকোলে মাথা রাখি' করিল শয়ন।
বহে মন্দ মন্দ বায়ু মুক্ত বাতায়নে,
ললাটে সন্ধ্যার আলো, মুদিত বদনে
উড়িছে অলকদাম—রাম চে'য়ে রয়,
অস্ফুট ধরণী যেন রহে স্বপ্নময়!

চতুর্থ সর্গ।

অপবাদ।

মিত্রগণ মাঝে রাম করয়ে বিরাজ,
রজনী-রঞ্জন যেন তারাগণ মাঝ।
কত হাস পরিহাস, কত কথা হয়,
সহসা কথার মাঝে রঘুনাথ কয়,—
"কহ ভদ্র, কিবা কহে পুরবাসী জন?
উঠে জনপদে কথা কি আছে এমন?
কি কহে কোশলবাসী চরিতে আমার?
কি কহে লক্ষ্মণে তা'রা? চরিতে সীতার
কিবা শুভাশুভ বাণী উঠে রাজ্যময়—
কহ বিবরিয়া ভদ্র, মোরে সমুদয়।"
কহে করপুটে ভদ্র,—"শুভবাণী কত
শুনি জনপদে বনে অমৃতের মত।
গাহে তব নাম প্রভু, রাক্ষস-বিজয়—
গৃহে গৃহে রামনাম শুনি মধুময়।

চত্বরে আপণে পথে বনে উপবনে
তব বীর্য্যগাথা প্রভু, শুনিছি শ্রবণে।
কেহ বা প্রতাপে তব মানিছে বিস্ময়,
সাগর-বন্ধন কেহ শত মুখে কয়,
কেহ তব দয়া প্রভু, চরিত উদার
স্মরিছে পুলকভরে ঢালি' অশ্রুধার!
হয়েছে ধরণীতল ত্রিদিব সমান—
রামনাম বিনা মুখে কথা নাহি আন।"
কহে রঘুনাথ,—"কেহ অশুভ কি কয়?
না রহে অশুভ কিছু মোর রাজ্যময়?
নির্ভয় আমার আগে করহ প্রকাশ
কিবা উঠে অমঙ্গল মেঘের সঙ্কাশ?"
কহে দীন মুখে ভদ্র,—"পুরবাসী জন
সীতা-অপবাদ-কথা কহে অনুক্ষণ,
রাক্ষস ধরিল অঙ্কে, হ'রে ল'য়ে যায়,
আপন প্রমোদ-বনে রাখিল সীতায়,
কেমনে বা নিল রাম সে সীতারে ঘরে?
কেমনে সে সীতা রাম অঙ্কে নিজ ধরে?
যে পথে নৃপতি চলে, প্রজা তাহে ধায়—
রাজা মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম রহে বসুধায়।
নারীর চরিত রাজা দিয়াছে ভাঙিয়া—
নারীর কলঙ্কে গেল ভুবন ভরিয়া!
হেন ঘোর বাণী প্রভু, শুনি নিশি দিন—
রহে এ অশুভ তব রাজ্য মাঝে লীন।"—

শুনি বজ্রসম বাণী, ছিন্নমর্ম্মতল
না পারে রুধিতে রাম নয়নের জল,
চাহিয়া সবার মুখে পুছে বার বার,
শুনে সে বচন, চাহে শুনিতে আবার!
বাঁধিয়া অঞ্জলি শিরে সখা যত কয়,
"হেন পুরবাসী কহে—নাহিক সংশয়।"
বিসর্জ্জি' বয়স্যগণে মলিনবদন
চিন্তার সাগরে রাম রহে নিমগন।

পঞ্চম সর্গ।

আদেশ।

ডাকি' দৌবারিকে রাম কহিছে তখন,
"আন শীঘ্রগতি হেথা কুমার লক্ষ্মণ,
ভরতে আনহ ত্বরা, শত্রুঘ্ন কুমারে—"
চলে বায়ুগতি দ্বারী প্রণমি' রাজারে।
ফিরে কম্পমান বুকে, করপুটে কয়,—
"এসেছে কুমারগণ, দ্বারদেশে রয়!"
অধোমুখে দীন মনে কহিছে নৃপতি,—
"আন প্রাণসম ভ্রাতা—আন শীঘ্রগতি।"
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন সনে ভরত কুমার
হেরিল বিশুষ্ক দীন বদন রাজার—
সন্ধ্যার তপন যেন, চাঁদ রাহু-মুখে,
হতশোভা পাণ্ডুমুখ চিন্তা মহাদুখে!

চরণে প্রণমি' তা'রা কুশল শুধায়,
বাঁধি বাহুপাশে রাজা অশ্রু বরষায় ;
বসা'য়ে আসনে প্রভু কহিছে তখন,
"তোমরা আমার বুদ্ধি সম্পদ্ জীবন—
কর অবধান সবে, করহ বিচার—"
চকিত চাহিছে তা'রা বদনে রাজার।
কহে শুষ্ক মুখে প্রভু,—"উঠে রাজ্যময়
সীতা-অপবাদ-কথা! বিদীর্ণ হৃদয়—
ছিন্ন মোর মর্ম্মের বন্ধন! সবিতার
সদা শুদ্ধ কুলে পড়িল কলঙ্কভার!
লক্ষ্মণ, সকলি জান দণ্ডকের বনে
রাবণ হরিল সীতা, মহাঘোর রণে
বধিয়া রাবণে সীতা পাইনু যখন,
তেয়াগিনু আমি তারে—দেখিল ভুবন।
পশিল অনলে সীতা, শুদ্ধি আপনার
দেখাল নিখিল জনে। চন্দ্র সূর্য্য তার
কহিল বিশুদ্ধি-রাশি ; আকাশ-গোচর
সর্ব্বত্রবিহারী বায়ু, দেব বৈশ্বানর
অপাপা সীতারে মোর করে দিল আনি'—
ধরিনু তাই ত পুনঃ জানকীর পাণি।
অন্তরাত্মা জানে মোর, শুদ্ধ যশস্বিনী
সীতা পুণ্যময়ী, সে তো ধরার নন্দিনী
ধরাসম সহিয়াছে! দৈব বলবান্—
হেন জানকীর হেন কলঙ্ক মহান্!

হায় রে ! কীর্ত্তির মালা পড়িল খসিয়া,
গরাসিল অন্ধ শোক ! ভুবন ভরিয়া
রহিল অকীর্ত্তি মোর ! বৃথা বীরনাম !
মলিন ইক্ষ্বাকু-কুল শুভ্র-যশোধাম !
লক্ষ্মণ, অকীর্ত্তি যার ধরামাঝে গায়,
কি কাজ জীবনে তার ? পারি আপনায়,
ভরতে তোমারে ভাই, ত্যজিবারে আমি
কীর্ত্তির লাগিয়া ! রঘু-কুল-অনুগামী
চলিলাম মহাপথে—সীতারে ত্যজিব,
দিয়া আত্মবলি আমি ধরণী তুষিব !
"লক্ষ্মণ, প্রভাতে কালি গঙ্গাপরপারে
তমসার পুণ্যকূলে আশ্রম-মাঝারে
বাল্মীকির পদপ্রান্তে সীতারে রাখিয়া
এস শূন্য রথ ল'য়ে পুরীতে ফিরিয়া !
না কহ, না কহ কথা, না কর বিচার—
অটল হিমাদ্রিসম প্রতিজ্ঞা আমার।
বৃথা নয়নের জল, বৃথা অনুনয়—
গলে না নয়নজলে দৈবের হৃদয় !
বলি দিয়া আপনায়, আমার শাসনে
যাও সীতা ল'য়ে বীর, তমসার বনে।
আজি কহিয়াছে সীতা, 'গঙ্গা নেহারিব,
জাহ্নবীর পুণ্য বনে রজনী যাপিব,'
তাই হোক—পূর্ণ হোক বিধি বিধাতার—
যাও সীতা ল'য়ে বীর, শাসনে রাজার !"

উথলে অশ্রুর রাশি আবরি' নয়ন,
নিশ্বাস ছাড়িল রাম মাতঙ্গ যেমন,
শোক-কলুষিত মুখে ল'য়ে ভ্রাতৃগণে
পশে গৃহমাঝে প্রভু মন্থর গমনে।

ষষ্ঠ সর্গ।

গঙ্গাকূলে।

প্রভাতে বিশুষ্ক মুখে লক্ষ্মণ তখন
কহিছে সুমন্ত্রে,—"আন রাজার স্যন্দন,
বায়ুগতি তুরঙ্গম আনহ সত্বর,
আসন পাতহ স্যূত, স্নিগ্ধ সুখকর,
জাহ্নবীর পরপারে পুণ্য তপোবনে
চলিবে জানকী আজি ঋষি দরশনে।"
　　সুমন্ত্র আনিল রথ শুভদরশন,
পশিয়া পুরীর মাঝে লক্ষ্মণ তখন
কহিছে সীতার আগে,—"উঠ মাগো, সাজি'-
গঙ্গাকূলে পুণ্যবনে চল তুমি আজি।
মাগিয়াছ পতিপাশে কালি তুমি বর,
পূরাতে বাসনা মোরে কহে নরেশ্বর।"
শুনি' প্রিয়বাণী সীতা উঠে ফুল্ল মুখে,
ব্যাকুল নয়ানে চাহে অধীর কৌতুকে,
নিল কত আভরণ রতন কাঞ্চন,
কহে, 'দিব তাপসীরে—পূজিব চরণ।'

বসে বায়ুগামী রথে, মুহূর্ত্তে এড়ায়
কত জনপদ, সতী পতিরে ধেয়ায়।
কহিছে লক্ষ্মণে সীতা,—"না জানি এমন
কেন কেঁপে ওঠে বুক, নাচে গো নয়ন!
সহসা পৃথিবী কেন শূন্য মনে হয়?
লক্ষ্মণ, প্রভু সে মোর কুশলে তো রয়?"
বলিতে বলিতে সতী অধীর হিয়ায়
গলবস্ত্রে কোটি কোটি নমে দেবতায়,
পতির কুশল মাগে, মঙ্গল সবার!
লক্ষ্মণ লুকায়ে বুকে বেদনার ভার
কহিল আশ্বাসবাণী। গোমতীর তীরে
যাপিয়া রজনী সীতা আশ্রম-কুটীরে
প্রভাতে জাহ্নবী স্মরি' চলে কুতূহলে,
মধ্যাহ্নে গঙ্গার কূলে বসে তরুতলে।
হেরিয়া গঙ্গার বারি সহসা লক্ষ্মণ
মুক্তকণ্ঠে উঠে কাঁদি'—মানেনা বারণ!
চকিত জানকী কহে,—"হেরিনু গঙ্গার
সন্তাপ-বিনাশি বারি, ফলিল আমার
চির আশা আজি! কেন এ বিষাদরাশি
এমন আনন্দ মাঝে আইল গরাসি'?
সদা রামপাশে রহ ছায়ার মতন,
দু'দিন বিরহে তাঁর কাতর এমন?
আমারো তো প্রভু রাম প্রাণের পরাণ,
লক্ষ্মণ, কাঁদি না আমি তোমার সমান!

উঠ, আঁখিজল মুছ, চল গঙ্গাপার,
ল'য়ে চল পুণ্য বনে—স্বরগ আমার !
র'ব এক রাতি শুধু, মুনি-পত্নীগণে
দিব বস্ত্র আভরণ, নমিব চরণে ;
প্রভাতে ফিরিব পুরী—কমলনয়ন
রামে হেরিবারে শুধু পাছে ছুটে মন !"

সপ্তম সর্গ।

বিসর্জ্জন।

নিষাদ আনিল তরী সাজায়ে তখন,
বসায়ে সীতারে আগে উঠিল লক্ষ্মণ ;
রথ ল'য়ে গঙ্গাকূলে সুমন্ত্র রহিল,
তরঙ্গে তরঙ্গে তরী নাচিয়া ছুটিল।
জাহ্নবীর পরপারে বনান্তের ছায়
বিষাদ-কালিমা মুখে লক্ষ্মণ দাঁড়ায়,
না পারে বলিতে কথা, নেত্রে ধারা বহে,
অঞ্জলি বাঁধিয়া শিরে গদগদ কহে,—
"দেবী, ক্ষমা কর মোরে—নির্ম্মম পাষাণ
এসেছি তোমারে লয়ে দানব সমান !
হ'ল না মরণ মোর, পড়েনাক শিরে
আকাশ ভাঙিয়া মাগো, ধরা নাহি চিরে !
নির্ম্মম ক্ষত্রিয়ব্রত ধরিয়া মাথায়
এসেছি পাষাণ আমি তেয়াগি' মায়ায় !

ক্ষম অপরাধ—তুমি ধরার নন্দিনী—”
না পারে কহিতে, ছুটে অশ্রু-নির্ঝরিণী !
বিহ্বল কদলীসম—পাণ্ডুর বদনে
কহিছে জানকী,—“বড় ভয় উঠে মনে,
লক্ষ্মণ, কি তুমি কহ বুঝিতে না পারি—
রহে তো কুশলে প্রভু ?” ঢালি’ নেত্রবারি
অধোমুখে কহে বীর,—“উঠেছে তোমার
ঘোর অপবাদ দেবী, রাজ্যের মাঝার !
ছিলে রক্ষোগৃহে মাগো, পুরবাসী তাই
তোমার কলঙ্ককথা রটিছে সদাই !
মা, তুমি নির্ম্মলা দেবী ধরার নন্দিনী—
দৈব আনিয়াছে তবু কলঙ্ককাহিনী !
প্রজার প্রীতির লাগি’ কীর্ত্তির ভিখারী
তোমারে ত্যজেছে প্রভু রাজদণ্ডধারী !
কত সহিয়াছ তুমি—সহ আর বার,
সহিতে ধরার সম জনম তোমার !
“তমসা মিলেছে হেথা জাহ্নবীর সনে,
তমসার কূলে কূলে স্বর্গসম বনে
রহে মা, তাপস কত। পিতার আমার
প্রাণসম সখা, হেথা বাল্মীকি উদার
তমসার কূলে করে বাস। পদ-ছায়
রহি’ তাঁর, নিত্য স্মর পতি-দেবতায়।
রাজার আদেশ তুমি শির পাতি’ লও,
আপন পুণ্যের মাঝে আপনি গো রও !”

শুনি' বজ্রসম বাণী জানকী তখন
গঙ্গার বালুকামাঝে পড়ে অচেতন,
মুহূর্ত্তে চেতনা লভি' ব্যাকুল নয়নে
দীন-পাণ্ডুমুখী তবে কহিছে লক্ষ্মণে,—
"দুঃখের লাগিয়া বিধি গড়েছে আমায়,
লক্ষ্মণ, করুণা নাহি দৈবের হিয়ায় !
কি পাপ করেছি আমি কোন্ বা জনমে
বাজিল গো শেল তাই আজি এ মরমে ?
কার বা নিয়াছি প্রিয়া, দিয়াছি ছিঁড়িয়া
প্রাণের বন্ধন—দৈব আইল রুষিয়া ?
"লক্ষ্মণ, কেমনে আমি হেরিব নয়নে
বনের সে শোভা যত, ফিরি' বনে বনে
নাথসনে দিবানিশি দেখিয়াছি যায় ?
নাথ বিনা কোন্ প্রাণে হেরিব তাহায় !
সয়েছি রাক্ষসপুরে দীর্ঘ কারাবাস—
নাথের চরণ পাব ছিল মোর আশ,
কি আশা বহিব আর ! কেমনে সহিব !
শুধাবে তাপস যবে কি কথা কহিব ?
ত্যজিব গঙ্গার জলে আজি এ জীবন—
না পারি মরিতে—আমি অভাগী এমন !
লক্ষ্মণ, উদরে মোর রাজার সন্তান,
হ'বে বংশহীন—আমি না ত্যজিব প্রাণ !
"তাই হোক্—যত দুঃখ শির পাতি' ল'ব,
পতির চরণ স্মরি' তপোবনে র'ব,

আপন পুণ্যের মাঝে রহিব আপনি,
লক্ষ্মণ, যাও রে ফিরি' যথা নরমণি।
কহিও প্রণাম মোর শাশুড়ীর পায়,
বলো, যেন মা আমার ভুলে না সীতায়।
কহিও রাজার পায়ে প্রণাম আমার,
বলো, 'জান তুমি নাথ, হৃদয় সীতার!
অপবাদভয়ে যদি ত্যজিয়াছ তা'য়,
পতি যে নারীর গতি—দাসী র'বে পায়!
কিবা কাজ সিংহাসনে রাজার মন্দিরে—
পূজিবে চরণ সীতা বনের কুটীরে!
তাই হোক্—রাজধর্ম্ম কীর্ত্তি তুমি পাও,
চরিত-মহিমা প্রভু, জগতে শুনাও!'
আমার কি আছে আর! পতির চরণ
বনের কুটীরে আমি পূজিব, লক্ষ্মণ!"
বলিতে বলিতে ভাসি' নয়নের জলে
বিষাদ-পাণ্ডুর-মুখী বসে ধরাতলে;
লক্ষ্মণ প্রণমি' পায়ে, যেন অচেতন
পুতলীর মত, করে তরী আরোহণ!
অনাথা গঙ্গার পারে লুঠে বার বার,
লক্ষ্মণ দেখিতে নারে, নেত্রে অশ্রুভার!
বনান্তে তরুর শাখে ফুকারে ময়ূর—
কাঁদে উচ্চনাদে সীতা বিয়োগ-বিধুর!

অষ্টম সর্গ।

নির্ব্বাসিতা।

করুণ রোদন শুনি' জাহ্নবীর তীরে
ধায় মুনিসুত যত আশ্রম-কুটীরে
বাল্মীকির পদপ্রান্তে ; প্রণমি' তখন
কহে তা'রা,—"এস প্রভু, কর দরশন—
গঙ্গাকূলে রহে কোন্ দেবের রমণী,
রূপের প্রভাতে তাঁর উজলে ধরণী !
মানুষ কখনো নয়—গোলোক ত্যজিয়া
এসেছে কমলা বুঝি ! পড়িছে গলিয়া
যেন জাহ্নবীর ধারা দু'টি নেত্রে তাঁর !
কাঁদিছে অভাগী, উঠে হৃদয়ে গঙ্গার
অধীর উচ্ছ্বাস প্রভু, কাঁদে পুণ্যবন—
মাগিছে বিষাদময়ী তোমারি শরণ।"
　উঠে তপোধন, হেরে হৃদয়ের তলে
তপোময় আঁখি মেলি', দ্রুতপদে চলে
তমসার কূলে কূলে, জানকী যেথায়
গঙ্গার সঙ্গমে বসি' কাঁদে উভরায়।
　হেরিয়া সীতারে ঋষি স্নেহমাখা স্বরে
কহে ধীরে ধীরে, যেন দগ্ধ মহী'পরে
ঝরিল শিশিরধারা,—"মুছ আঁখিজল,
উঠ সতী, তপোবলে জানিনু সকল।
অদূরে আশ্রম সীতে, তমসার কূলে,
এস—আমি পিতা তব, রহিবে মা, ভুলে

তাপসের স্নেহে! তনয়ার মত তোরে
বাঁধিবে তাপসী যত হৃদয়ের ডোরে।
জানি আমি গঙ্গাসম চরিত তোমার—
পবিত্র হ'বে মা, আজি আশ্রম আমার!
জনকের ঘরে যাবি—কেন গো রোদন?
সাজেনা তোমারে দেবী, বিষাদ এমন!"
প্রণমি' চরণ-তলে, মুছি' অশ্রুভার
দেখিল জানকী, যেন মূর্ত্তি করুণার
সম্মুখে দাঁড়ায়ে! অপূর্ব্ব আলোক ভাসে
বদনে নয়নে, শান্ত জ্যোতি পরকাশে
প্রদীপ্ত ললাটে! যেন কতকাল পরে
পাইল জনকে সীতা, আপনারি ঘরে
পিতার পশ্চাতে কন্যা মন্দ মন্দ চলে
তমসার কূলে কূলে শান্ত বনতলে।
লুকায়ে ছায়ার কোলে মায়ের মতন
স্নিগ্ধ বনভূমি দিল মুছায়ে নয়ন!
আইল তাপসী যত, মুখে স্নেহভার—
তনয়া পাইল কোল যেন বা মাতার!

নবম সর্গ।

প্রত্যাগত লক্ষ্মণ।

হেথায় লক্ষ্মণ ফিরে মলিন বদনে,
নাহিক চেতনা যেন—পশে শূন্য মনে

রাজার ভবন মাঝে, রাম-পদ-তলে
পড়ে পুটপাণি ভাসি' নয়নের জলে !
"রাখিয়া আইনু প্রভু, জাহ্নবীর তীরে
তোমার সীতারে আমি, বহিয়াছি শিরে
তুমি যে দিয়াছ ভার—পূর্ণ বিধাতার
কঠোর নিয়তি ! দৈব—নাহি হৃদি তার,
অলঙ্ঘ্য সদাই, তুমি তো বলেছ মোরে,
হারায়েছ আপনায় অন্ধ শোক ঘোরে !
উঠ নরনাথ, উঠ, সাজেনা তোমায়
হেন মলিনতা ! বিয়োগ মরণ যায়
ছায়ার মতন ফিরে, কোথা প্রভু, রহে
সুখ সে ধরায় ? কালনদী সদা বহে—
সকলি ভাসায়ে লয় অগাধ সাগরে,
কূলে অন্ধ জীব কাঁদে, বৃথা আঁখি ঝরে !
কাল-পরপারে প্রভু, তোমার আসন,
চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গে নড়ে কি কখন
বিরাট অচল ? ত্রিলোক শাসিতে যার
রহে বীর্য্য, কিবা তুচ্ছ শোক আপনার !
"অপবাদ-ভয়ে যদি ত্যজিয়া সীতায়
রহ প্রভু, শোক-অন্ধ, কহিবে প্রজায়—
সীতার সে স্মৃতি রাজা বহিছে সদাই,
কেন বৃথা বিসর্জ্জন ! কহি আমি তাই
ত্যজ মলিনতা প্রভু, জাগ' আপনায়,
ত্যজি' সুখ দুঃখ চল ধ্রুব সে পন্থায় !"

শুনি' সে উদার বাণী রাঘব তখন
কহিছে প্রসন্ন মুখে,—"পাইনু লক্ষ্মণ,
তোমার বচনে শান্তি, নিবৃত্তি গভীর—
জুড়াল সকল জ্বালা দগ্ধ এ হৃদির !
শোক-ম্রিয়মাণ আমি ছিনু চারি দিন—
সীতার স্মৃতির মাঝে হৃদি ছিল লীন,
করিনি' রাজার কাজ, বহিনি' মাথায়
ধরণীর ভার, ছিনু রুদ্ধ আপনায় !
দহিছে মরম তাই—চল রে লক্ষ্মণ,
ধরণীর ভাব শিরে করিয়া ধারণ
ভুলিব সীতার শোক ! কহ মন্ত্রিদলে—
এখনি পশিব আমি রাজসভাতলে !"

দশম সর্গ।

অশ্বমেধ।

অন্তরে সীতার শোক-বহ্নি জ্বলে,
ধরণীর বহে ভার--
দিবানিশি প্রভু সাধিছে কল্যাণ
ভাগ্যবতী বসুধার।
রামনামে গেছে অশুভ পলায়ে,
অকাল-মরণ-ভয়,
ন্যায়দণ্ড হেরি' রাম-করে, ধরা
চরণে প্রণত রয়।

রাক্ষস-প্রতাপ　　ধরা-বক্ষে আর
অনলসম না জ্বলে—
আতঙ্ক-হরণ　　নিয়াছে শরণ
ধরণী চরণতলে।

যমুনার পারে　　রহে মধুপুরী,
রাক্ষস লবণ তায়
পীড়য়ে ধরণী,　　ঋষির বচনে
শত্রুঘ্নে প্রভু পাঠায়,
বধি' নিশাচরে　　রচে মহাপুরী
শত্রুঘ্ন যমুনাপার—
দিকে দিকে ছুটে　　প্রভুর প্রতাপ,
ঘুচিল আতঙ্কভার!

কতকাল গত—　　ভরত শত্রুঘ্নে
ডাকে রাজা নিজ পাশ
কহে, "রাজসূয়　　সাধিব যজ্ঞ,
করিয়াছি অভিলাষ;
কর আয়োজন　　বশিষ্ঠ ঋষির
আদেশ ধরিয়া শিরে,
যজ্ঞভূমি ত্বরা　　কর নিরমাণ
নৈমিষে গোমতী-তীরে।"

কহিছে ভরত　　পুটপাণি,—"প্রভু,
ধরণী চরণে রয়,
তোমার কীর্ত্তির　　চাঁদ উঠিয়াছে—
ভুবন আনন্দময়!

কেন রাজসূয় হ'ল অভিলাষ ?
অনল জ্বলিবে তায়—
বশীভূত ধরা, পীড়ন তাহার
আর নাহি শোভা পায়।"
কহিছে লক্ষ্মণ, "পাপ বিনাশন,
মহাব্রত, মহাফল
অশ্বমেধ প্রভু, করহ সাধন—
ধন্য হোক্ ধরাতল।"
প্রসন্নবদন কহে রঘুনাথ,
"বশিষ্ঠে আনহ ত্বরা,
কহ ঋষিগণে এ শুভ বারতা—
মাতিয়া উঠুক ধরা।
পাঠাও লক্ষ্মণ, বায়ুগামী দূত,
বিভীষণে সমাচার
কহিও, সুগ্রীব আসে যেন ল'য়ে
বানর-সেনা তাহার।
পাঠাও মিথিলা কেকয়-নগরে—
ধরার নৃপতিগণে
কর নিমন্ত্রণ, হ'ক যজ্ঞভূমি
নৈমিষে গোমতী-বনে।
কনক-প্রতিমা আনরে সীতার
যজ্ঞের দীক্ষার লাগি',
স্বর্ণসীতা ল'য়ে যাও রে ভরত,
লক্ষ্মণ, হও রে সাথী।"

দিকে দিকে ছুটে　　বায়ুগামী দূত
বহিয়া আনন্দ-ভার—
নগরে নগরে　　বনে বনে ঘোষে
অমৃতবাণী রাজার।
সারি সারি সারি　　অযুত বিপণি
নট নটী কত চলে,
ভরে রাজপথ　　উৎসব-মণ্ডিত
অযুত মানব-দলে
কল্লোলে ভরিল　　গোমতীর বন
উদ্বেল সিন্ধুর প্রায়,
চলে রঘুনাথ,　　আগে পুরোহিত
বশিষ্ঠ প্রদীপ্তকায়।
আসে রাজা যত　　নিখিল ধরার,
রাশি রাশি উপহার
ঢালে রামপদে ;　　আসে ঋষি কত
সঙ্গীত গাহি' উদার।
মুক্ত রাজকোষ,　　কোটি করে রাজা
দিবানিশি করে দান ;
নাহি দরিদ্রতা　　ধরাপৃষ্ঠে আর,
আনন্দে উথলে প্রাণ।

একাদশ সর্গ।

তপোবনে।

শান্ত তপোবনে সীতা শান্তি হেথা পায়,
ঢালে মরমের জ্বালা কানন-ছায়ায়!
তমসা সখীর মত কহে নিশি দিন
উদার আশ্বাস-বাণী, বদন মলিন
তাপসী স্নেহার্দ্র করে আঁচলে মুছায়—
মন্দ বনবায়ু অঙ্গে চন্দন মাখায়!
তমসার কূলে রচে পূজার অঞ্জলি,
জপে রামনাম সীতা, স্তব্ধ বনস্থলী
মুখপানে চায়। কভু বা পল্লবদল
ধরে মৃগশিশুমুখে, করে টলমল
নয়নে মায়ের অশ্রু! কভু শুনে বসি'
সুগভীর শ্রুতিগান, পত্র পড়ে খসি',
শিহরে বনান্তভূমি, করুণাধারায়
তমসা গলিয়া পড়ে, বন ভেসে যায়!
পাইল নন্দন কোলে জানকী যখন—
দ্বিতীয়ার চাঁদ যেন যুগল রতন—
উথলি' উঠিল বুকে স্নেহমন্দাকিনী,
সুন্দর হইল ধরা, আবার দুখিনী
রচে ইন্দ্রজাল! দিনে দিনে চাঁদসম
বাড়িল তাপসশিশু, দোলে নিরূপম
কৃষ্ণ জটাগুচ্ছ শিরে, শান্ত মুখে ভাসে
লক্ষ্মীর কনককান্তি—তুষারে প্রকাশে

যেন বা অরুণ! রামের চরিত-গান
শিখে তা'রা দু'টি ভাই, ঋষি তুলে তান
অমর-বীণায়—তমসা উজান বয়,
উৎকর্ণ বনান্তভূমি, বেদীমূলে রয়
নিস্পন্দ হরিণ! দাঁড়ায়ে অশোকমূলে
তাপসী আপনহারা, রুক্ষ এলোচুলে
পাণ্ডুর বদন ঢাকা—ধারা জাহ্নবীর
পান করে যেন সীতা প্রবাহ শান্তির!
বিষাদ-পাষাণ যত করুণাধারায়
ভেসে গেল জানকীর, দিন চ'লে যায়
পূজা-আয়োজনে আর ব্রতের সাধনে—
শান্তির অমল ভাতি ফুটিল বদনে!
জননীর মত সীতা পালে স্নেহদানে
বনের নিখিল জীবে, আপন পরাণে
নিখিল জীবের প্রাণ স্নেহাতুরা পায়—
জাহ্নবীর মত মাতা আপনা' বিলায়
পরের মঙ্গলে! ভুলে ব্যথা আপনার—
বহে নিখিলের ব্যথা নন্দিনী ধরার!

দ্বাদশ সর্গ।

বাল্মীকি ও কুশীলব।

আইল বাল্মীকি তবে যজ্ঞ দরশনে,
রহে নিরজন প্রান্তে কুশীলব সনে

শুভ পর্ণশালামাঝে। আদেশে রাজার
আসে ফল মূল কত পূজার সম্ভার
শকট ভরিয়া। করুণা-প্লাবিত মুখে
কহে কুশীলবে ঋষি,—"রামায়ণ সুখে
গান ক'রো কালি। স্বাদু বনফল যত,
অচল-শিখরে জাত অমৃতের মত
ক'রো আস্বাদন—নাহি র'বে শ্রম আর,
গাহিও কিন্নরকণ্ঠে সঙ্গীত উদার।
পুণ্য ঋষিবাটমূলে ব্রাহ্মণভবনে,
রহে নৃপগণ যেথা—চত্বরে অঙ্গনে
রাজার ভবনদ্বারে আনন্দে মগন
রাজপথে শিশুকণ্ঠে গে'য়ো রামায়ণ।
যেও যজ্ঞভূমিমাঝে, ঋত্বিক-সম্মুখে
বনের এ গাথা মোর গান ক'রো সুখে—
ভবনে ভবনে যেও দুয়ারে দুয়ারে,
প্লাবিও নিখিল ভূমি করুণার ধারে
"ডাকে যদি রাজা, চাহে শুনিবারে গান,
এ মোর বীণাতে তুলি' নব নব তান
গাহিও সভার মাঝে গাথা করুণার—
রাজা সর্ব্বভূত-পিতা, পালিও রাজার
দেবাদেশসম বাণী। যদি বা শুধায়
জনকের নাম বংস, বলিও রাজায়—
বাল্মীকির শিষ্য মোরা। স্বর্ণরাশি দিবে—
কি কাজ সুবর্ণে বনে? ধন নাহি নিবে।

ধর এ অপূর্ব্ব বীণা, মাজি' নিও তার,
মূরছি' মূরছি' তাহে তুলিও ঝঙ্কার
গুণ্‌গুণ্‌ মৃদু মৃদু। উঠিবে জাগিয়া
বনের সঙ্গীত যত, আনিবে বহিয়া
শৈল সাগরের কথা, প্রভাত সন্ধ্যার
কত বা অপূর্ব্ব ভাতি! কত বা গঙ্গার
করুণার ধারা! ফুটায়ে মানবপ্রাণ
ছড়ায়ে মন্দারগন্ধ, বনের এ গান
গে'য়ো নাচি' নাচি'! ধরণী সহস্র করে
দিবে স্বর্ণরাশি ঢালি' চরণের'পরে—
দেখোনাক চাহি'! বদনে অমর ভাতি—
মূরছি' মূরছি' বীণা উঠো মাতি' মাতি'
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে! সিন্ধুর গভীর তান
তুলিও জলদমন্দ্রে, মানব-পরাণ
ধরে যেন যুগে যুগে প্রতিধ্বনি তার।
গে'য়ো রামকথা বৎস, পাবনী গঙ্গার
ঢালিও অমৃতধারা!" এত কহি' ঋষি
রহে মৌন, এল নামি' জ্যোৎস্নাময়ী নিশি—
বিশাল যজ্ঞের ভূমে চন্দন ছিটায়,
রচিল স্বপনপুরী পাষাণধরায়!

ত্রয়োদশ সর্গ।

রামায়ণগান।

প্রভাত হইল রাতি, গোমতীর জলে
স্নান করি' কুশীলব দেবসম চলে,
অনলে আহুতি ঢালে, মহাসাম গায়,
বাঁধে জটাজূট, অঙ্গে চন্দন সাজায়,
চরণে নূপুর নাচে, মাজে বীণাতার,
গুণ্‌গুণ্‌ গাহে গান তুলিয়া ঝঙ্কার।
চলে রাজপথে তা'রা নাচিয়া নাচিয়া—
শান্ত কলরব, রহে চরণে পড়িয়া
মন্ত্রমুগ্ধ ধরা! স্তব্ধ জনতার রেখা—
দেখে দেবমূর্ত্তি, ভালে অরুণের লেখা
করে ঝলমল! শিরে দোলে জটাভার—
ঝঙ্কারি' ঝঙ্কারি' বীণা হয় আগুসার
নাচিয়া নাচিয়া। শুনি' সে উদাব তান
ডাকে রঘুনাথ পাশে শুনিবারে গান
কর্ম্ম-অবসানে। বসে নরপাল যত,
অগণিত শ্রুতিধর, দ্বিজ শত শত।
কত বা পুরাণবিদ্ বসে শুক্লকেশ—
কেহ শব্দ, কেহ ছন্দ, সঙ্গীত অশেষ
সাধিয়াছে যুগ ধরি'। কুশাগ্রসমান
বুদ্ধি কার, রবিসম প্রকাশিত জ্ঞান।
কেহ হেতুবাদ রচে বৃহস্পতি প্রায়,
সৃষ্টির রহস্য নখ-দর্পণে দেখায়।

বদনে অতুল ভাতি, গাহে মহাগান,
বসিল বৈদিক ঋষি অনলসমান।
　পশিল তাপসশিশু নাচিয়া নাচিয়া
ঝঙ্কারি' অপূর্ব্ব বীণা, পড়িল গলিয়া
ধারা জাহ্নবীর! শ্রোত্রপুটে ধরে তান,
অযুত নয়ন মেলি' করে যেন পান
বিশাল জনতা! কভু মন্দ মন্দ বয়
সঙ্গীত-তটিনী, কভু বা আবর্ত্তময়—
উচ্ছ্বসিত, বিপ্লাবিত কূল! কভু বহে
মলয়ের মত, গোপন-কাহিনী কহে
কানে কানে কানন-ভূমির, কভু ছুটে
সিন্ধু-বুকে, কোটি শঙ্খে ফুকারিয়া উঠে,
আস্ফোটি' অচলমূলে বেদনা জানায়,
অযুত নয়নে কভু নির্ঝর বহায়!
কত ইন্দ্রজাল রচে—নয়ন-সম্মুখে
নীল শৈলমালা নদী ধরে সে কৌতুকে,
নূপুর-নিক্কণে ভরা বনান্ত মধুর,
আঁকে সে হরিণী, শিখী মদন-বিধুর,
কত শান্ত তপোবন, কত সামগান,
কত সোমরসগন্ধ—প্রাণ করে দান!
কত বনপথে ফিরে, হবিগন্ধ আনে—
রচে সে স্বপন কত কালের পরাণে!
　যত শুনে গান, তত শুনিবারে চায়
স্পন্দহীন মহাসভা, দিন চলি' যায়!

"না যদি রহিত জটা—হেন মনে লয়,
কিশোর সে রাম আজি হ'ল কি উদয়!
রাম-প্রতিবিম্ব যেন উঠেছে ফুটিয়া—"
কহে সর্ব্ব লোক, রহে বদনে চাহিয়া।
প্রফুল্ল বদনে রাম কহিছে তখন,—
"কোন্ বনে কর বাস? কাহার নন্দন?
কেবা তব গুরু? হেন সঙ্গীত উদার
গাহে কোন্ মহাকবি?" তাপসকুমার
কহিছে হাসিয়া, "রাজা, তমসার কূলে
আমরা শিখেছি গান বনতরু-মূলে,
বাল্মীকি মোদের গুরু। বনের ছায়ায়
তোমার চরিত রাজা, অমিয়গাথায়
গাহিয়াছে ঋষি। হ'লে প্রভু, অবসর
আবার গাহিব গান, মোরা নিরন্তর
গুরুপদে রই।" পুলক-প্রফুল্ল মুখে
ব্যাকুল কহিছে রাজা লক্ষ্মণে সম্মুখে,—
"দাও, দাও স্বর্ণরাশি—যত চাহে ধন,"
লক্ষ্মণ সম্মুখে ঢালে প্রচুর কাঞ্চন।
হেরিয়া সুবর্ণরাশি কহে কুশীলব
বিস্ময়-প্রফুল্ল মুখে,—"কেন বা এ সব!
মোরা বনবাসী রাজা, ফলমূল খাই,
কি কাজ সুবর্ণে বনে? স্বর্ণ নাহি চাই।
মোদের সম্পদ্ রহে আনন্দ প্রাণের,
কবির সুবর্ণ রাজা, আনন্দ গানের।"

বাহু মেলি' বুকে ধরে তাপসে নৃপতি,
ঋষির কুটীরে তা'রা চলে শীঘ্রগতি।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

সীতাশপথ।

দিনে দিনে শুনে রাজা রামায়ণগান,
জানি' কুশীলবে রাম আপন সন্তান
কহিছে সভার মাঝে ডাকি' দূতগণে,—
"যাও, যাও শীঘ্রগতি বাল্মীকি-চরণে,
জানায়ে প্রণাম মোর কহিও ঋষিবে,
সীতা যদি শুদ্ধিমতী, আসুক অচিরে
মহাসভাতলে। করুক শপথ সীতা—
দাঁড়াক সভার মাঝে চরিত-পবিতা।"
　চলে দ্রুতপদে দূত ঋষির কুটীরে,
দাঁড়ায় অঞ্জলি বাঁধি' অবনত শিরে,
জ্বলন্ত-অনল-সম তাপসে তখন
কহে ধীরে ধীরে তা'রা প্রভুর বচন।
শুনি' তপোধন কহে প্রশান্ত বদনে,—
"তাই হো'ক্, যাবে সীতা পতির চরণে
নারীর দেবতা পতি, পতির বচন
দেববাণীসম সীতা করিবে পালন।"
　ফিরে ফুল্লমুখে দূত, বারতা জানায়,
কহে রঘুনাথ তবে সম্বোধি' সভায়,—

"রহুন্ নৃপতিগণ নিখিল ধরার,
রহুন্ তাপস যত, শপথ সীতার
কালি মহাসভাতলে জগৎ শুনিবে,
বিশ্বের সম্মুখে সীতা আপনি ধরিবে
চরিত আপন !" সাধু সাধু মহারবে
নিল সে উদার বাণী সভাজন সবে।

প্রভাত হইল রাতি, কোটি কোটি নর
চলে মহাসভাতলে—কত শ্রুতিধর,
কত দীর্ঘতপা ঋষি অনলসমান,
কত উগ্র-ব্রত-ধারী চলে লম্বমান
আর্দ্র জটাভারে সাজি'। নিখিল ধরার
মিলিল নৃপতিগণ, বদনে সবার
কৌতূহল রহে ফুটি' ! কত পৌর জন,
কত জনপদবাসী আসে অগণন।
মানব-কল্লোল উঠে সিন্ধুনাদপ্রায়,
মানব-প্রবাহ যেন ধরণী ভাসায়।

সহসা নিস্পন্দ রহে জনতার সারি,
বিলুপ্ত কল্লোল ! শিলীভূত-দেহধারী
যেন বা মানবকোটি ! পশে ধীরে ধীরে
বাল্মীকি প্রশান্ত মুখে, ল'য়ে জানকীরে
পাছে পাছে অধোমুখী। জুড়ি' দু'টি কর
রোধে উচ্ছ্বসিত মাতা নয়ন-নির্ঝর,
পতির চরণ সীতা হৃদয়ে ধেয়ায়,
আপনাব অঙ্গে যেন আপনি লুকায় !

ব্রহ্মার পশ্চাতে যেন শ্রুতি আসে চ'লে—
'সাধু সাধু' মহারব উঠে সভাতলে !
কেহ সীতানাম গাহে, কেহ রামনাম,
কেহ উচ্চকণ্ঠে গাহে 'জয় সীতারাম' !
উঠে কলকল নাদ মানব-সাগরে—
আলোড়িত লোকসিন্ধু মহাশোকঝড়ে !
পশ্চাতে জানকী—ঋষি মহাজনতায়
শান্ত সকরুণ মুখে সহসা দাঁড়ায়।
দুই পাশে কুশীলব দাঁড়ায়ে সীতার
অশ্রুভরা পাণ্ডু মুখে চাহে বারবার !
স্তিমিত কল্লোল—ঋষি রাঘবে সম্ভাষি'
কহে ধীরকণ্ঠে,—"রাম, হের পুণ্যরাশি
পশ্চাতে আমার ! হের ব্রতপরায়ণা
ধর্ম্মের সঙ্গিনী তব ! অনন্ত বেদনা—
এই সে জানকী, হের মূর্ত্তি করুণার !
ধন্য আজি ধরাতল সতীনামে যার—
এই সে জানকী ! লোক-অপবাদ লাগি'
আমার আশ্রম-মূলে যাহারে তেয়াগি'
রাজা তুমি করিতেছ প্রজার রঞ্জন,
পূজিয়া দিবসরাতি তোমারি চরণ
সীতা আসিয়াছে আজি বিশ্বের সম্মুখে—
হের পুণ্য, হের শান্তি জানকীর মুখে !
যমজ নন্দন তব হের কুশীলব,
লও রাজা, বুকে লও পুণ্যের বৈভব !

চাহ্ যদি শুদ্ধি তুমি পাবনী গঙ্গার,
কহ্, আজি দিবে সীতা প্রত্যয় তোমার।
"শুক্ল হের কেশ মোর, পুণ্যের পন্থায়
চলিয়াছি যুগ ধরি', কানন-ছায়ায়
আচরিয়া মহাতপ করিয়াছি ক্ষয়
শরীর আমার, নিত্য শুভ তপোময়
আমার সাধনালব্ধ দিব্য লোক যত
হউক বিলীন আজি কুহেলীর মত—
সীতা কলুষিত যদি! বাক্য দেহ মনে
বলি নাই মিথ্যা আমি কভু এ জীবনে,
সতা সে পুণ্যের ফল নাহি যেন পাই—
সীতা কলুষিত যদি! পাপলেশ নাই
পাবন চরিতে মা'র! দিব্য নয়নের
ধ্রুব দরশনে আমি দেখিছি মায়ের
পুণ্য দেহ মন! কানন-নির্ঝরে তাই
পাইনু যখন মায়ে, দিয়াছিনু ঠাঁই
আপন কুটীরমাঝে পতিদেবতায়—
নাই পাপ, পুণ্যজ্যোতি প্রকাশে সীতায়!
আপন হৃদয়তল কর অন্বেষণ,
জান তুমি জানকীরে! প্রজার রঞ্জন
ধরিয়াছ ব্রত যদি, কহি বার বার—
জানকী ঘুচাবে আজি সংশয় সবার।"

পঞ্চদশ সর্গ।

পাতালপ্রবেশ।

শুনি' বাল্মীকির বাণী রাঘব তখন
কহে করপুটে,—"তব বাণী তপোধন,
বেদবাণীসম মানি! হৃদয় আমার—
অন্তরাত্মা জানে শুদ্ধ চরিত সীতার।
লঙ্কার সমরশেষে প্রদীপ্ত চিতায়
পশিল জানকী, বহ্নি কহিল আমায়
সীতা শুদ্ধিমতী। শুধু অপবাদভয়ে
প্রজার প্রীতির লাগি' বহেছি হৃদয়ে
সীতার বিয়োগ ঋষি, পর্ব্বতপ্রমাণ—
অক্ষয় সীতার প্রীতি অমৃতসমান
বহুক হৃদয়ে মোর! যমজ-কুমার—
জানি আমি কুশীলব নন্দন আমার।
তবু কহি, বিশ্ববাসী দেখুক নয়নে—
সিদ্ধ দেব নাগ যক্ষ শুনুক শ্রবণে
শপথ সীতার। সংশয়-মেঘের ভার
কে'টে যাক, যশোভাতি নির্ম্মল সীতার
উজ্জ্বল করুক ধরা—ভ'রে দিক প্রাণ
অক্ষয় সীতার প্রীতি অমৃতসমান!"
সহসা বহিল পুণ্য দিব্য-গন্ধ-ময়
স্নিগ্ধ শুভ সমীরণ, মানিল বিস্ময়
ফুল্ল মুখে বিশাল জনতা। ধীরে ধীরে
জানকী তখন, নেত্র ভরা অশ্রুনীরে,

কাষায়-অঞ্চল গলে, করপুটে কয়,—
"পতির চরণে মোর মতি যদি রয়,
আমারে ধরণী মাতা বুকে দিবে ঠাঁই—
মায়ের শীতল কোলে বেদনা জুড়াই!
আমার মরম মাঝে অণুতে অণুতে
আমার সকল মনে তন্তুতে তন্তুতে
বাম যদি রহে আঁকা, বুকে দিবে ঠাঁই
আমারে ধরণী মাতা—বেদনা জুড়াই!"
এতেক কহিল যদি জানকী তখন
কাঁপিয়া উঠিল ধরা, বিদারি' গগন
দেবকণ্ঠ ফুটে! বিদীর্ণ ধরণীতল—
উঠে দিব্য সিংহাসন, করে ঝলমল
রতন-প্রভায়! ধরে উচ্চ শিরোপর
মহাবল নাগ চারি, ভাতিল অম্বর
জ্যোতির ধাবায়! ধরণী মেলিয়া পাণি
তাপিত তনয়া নিজ বুকে নিল টানি'
দিব্যাসনে বসা'য়ে সীতায়! শিরোপরে
ঝরিল সীতার, সহস্র দেবের করে
অজস্র কুসুমবৃষ্টি! স্বর্গের দুয়ারে
দেবের দুন্দুভি বাজে, অধীর ঝঙ্কারে
বাজিল অমরবীণা, গান গাহে যত
গন্ধর্ব্বপ্রধান। মোহিত জড়ের মত
দাঁড়ায়ে নিশ্চল প্রাণী রাম-মুখে চায়—
শূন্য যেন ধরাতল হারায়ে সীতায়!

ষোড়শ সর্গ।

সীতাবিয়োগে রামচন্দ্র।

পশিল ধরার মেয়ে ধরণীর বুকে,
উঠে 'সাধু সাধু' রব—ম্রিয়মাণ দুখে
দণ্ডকাষ্ঠ ধরি' রাম সজলনয়ন
নতশিরে ধরাতল করে নিরীক্ষণ।
ঝরে দরদর অশ্রু—শোকের সাগরে
উঠিল ক্রোধের ঝড়, মেঘমন্দ্রস্বরে
কহে রাম ধরারে তখন,—"বসুমতী,
দাও, দাও সীতারে আনিয়া। নহে গতি
প্রলয়-অনলে তব সায়কে আমার!
এনেছি জানকী যদি সিন্ধু হ'য়ে পার,
আনিব পাতাল হ'তে! যেথানে বা রয়—
আন সীতা—নহে দেখ বিরাট প্রলয়
সম্মুখে তোমার! শৈল সিন্ধু নদী বন
দহিব সায়কে আজি, কর নিরীক্ষণ
সংহার-মূরতি মোর!" এতেক কহিয়া
ধাইল হুঙ্কারি' প্রভু দণ্ড আস্ফালিয়া!
　　শোক-কলুষিত মত্ত রাঘবে তখন
কহে প্রজাপতি,—"বৎস, করহ স্মরণ
বৈষ্ণবী প্রকৃতি নিজ। পাইবে সীতায়
আবার অমরালয়ে নিজ মহিমায়।"
রুদ্ধ করি' শোক-সিন্ধু কুশীলবে ল'য়ে
পশে যজ্ঞশালা মাঝে, জাগিছে হৃদয়ে

সীতামুখ দিবারাতি, সীতার চিন্তায়
রহিল মগন রাম ভুলি' আপনায় !
ফিরিল নৃপতি যত, তাপসমণ্ডল,
পশিল অযোধ্যা প্রভু—শূন্য ধরাতল
হারা'য়ে সীতায় ! কত কাল চ'লে যায়,
কত বা উৎসব এল, আনন্দ-ধারায়
ভাসিল কোশলপুরী। রাম শুধু বহে
স্মৃতির সমাধি—রহে সীতার বিরহে !
আর বসিল না নারী সীতার আসনে,
যজ্ঞে যজ্ঞে সীতামূর্ত্তি গঠিত কাঞ্চনে
বসিল রাজার বামে ! বরষে বরষে
কত মহাযজ্ঞ সাধে, কাঞ্চন বরষে
জলদসমান। অশুভ না রহে আর —
রাম-রাজ্যে এল নামি' শান্তি অমরার।
পুত্র-পৌত্র-মাঝে দেবী কৌশল্যা তখন
পশিল অমর-লোকে, হারা'ল লক্ষ্মণ
সুমিত্রা জননী। কৈকেয়ী মুদিল আঁখি
পুত্র-পুত্রবধূ-কোলে, দেবলোকে থাকি'
আশিস্ বরষে। ছায়ার মতন আসে
নিঃশব্দ চরণে কাল—সকলি গরাসে !

সপ্তদশ সর্গ।

লক্ষ্মণবর্জ্জন।

গেল কত কাল চলি' নদীস্রোতপ্রায়—
এক দিন কোথা হ'তে তপোদীপ্ত-কায়
এল ঋষি রাজার দুয়ারে। হেরি' কহে
লক্ষ্মণে তাপস,—"গোপনীয় কথা রহে—
জানাও রাজারে ত্বরা, মাগিছে দর্শন
'অতিবল' মহর্ষির দূত একজন।"
　লক্ষ্মণ ত্বরিতপদে রঘুনাথে কয়,
"দাঁড়ায়ে দুয়ারে প্রভু, রহে জ্যোতির্ম্ময়
মহাসত্ত্ব ভাস্করসমান। ফুটে তাঁর
দীপ্ত মুখে কিবা চণ্ড জ্যোতির সম্ভার!
নারিনু চাহিতে, আঁখি ঝলসিয়া গেল—
'অতিবল' মহর্ষির দূত কেবা এল!"
　রাজার আহ্বানে ঋষি পশিল তখন
ভবন মাঝারে, কহে মধুর বচন
বাহু তুলি' আশীর্ব্বাদ করি'। রাখে রাম
পূজা-অর্ঘ্য, সহাস বদনে অভিরাম
কুশল-বারতা পুছে। পরম আসনে
বসিয়া কহিছে ঋষি,—"রহে মহাবনে
অমিতপ্রতাপ মুনি, দূত আমি তাঁর
আসিয়াছি গোপনীয় বহি' সমাচার।
বলিব সে কথা যবে নৃপতি, তোমায়
তৃতীয় মানব কেহ না র'বে হেথায়;

যদি কেহ শুনে, কিম্বা করে দরশন,
করহ প্রতিজ্ঞা—তা'র বধিবে জীবন ?”
বদ্ধ সত্যপাশে রাম, রাখিল লক্ষ্মণে
ভবন-দুয়ারে তবে। জ্বলন্ত বদনে
কহিছে তাপস,—“আমি সর্ব্বহর কাল—
হের মোর রূপ প্রভু, সংহার-করাল !
ব্রহ্মা পাঠায়েছে মোরে কহিতে তোমায়,
পূর্ণ তব কাল প্রভু, চল অমরায়।
বৈষ্ণবী প্রকৃতি নিজ করহ স্মরণ—
তোমারি তো পুত্র আমি মায়ার নন্দন।
কত গ্রাসিয়াছি আমি, কত বা গ্রাসিব—
তোমার কোশলপুরী আমি না রাখিব !
পূর্ণ যদি কাল প্রভু, চল অমরায়—
স্বরগ - দুয়ারে দেব মন্দার সাজায়।”
হাসিয়া কহিছে রাম,—“আসিয়াছ কাল ?
সকলি গরাসি' লও— সকল জঞ্জাল !
তোমার নিষ্ঠুর করে মায়ার স্বপন
ভেঙে দাও, নিত্য লোকে করিব গমন।”
সহসা দুর্ব্বাসা আসি' দুয়ারে তখন
কহিছে লক্ষ্মণে,—“কহ মোর আগমন
এখনি রাজায়।” লক্ষ্মণ প্রণত শিরে
কহে করপুটে,—“প্রভু, আসিবে অচিরে
রঘুনাথ ; ক্ষণকাল করহ বিশ্রাম—
এখনি আসিবে রাজা।” না সহে বিরাম—

ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে প্রদীপ্ত জটায়
দহিয়া কোশলপুরী রক্ত-আঁখি চায়
শাপ মূর্ত্তিমান্! "এখনি রাজারে কহ—
নতুবা জগৎগ্রাসী শাপ মোর লহ!"
ভাবিছে লক্ষ্মণ,—"হ'বে আমার মরণ
যাই যদি রাজপাশে—দিব এ জীবন
রাখিতে কোশলপুরী!" মন্দ মন্দ চলে,
পশিয়া ভবনমাঝে রাজপদতলে
করে নিবেদন। বিসর্জ্জি' তাপসে রাম
চলে অর্ঘ্যভার ল'য়ে, করয়ে প্রণাম
দুর্ব্বাসার পদতলে। কহিছে ব্রাহ্মণ,—
"সহস্র বরষ পরে ব্রত অনশন
সাঙ্গ হ'ল আজি। তাই আমি আসিয়াছি
অতিথি দুয়ারে তব, অন্ন মাগিয়াছি।"
আনন্দে মগন রাম দিব্য অন্ন আনে,
আশ্রমে ফিরিল ঋষি প্রফুল্ল বয়ানে।
স্মরিয়া প্রতিজ্ঞা রাম অধোমুখে রয়,
রাহুমুখে চাঁদ যেন প্রকাশ না হয়!
লক্ষ্মণ প্রফুল্ল মুখে কহিছে তখন,—
"দিব আমি প্রাণ প্রভু, প্রতিজ্ঞা-পালন
হউক তোমার। কিবা রহে খেদ তায়?
ধরার মঙ্গলে আমি দিব আপনায়!"
শোক-কলুষিত রাম ব্যাকুলপরাণ
না পারে লক্ষ্মণে দিতে পরাণসমান!

কহিছে বশিষ্ঠ ঋষি,—"জানি আমি সব—
কাল আসে গরাসিতে কোশল-বৈভব !
কাল বলবান্, কর প্রতিজ্ঞা পালন,
বিফল প্রতিজ্ঞা যেথা, ধর্ম্ম কদাচন
নাহি সেথা রয়। ধর্ম্ম যদি নাহি রয়,
ত্রিলোক-মাঝারে উঠে মরণ-সংশয় !
ধরার মঙ্গলে ত্যজ প্রাণের লক্ষ্মণে—
ধর্ম্মের মহিমা যাক্ ভুবনে ভুবনে !"
"তাই হোক", কহে রাম বাষ্পাকুল-আঁখি,
লক্ষ্মণ সরযূতীরে শুদ্ধ মনে থাকি'
বসে যোগাসনে—রুধিয়া ইন্দ্রিয় যত
আপনা' ছড়ায়ে দিল আকাশের মত !
যোগমার্গে পশে বীর জ্যোতির সাগরে—
দেব ঋষি রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি করে !

অষ্টাদশ সর্গ।

মহাপ্রস্থান।

হারা'য়ে জানকী রাম হারা'য়ে লক্ষ্মণে
নিখিল ধরণীতল শূন্য বলি' গণে ;
কহে নরনাথ,—"আজি রঘু-সিংহাসন
দিব ভরতেরে, যেথা গিয়াছে লক্ষ্মণ,
আজি আমি যাব !" শুনি' সে দারুণ বাণী
ভরত চরণ-তলে পড়ে পুটপাণি

কহে নেত্রনীরে ভাসি',—"রাজ্য নাহি চাই—
তোমার চরণ যেন সেবিবারে পাই !
কহি তব নাম ল'য়ে ; তুমি যাবে যেথা,
ভরত প্রফুল্ল মুখে আগে যাবে সেথা।
কোশলে রহুক্ কুশ, উত্তরকোশলে
রহুক্ কুমার লব রঘু-ছত্র-তলে।"
বিন্ধ্য-গিরি-মাঝে হ'ল কুশের নগরী,
কুশাবতী নাম তার, ধন রত্নে ভরি'
অলকা শোভিল যেন। উত্তরকোশলে
শ্রাবস্তী নগরী লব পালে বীর্য্যবলে।
ভরত-নন্দন তক্ষ, পুষ্কল কুমার
রহে সিন্ধুদেশে, যত শোভা অমরার—
যত রত্ন বসুধার সিন্ধুকূলে রয়,
শোভে সে গান্ধারভূমি মঞ্জুবনময়।
পুষ্কল পুষ্কলাবতে লভে সিংহাসন,
তক্ষ তক্ষশীলা পুরী করিল শাসন।
চন্দ্রকেতু রহে আর অঙ্গদ কুমার
লক্ষ্মণ-নন্দন দু'টি ; শোভার ভাণ্ডার
অঙ্গদ লইল পুরী কারুপথ নাম,
চন্দ্রকান্ত পুরী হ'ল চন্দ্রকেতুধাম।
শত্রুঘ্ন-নন্দন বসে রাজা মথুরায়—
দিকে দিকে রামনাম ভরে বসুধায় !
আইল বানর ঋক্ষ রক্ষঃ অগণন,
আইল সুগ্রীব, সঙ্গে রাজা বিভীষণ।

কত বনবাসী ঋষি, পুরবাসী আসে—
কোশল-নগরী যেন নেত্রনীরে ভাসে !
কহিছে সুগ্রীব,—"প্রভু, হরি-সিংহাসনে
অঙ্গদে বসা'য়ে আমি এসেছি চরণে,
যাব তব পাছে পাছে অমৃতের মাঝে
অক্ষয় অগাধ শান্তি যেখানে বিরাজে !"
মধুর হাসিয়া রাম কহে বিভীষণে,—
"যাবদ্ সবিতা চন্দ্র, যাবদ্ ভুবনে
র'বে গিরি নদী, যতদিন মহীতলে
র'বে শুভ কথা মোর, ধরার মঙ্গলে
পুণ্য পতাকার তলে লঙ্কাসিংহাসনে
রহিও বীরেন্দ্র তুমি।" চরণের তলে
পড়ে বিভীষণ ভাসি' নয়নের জলে !

চাহি' মারুতির মুখে প্রসন্ন নয়নে
কহে রঘুনাথ,—"কপি, যাবদ্ ভুবনে
র'বে কথা মোর, রহিও ধরণীতলে—
গাহিও এ কথা মোর কাননে অচলে।"
চরণে প্রণত কপি পুটপাণি কয়,—
"তাই হোক্—যেন মোর শ্রুতিপুটে রয়
তব নামসুধা প্রভু ! চরিত তোমার—
ধারা নিরমল যেন পাবনী গঙ্গার
পান করি দিবানিশি ! গৃহে বা কাননে
যেখানে তোমার কথা শুনিব শ্রবণে,
র'ব নেত্রনীরে ভাসি' ! মরণে জিনিব—

তোমার চরিতামৃত কণ্ঠ ভরি' পিব,
বিলাইব জনে জনে! বিরহ তোমার
ভুলিব, গাহিয়া প্রভু, চরিত উদার!"

প্রভাতে বশিষ্ঠ করে ঋষিগণসনে
মহাপ্রস্থানের বিধি। প্রশান্ত বদনে
সূক্ষ্মাম্বর-পরিধান কুশপাণি চলে
সরযূর জলে প্রভু, হৃদয়-কমলে
ব্রহ্মজ্যোতি ফুটে। দক্ষিণে কমল করে
আপনি কমলা চলে, বামে শোভা করে
দেবী বসুমতী। চলিল পুরুষকার
মূর্ত্তিমান আগে আগে, শস্ত্রের সম্ভার
ভাতিল গগন। চলে দ্বিজরূপ ধরি'
চারি বেদ পাছে পাছে, মাতা শুভঙ্করী
গায়ত্রী আপনি। খুলিল স্বরগদ্বার,
ভাতিল বিমান কোটি, অঙ্গে বসুধার
অম্লান মন্দারমালা ঝরে অবিরল,
বহে পুণ্য বায়ু, গাহে দেব-ঋষি-দল।
আপনি আইল ব্রহ্মা, চতুর্ম্মুখে গায়
বিশ্বভরা মহাসাম, বৈষ্ণব-কায়ায়
পশিল অনুজসনে বিশ্বের ঈশ্বর—
দেবের দুন্দুভি বাজে ভরিয়া অম্বর!
পশিল সরযূজলে জীব দলে দলে,
দেবের বিগ্রহ ধরি' দেবলোকে চলে!
অযোধ্যা রহিল পড়ি' শূন্য প্রাণহীন—

সরযূ বিষাদগান গাহে নিশিদিন !
অনন্ত নিবাস যাঁর, অমৃত ভাণ্ডার,
সহস্র চরণ শীর্ষ, নেত্রে জ্বলে যাঁর
রবি শশী বিভাবসু, অঙ্গের প্রভায়
দ্যুলোক ভূলোক ভাসে, কালভয় যায়
নাম নিলে যাঁর—বিশ্বপালে বিশ্বনাথে
ধরণী প্রণাম করে অবনত মাথে।

"যত্র যত্র রঘুনাথ-কীর্ত্তনং
তত্র তত্র কৃত-মস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্প-বারি-পরিপূর্ণ-লোচনং
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্॥
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥"

শিবমস্তু।

উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত।

PUBLIC LIBRARY